জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

(তৃতীয় ভাগ)

মৌমাছি

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় ভাগের নিবেদন

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কে পাঠক্রম (Syllabus) অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছি যে সে কথা প্রথম ভাগেই বলেছি। কাজেই 'মধুভাণ্ড' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ না পড়ে এই বইটি পড়লে চলবে না। তৃতীয় ভাগ মধুভাণ্ড বইটিকে—আমি পৃথিবীর পরিবেশে যা কিছু জানবার মত আছে—বা যা কিছু আমার দেশের ছেলেমেয়েদের জানা উচিত—সেই সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি। যারা বৃহত্তর জীবনের বৃহত্তর শিক্ষার পথে পা বাড়াতে যাচ্ছেন এ বইটি পড়ে তাঁরা লাভবান হলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো। এই বইটিতে অন্য দুই ভাগ "মধুভাণ্ড" বইয়ের মত বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া সম্ভব হলো না। পরবর্ত্তী সংস্করণে দেওয়ার ইচ্ছা রইল—তবে আশা করি সূচী না দেওয়াতেও খুব বেশী অসুবিধা হবেনা কারণ প্রশ্নগুলিকে এই ক'টি অধ্যায়ে গুছিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি (১) পৃথিবীর সবসেরা যা কিছু (২) বিদেশের বিশেষ জ্ঞান (৩) রাষ্ট্র ও রাজনীতি (৪) ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (৬) বর্ত্তমানের পৃথিবী-বিখ্যাত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিচয় (৭) বিদেশের সাহিত্য। এ ধরণের বইকে সম্পূর্ণ নির্ভুল করে তোলা খুবই কঠিন কাজ, তবু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ডের তিনটি খণ্ডে যে সাধারণ জ্ঞানের বই সঙ্কলন করেছি—তাতে তাকে সাধ্যমত নির্ভুল করবার প্রয়াস পেয়েছি। তা সত্বেও তাড়াতাড়িতে ছাপা হওয়ার ফলে মারাত্মক ছাপার ভুল রয়ে গেছে—তাই সেগুলি পরপৃষ্ঠার শুদ্ধি-পত্র দেখে ঠিক করে নিয়ে পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি সকলকে। এই বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ স্কুল বিদ্যালয়ে যথাক্রমে পঞ্চম-ষষ্ঠ ও সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে—এটিও নবম-দশম শ্রেণীতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হবে—এটুকু সহযোগিতা বাঙলার শিক্ষকমণ্ডলী ও বিভিন্ন বিদ্যায়তন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা করি।

৭ই ডিসেম্বর—১৯৪৩

বিনীত

'মৌমাছি'

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে (অশুদ্ধ)	পড়তে হবে (শুদ্ধ)
১	৬	—এর সব	—পিরামিড ছাড়া এর সব
২	৬	টলেসী সোটার	টলেমী সোটার
৬	১৫	সুমাত্রা দ্বীপে 'ব্যফ্‌লেসিয়া'	সুমাত্রা দ্বীপে 'ব্যাফলেসিয়া'
২৩	৭	কিরকুক	কারকুক্‌
২৩	৮	'টল্‌-কশেক্‌'	'তেল্‌ কোচেক
২৩	১৪	খানাকুইন	'খানাকিন্‌'
২৭	১৩	Grund prix	Grand prix
৪৮	১৩	'ভুসে'	'ভুচে'
৫৮	২০	'কু-ক্লক্স-ক্ল্যান্‌'	কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান্‌'
৬১	১৪	পোলিব্যুরো (poliburau)	পোলিট্‌ব্যুরো (politbureau)
৬২	৬	স্পেনের মত	স্পেনের গত
৬৮	৭	'পোডল' প্রাসাদে	পোতল প্রাসাদে
৭৫	১৯	'Smaiticas'	'Sinaiticas'
৭৬	১৪	'কৃজ্ঞযজুর্ব্বেদীয়'	'কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়'
৭৬	১৬	'ম্যুচক'	'মুণ্ডক'
৮৪	১৩	প্রতিষ্ঠার করলেন	প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন
৮৮	২০	(Princetoon)	(Princeton)
৮৯	৩	বিখ্যাত বিদ্যালয়	বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়
৮৯	৫	Keicijuku	'Keigijuku
৯২	৪	Enveronmont	Environment
১১৩	৩	'কশি-আ-লা.ট্যুর'	'কোশি-আ-লা ত্যুর'
১২০	৭	ভরোনফ্‌	'ভোরোনভ্‌'
১২৫	১৭	Masrryk	'Masaryk'
১২৭	২	জিনেভিভ	'জিনোভিভ্‌'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

তৃতীয় ভাগ

পৃথিবীর 'সবসেরা' যা কিছু

পৃথিবীর 'সাতটি আশ্চর্য্য' জিনিস কি ?

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য জিনিস বলতে প্রাচীন যুগে বোঝাতো এই ক'টি জিনিস—এর সব ক'টি জিনিসই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(১) **মিশরের বিখ্যাত পিরামিড**—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় চার হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল।

(২) **মসোলিয়ম**—হ্যালিক্যার্ণাসাসের ক্যারিয়ার বিখ্যাত রাজা মাসোলাসের এই স্মৃতিমন্দির তৈরী হয় দু'হাজার বছর আগে।

(৩) **ব্যবিলনের শূন্যোগ্যান**—এটা তৈরী হয়েছিল ৩৩৫ ফুট উঁচু আর ৮৫ ফুট চওড়া এক দেওয়ালের ওপর—তৈরী করিয়েছিলেন সম্রাট নেবুকাড্‌নেজার—কারণ তাঁর রাণী আমাইতেস ছিলেন ঠাণ্ডা 'পাহাড়ে' দেশের মেয়ে—ব্যবিলনের গরম হাওয়া তাঁর সহ্য হত না—তাই সম্রাট অতো উঁচু দেওয়াল গেঁথে তার ওপর বাগান আর থাকবার মত প্রাসাদ করিয়ে দেন।

(৪) **রোড্‌স্ দ্বীপের 'কলোসাস'**—এটি ছিল রোড্‌স্‌বাসীদের হেলিওস দেবতার ১২০ ফুট লম্বা মূর্ত্তি—এটি যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ২২৪ বছর আগেই ধ্বংস পেয়েছে।

(৫) **এফিসাসের 'ডায়না দেবীর মন্দির'**—এটি ৩২৬ খৃঃ অব্দে ধ্বংস পেয়েছে।

(৬) **অলিম্পিয়ার 'জুপিটার' মূর্ত্তি**—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার সাড়ে চারশো বছর আগে এই মূর্ত্তিটি নাকি তৈরী করেন ফিডিয়াস্ বলে প্রাচীন যুগের এক ভাস্কর। মূর্ত্তিটি ৪০ ফুট উঁচু ছিল বলে শোনা যায়।

(৭) **আলেকজান্দ্রিয়ার অন্তর্গত ফারোস দ্বীপের আলোকস্তম্ভ**—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ৩০০ বছর আগে মিশরের রাজা টলেমী সোটার নাকি এটি তৈরী করিয়েছিলেন—এটি ৪০০ ফুট উঁচু ছিল বলে শোনা যায়।

মধ্যযুগের 'সাতটি আশ্চর্য্য' জিনিস বলতে বোঝায়—(১) নানকিনের পোর্‌সিলেনের তৈরী টাওয়ার বা স্তম্ভটি (২) চীনের প্রাচীর (৩) রোমের কলোসিয়ম (৪) পিসার হেলান স্তম্ভ (৫) কন্‌স্তান্তিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার মস্‌জিদ (এটি পূর্ব্বে গির্জ্জা ছিল—কিন্তু ১৪৫৩ সালে তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ এটিকে মস্‌জিদে পরিণত করেন) (৬) ইংলণ্ডের ষ্টোনহেঞ্জ (৭) আলেকজান্দ্রিয়ার 'ক্যাটাকম্ব' প্রাসাদ। এই ক'টি জিনিসের মধ্যে নানকিনের স্তম্ভটি—১৮৫৩ সালের তাইপিং বিদ্রোহে ধূলিসাৎ হয়েছে। শুধু এর চিহ্ন হিসাবে এই স্তম্ভের চূড়ায় যে ধাতুপাত্রটি ছিল—সেটি রাখা আছে নানকিংয়ের দক্ষিণদিকের ফটকে। পিসার হেলান স্তম্ভ ও সোফিয়ার মস্‌জিদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসগুলিও ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। এই সাতটির মধ্যে কেউ কেউ ইংলণ্ডের ষ্টোন হেঞ্জের পরিবর্ত্তে 'তাজমহল'কে সপ্ত আশ্চর্য্যের একটি বলে ধরেন।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর 'সাতটি আশ্চর্য্য' জিনিস হলো—

(১) এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (নিউ ইয়র্ক)

(২) পানামা খাল

(৩) গোল্ডেন গেট ব্রীজ বা সেতু (সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো)

(৪) টেম্‌স্ নদীর নীচে লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথ
(৫) আস্থন বাঁধ (মিশর)
(৬) ওয়াশিংটনের স্মৃতি মন্দির (যুক্তরাষ্ট্র)
(৭) সিন্ধুপ্রদেশের লয়েড্ বাঁধ

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বোঝায় ?

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত প্রতিভাশালী মনীষী জন্মেছেন তাদের মধ্যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ লোকে তাঁকে শিল্পী বলেই জানে—কারণ তাঁর 'লাষ্ট সাপার' (Last Supper) ও 'মোনা লিসা' (Mona Lisa) ছবি শিল্পের জগতে এক বিস্ময়কর অবদান—কিন্তু তিনি শুধু ভাল ছবিই আঁকতে পারতেন না, তিনি ছিলেন উঁচুদরের ভাস্কর, স্থপতিবিৎ, ইঞ্জীনীয়ার ও বৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা করে গেছেন এবং পরে সে সমস্তই লোকে জানতে পেরেছে। বেতার, বিমানযান—এ সমস্ত জিনিস আবিষ্কার হবার বহু আগে এ সমস্ত জিনিস নিয়েও যে তিনি মাথা ঘামিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' —লোকে তাঁকে সাধারণতঃ 'কবি' বলেই জানতেন—কিন্তু তিনি ছবি আঁকা, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিষয়েও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়ে গেছেন। অভিনেতা ও দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে—এমন লোকও ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ঘড়ি যেটি এখনও সময় দিচ্ছে সেটির ইতিহাস কি ?

ফ্রান্সের 'দিজন' অঞ্চলে নোৎর্‌দাম গীর্জ্জার ওপরে যে ঘড়িটি দেখতে পাওয়া যায়—সেটিই নাকি পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘড়ি যেটি এখনও চলছে।

—এই ঘড়িটি তৈরী করেন জ্যাকেস মার্ক এবং শহরবাসীর সেবায় এটিকে উৎসর্গ করেন রাজা ফিলিপ দি হার্ডি—১৩৮৩ খৃঃ অব্দে। এই সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে ঘড়িটি বাজছে বলে 'দিজনে'র অধিবাসীরা এটিকে পৃথিবীর গৌরবের সম্পদ বলে মনে করে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী পোশাক কার আছে?

সবচেয়ে দামী পোশাক আছে হাওয়াই দ্বীপের রাজা তৃতীয় কামেহামেডার (Kamehameda III)। এই পোশাকটি একটি লম্বা ঝোলা জামা (cloak); এটি হাওয়াই দ্বীপের মধুখেকো ছোট ছোট মামো পাখীর হলদে আর লাল পালখ দিয়ে আগাগোড়া তৈরী। জানা যায় যে, রাজার এই পোশাকের পালখ জোগাড় করতে এত 'মামো' পাখী মারা হয়েছে যে, সে দেশ থেকে 'মামো' পাখী একেবারে লোপ পেয়েছে। বর্ত্তমানে হাওয়াই দ্বীপের রাজার এই পোশাকটির দাম কুড়ি হাজার পাউণ্ড বলে ধরা হয়েছে। এত দামী পোশাক পৃথিবীতে আর কারুরই নেই।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর দামী ঘোড়া কার ছিল?

আমেরিকার আয়োওয়া প্রদেশের বুন্ অঞ্চলের মিঃ সি, জি, গুডের ব্রুকলিন স্থপ্রিম বলে যে ঘোড়া ছিল—৯ মাস বয়সে ১৯৩৮ সালে তার ওজন হয়েছিল দেড় টনের কাছাকাছি—অত মোটা আর অত বড় ঘোড়া এর আগে কেউ দেখেনি। এই ঘোড়াটার দাম উঠেছিল ১৬০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক সময় দেয় কোন্ ঘড়িটি?

কলকব্জাওয়ালা পুরানো ধরণের ঘড়িতে প্রায়ই সময়ের গোলমাল হয় একথা তোমরা জানো, কিন্তু ১৯৩৮ সালে গ্রীনউইচের মানমন্দিরে

(Greenwich Observatory) যে বৈদ্যুতিক ঘড়ি বসানো হয়েছে —তাতে গোটা বছরে এক সেকেণ্ডের অতি সামান্য ভগ্নাংশের অনুপাতে সময়ের তফাৎ হয়—গ্রীনউইচের পেণ্ডুলাম দেওয়া ঘড়িতে এর আগে এমন সঠিক সময় ধরা সম্ভব হত না।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কোন্‌টি এখনও রয়েছে?

সুইডেনের 'স্টোরা কোপ্পারবার্গস বার্গস্ল্যাগস আকটেবোলাগ' (Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag) নামের কোম্পানীটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে—এই কোম্পানীটি এখন সুইডেনের একটি কাগজের কারখানা পরিচালনা করেন। এটি গড়া হয়েছিল ১২৮৮ খৃঃ অব্দে— এরকম প্রমাণ এই কোম্পানীর পুরানো কাগজপত্রে পাওয়া গেছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে কোন্ ভাষায় বেশী লোক কথা বলে?

মোটামুটি হিসেবে জানা যায় যে, চীনে ভাষায় কথা বলে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক। ৪৫ কোটি লোক কথা বলে এই চীনে ভাষায়। তারপরেই হচ্ছে ইংরাজী ভাষা—এই ভাষায় কথা বলে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক। তারপরে রুশ ভাষায় কথা বলে ১৬ কোটি লোক, জাপানী ভাষায় কথা বলে ৯ কোটি লোক, জার্ম্মাণ ও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে ৮ কোটি লোক। হিন্দী ভাষায় কথা বলে ৭ কোটি ২০ লক্ষ লোক। বাঙলা ভাষায় কথা বলে ৫ কোটি লোক।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ রেলপথ কোথায় আছে?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ রেলপথ আছে আমেরিকায়। সেখানকার লাইনের মোট লম্বা মাপ হচ্ছে ২ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত ৪ মাইল।

পৃথিবীতে কতগুলি জাতির জাতীয় পতাকা আছে?

যতদূর জানা যায়, ৮১টি জাতের জাতীয় পতাকা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। সব জাতের কাছে তার জাতীয় পতাকার সম্মান সবচেয়ে বেশী। তোমরাও যে তোমাদের জাতীয় পতাকাকে তেমনি ভালবাসবে সেকথা কি বলে দিতে হবে?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সেতু কোন্‌টি? সেটির মাপ কত?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সেতু বা পুল হচ্ছে সানফ্রান্সিস্কোর ওকল্যাণ্ড সেতু—এটা মোট লম্বা হচ্ছে সাড়ে আট মাইল।

সবচেয়ে বড় জেপেলিন কোন্‌টি?

সবচেয়ে বড় জেপেলিনের নাম 'হিণ্ডেনবার্গ'—এটা লম্বা ছিল ৯৭২ ফুট আর ঘণ্টায় ৮৩ মাইল বেগে উড়তে পারতো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাতের ফুল কি কি?

পৃথিবীর সবচেয়ে মস্ত ফুল যে কি তা ঠিক করে বলা শক্ত, যাই হোক জেনে রাখ সুমাত্রা দ্বীপে 'র‍্যাফ্‌লেসিয়া' বলে একরকম ফুল আছে, তা যখন ফোটে তখন আড়াআড়িভাবে মাপে সেটা হয় প্রায় তিন ফুটের মতো। এছাড়া সুমাত্রায় আরও একরকম ফুল আছে সেটা লম্বা ধরণের কচুর ফুলের মত—সেগুলো লম্বায় প্রায় ষোল, সতের ফুট পর্য্যন্ত হয়। তার নাম হচ্ছে এমোরফোফ্যাল্যাস লিটানাম (Amorphophallas-litanum)।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডাকটিকিট কোন্‌টি? সেটির দাম কত?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডাকটিকিট যা সংগ্রহ করা আছে, তার মধ্যে ১৮৫৬ সালের বৃটিশ-গায়েনার এক সেণ্ট দামের একখানি টিকিটই সবচেয়ে দামী; এর দাম বর্ত্তমানে সাড়ে সাত হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠেছে।

পৃথিবীর মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বড় যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি আছে?

ব্রেজিলের রাজধানী রিও-ডি-জ্যানেরিও শহরে ২৪০০ ফুট উঁচু 'কর্কোভেডো' বলে যে পাহাড় আছে—তার ওপরে ১১০ ফুট লম্বা এক যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি আছে—এই মূর্ত্তিটি কন্‌ক্রীটের তৈরী।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কি?

হীরক হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। তবে কোন কোন বিশেষ ধরণের ইস্পাতও বর্ত্তমানে হীরকের মত কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আবক্ষ-মূর্ত্তি' বা বাস্ট কোথায় আছে?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক শহরে মিঃ জর্জ্জ গ্রে বারনার্ড বলে এক মূর্ত্তিশিল্পী প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের যে আবক্ষ মূর্ত্তি খোদাই করেছেন—সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আবক্ষমূর্ত্তি (Bust)। এই মূর্ত্তিটি ১৬ ফুট উঁচু।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শহর কোন্‌টি?

সমুদ্রতট থেকে সবচেয়ে উঁচু শহর হচ্ছে বলিভিয়ার রাজধানী 'লা পাজ' (La Paz); এটি সমুদ্রতট থেকে ১২৭০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রেলওয়ে স্টেশন আছে পেরু প্রদেশের 'মরোকোচা' (Moreocha) বলে যায়গাটিতে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত কে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত বলতে বলা হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মেক্সিকোর—'সাণ্ট্যা ম্যারিয়া দেল ট্যুল্' গ্রামের প্রকাণ্ড সাইপ্রেস গাছটিকে। এই গাছটির বয়স মেপে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন—এটির বয়স ৫ হাজার বছরেরও বেশী—এই গাছটির গুঁড়ির বেড় ১৭৫ ফুট। এই গাছটি 'El Tule' নামে পরিচিত।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের মুক্তা কোনটি ? কোথায় আছে ?

পৃথিবীতে যত মুক্তা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের মুক্তাটি পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগে—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পালাওয়ান দ্বীপের ব্রুক্স পয়েণ্ট বলে যায়গাটিতে। এটি মাপে ৯ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় ৪ থেকে ৫॥ ইঞ্চি লম্বা—এই মুক্তাটি শামুকের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় নি—এটি পাওয়া গেছে বড়গোছের ক্ল্যাম্ নামক একটি সমুদ্রের জীবের খোলার ভেতর।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফোয়ারা কোথায় আছে ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহরের গ্রাণ্ট পার্কে—'বাকিংহাম মেমোরিয়াল কাউণ্টেস' বলে যে ফোয়ারাটি আছে সেইটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফোয়ারা। এটি মিস্ কেট্ বাকিংহাম বলে এক মহিলা তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে শিকাগো শহরে তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। এই ফোয়ারার চারিধারে সব সুদ্ধ বাহাত্তরটি উৎস-মুখ আছে সেখান থেকে জলের ধারা বেরিয়ে ৩০০ ফুট চওড়া এক জলধারা তৈরী করে, আর

মাঝখানে উৎস-মুখ থেকে ৮০ ফুট উঁচুতে জল ওঠে। এই ফোয়ারা খুলে দিলে মিনিটে ১৬০০ গ্যালন জল বেরোয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ কোথায় আছে ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন শহরে 'ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট' নামে যে স্তম্ভটি আছে—সেটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের স্মৃতিতে স্থাপিত হয়েছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এটির নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হয়—কিন্তু শেষ হওয়ার আগে ১৮৫৫ সালে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার ১৮৭৭ সালে কাজ শুরু হয় ও ১৮৮৪ সালে কাজ শেষ হয়। এটি লম্বায় ৫৫৫ ফুট—এর ভেতরের ৯০০ সিঁড়ি বেয়ে তবে ওপরে ওঠা যায়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কোন্ দেশে পাওয়া গেছে ?

আমাদের ভারতবর্ষেই পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, অজন্তার ও বাঘগুহার দেওয়ালের আঁকা ছবি, ইলোরার গুহায় পাথরের খোদাই করা যে সব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিই নাকি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান্ হাতে আঁকা ছবি কোন্‌টি ?

শিল্পী 'গেন্স্‌বরোর' (Gainsborough) আঁকা 'ব্লু বয়' (Blue Boy) বলে ছবিটির দামই এখন সবচেয়ে বেশী—১৯২১ সালে ১০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয় এবং সেই ছবিটি পরে শিল্পী রেণল্ডসের আঁকা 'মিসেস্ সিডন্‌স্ এ্যাজ দি ট্রাজিক মিউজ' নামের ছবিটির সঙ্গে একত্রে দুই ২০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের হাতে আঁকা ছবি (Oil painting) কোথায় আছে ?

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মাপের ছবি বা অয়েল পেন্টিং টাঙ্গানো আছে ভেনিসের ডোগেস্ প্যালেসের (Doge's Palace) হলঘরে—এই ছবিটির নাম 'প্যারাডাইস্' (Paradise)। ছবিটি ৮২ ফুট লম্বা ও ৩৩ ফুট চওড়া।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক গতিশীল ট্রেণ কোথায় চলে ?

আমেরিকার ডজ্ সিটি (Dodge City) থেকে লা জুণ্টের (La Junte) মধ্যে 'সুপার চীফ' (Super Chief) বলে যে ট্রেণটি যাতায়াত করে সেইটির গতি সবচেয়ে বেশী। ঘণ্টায় ৮৭ মাইল বেগে এই ট্রেণ চলে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী জোরে ট্রেণ চলেছিল—১৯৩৮ সালে লণ্ডনের 'করোনেশন এক্সপ্রেস'। এই ট্রেণটি ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে ছুটে গেছলো।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা 'রেলপুল' কোথায় আছে ?

পূর্ব্ব-আফ্রিকার নিম্ন জাম্বেসী প্রদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা রেলপুল আছে—এটা লম্বায় ১২০৬৪ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রেলপুল হচ্ছে ফ্রান্সের 'ফ্যাডেস্ ভিয়াডাক্ট' সেতুটি—এটি ৪৩৪ ফুট উঁচু।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ কি ?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ হচ্ছে 'কুইন এলিজাবেথ্' নামে জাহাজটি। এটি ৮১ হাজার টনের জাহাজ।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজপ্রাসাদ কোথায় আছে ?

স্পেনের 'মাদ্রিদ' শহরে যে রাজপ্রাসাদ আছে সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজপ্রাসাদ।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'ছবিঘর' বা 'সিনেমা' কোথায় আছে ?

যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক শহরে 'রক্সি' (Roxy) বলে যে ছবিঘর বা সিনেমা হাউস আছে, সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্টেশনটির নামে সবচেয়ে বেশী অক্ষর আছে ?

বৃটেনের এঞ্জেলসী অঞ্চলের এল-এম-এস রেলের ছোট্ট স্টেশনটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নামের স্টেশন। নামটা দিলুম। LLANFAIRPWLLGWYLLGOGERYCHWYRNDRO-BWLLLLANTSILIOGOGOGOCH

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘণ্টা কোন্‌টি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘণ্টা হচ্ছে, মস্কৌ-এর 'জার' (Tsar Bell) ঘণ্টাটি। এটি তৈরী হয় ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে, এটির ওজন হচ্ছে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড বা ১৯৬ টনের বেশী। এটা লম্বায় সাড়ে উনিশ ফুট আর ব্যাস হচ্ছে ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি।

পৃথিবীতে মোট কত রকমের ভাষা আছে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে একেবারে সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি হিসাবে যতটা জানতে পারা যায়—সে হিসাবে পৃথিবীতে কমসে কম ৩৪২৪ রকমের ভাষা আছে। এবং জানা যায় তার মধ্যে এক ভারতবর্ষেই কমপক্ষে ২২২টি ভাষা আছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী রকমের ভাষা জান্‌তেন কে ?

রোমের ভ্যাটিকান প্রাসাদের গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান যিনি ছিলেন, সেই কার্ডিন্যাল মেজ্জোফ্যান্টি (Cardinal Mezzofanti) ১১৪টি ভাষা

জানতেন। পরের যুগে ১৮৩৭ সালের রাজ্যাভিষেকের সময় প্রোফেসর আর-জি কেণ্ট বলে যে আমেরিকান অধ্যাপক লণ্ডনে আসেন তিনি ৪০টি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারতেন। ভারতবাসীদের মধ্যে হরিনাথ দে ৩৪টি ভাষা জানতেন। তাঁর চেয়ে বেশী রকমের ভাষায় আর কোনও ভারতবাসীই ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারেন নি।

পৃথিবীর কোথায় সবচেয়ে বড় ঘড়ি আছে ?

'মন্ট্রিল' শহরের ঘড়ি-ঘরে যে প্রকাণ্ড ঘড়িটা আছে সেইটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘড়ি। 'মনট্রিলের' ঘড়িঘর ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ঘড়িঘরের চেয়ে বারো ফুট বেশী লম্বা এবং মাটি থেকে ৩৩০ ফুট উঁচু। এই ঘড়িটার তিনটে ডায়াল (Dial) আছে—প্রত্যেকটার ব্যাস হচ্ছে ৬০ ফুট—এই ঘড়ির ঘণ্টা নির্দ্দেশের কাঁটাটা ২০ ফুট লম্বা, ওজনেও প্রায় ১৯ মণ—মিনিট নির্দ্দেশের কাঁটাটি ৩০ ফুট লম্বা ও ওজনে প্রায় ৩৭ মণের কাছাকাছি।

পৃথিবীর কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ হয় ?

যুক্তরাষ্ট্রে চাষ আবাদের কাজে যতটা জমিকে লাগানো হয়েছে অমন আর কোথাও হয়নি—সেখানে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ একর মাপের জমিতে চাষ করা হয়—রাশিয়াতে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ একর মাপের জমিতে চাষ আবাদ হয়। তারপরেই আমাদের ভারতবর্ষ ; আমাদের দেশে ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদ হয়, অথচ আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব জাতির মতই বেঁচে থাকি এটাই আশ্চর্য্যের কথা।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গভীর খনি কোথায় আছে ?

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে ৭৫০০ ফুট গভীর খনি আছে—সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর খনি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'মোটরবাস' কোথায় চলাচল করে?

সিরিয়ার দামাস্কাস শহর থেকে ইরাকের 'বাগদাদ' শহরে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মোটরে যাওয়া। পাঁচশো মাইলের এই পথ অতিক্রম করার জন্যে এক নূতন ধরণের মোটরযান সেখানে বর্ত্তমানে চলাচল করে; এইগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোটরযান। এই গাড়ীগুলিতে ১৮টি চাকা আছে—৬৮ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া। এই মোটরযানে ৩৬ জন আরোহী আরামে ব'সে এবং শুয়ে যাতায়াত করতে পারে। এই মোটর যানের পেট্রল ট্যাঙ্কে একসঙ্গে আড়াইশো গ্যালন তেল ধরে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা গাছ কোন্‌টি? কোথায় আছে?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা গাছ হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়ার 'ম্যামথ গ্রোভ্' পার্কের 'সিকোইয়া' গাছটা। এটা লম্বায় ৩০০ ফুট উঁচু। আর বৃটিশ রাজ্যের সব চেয়ে লম্বা গাছ আছে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে—এটি একটি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ, লম্বা ২৯০ ফুট, গাছটার বেড় হচ্ছে ৬৩ ফুট অর্থাৎ পনের জন লোক হাত ধরাধরি করেও গাছটাকে বেড় দিতে কষ্ট হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোক কে? সবচেয়ে লম্বা জাতি কারা?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোক যে কয়জন ছিলেন, তার মধ্যে একজন জাতিতে রাশিয়ান, নাম—মাক্‌নভ্ (Macknov); অপরজন ল্যাঙ্কাশায়ারের হেল ব'লে জায়গার জন্ মিড্‌ল্‌টন্, এঁরা দু'জনেই

লম্বায় ছিলেন ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। বর্ত্তমানে যিনি সবচেয়ে লম্বা লোক, তাঁর নাম 'জেক্ এরলিক্' (Jake Erlich)। ইনি ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। প্যাটাগোনিয়ার (Patagonia) লোকেরা অন্য সব জাতের মানুষদের চেয়ে লম্বা হয়। এদেশের পুরুষরা গড়ে ৭৩ ইঞ্চি বা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে একটানা সোজা ও লম্বা রেললাইন কোথায় আছে ?

পৃথিবীর একটানা সোজা আর লম্বা রেল লাইন আছে—অষ্ট্রেলিয়ার নাল্লাবার প্লেনের ওপর। এখানকার ট্রান্স্‌কন্টিনেণ্টাল রেলওয়ের লাইন একটানা সোজা ৩২৮ মাইল গেছে। এই তিনশো আটাশ মাইলের মধ্যে কোথাও একটি নদী পার হতে হয় না এবং একটিও গাছ নজরে পড়ে না।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী কোন্‌টি ?

উঁচু বাড়ী নিউইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ; বাড়ীটাতে আছে ১০২ তলা, আর উঁচু হচ্ছে ১,২৪৮ ফুট। এটি ১০৪ তালা বাড়ী—মাটির নীচে ২ তালা আছে। এই বাড়ীটির সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পায়ে হেঁটে সবচেয়ে উপর তালায় যেতে প্রায় ২ ঘণ্টা সময় লাগে।

পৃথিবীর সেরা ধনী বলতে কাদের নাম করা চলে ?

এড্‌সেল ফোর্ড (মার্কিন); হেনরী ফোর্ড (মার্কিন); রথচাইল্ড (ইহুদী); ডিউক অফ্ ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার (ইংরেজ); বরোদার গায়কবাড় (ভারতীয়); আগা খাঁ (ভারতীয়); হায়দ্রাবাদের নিজাম (ভারতীয়); সাইমন পাত্তিনো (বলিভিয়া); লর্ড আইভিয়াগ

(ইংরেজ); রক্‌ফেলর (মার্কিন); লুই ড্রেফাস্ (ফরাসী); ফ্রিৎজ্ থাইসেন (জার্ম্মাণ); ফ্রেডরিক ফ্লিক (জার্ম্মাণ); এন ইয়াং সাং (চীনা)।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ শিকারী সবচেয়ে বেশী প্রাণী বধ করেছেন ?

লর্ড রিপন সবচেয়ে বেশী প্রাণী শিকার করেছেন বলে জানা যায়। ডিউক অফ্ পোর্টল্যাণ্ড তাঁর মোট শিকারের হিসাব দিয়েছেন। তাঁর হিসাব থেকে জানা যায় লর্ড রিপন ১৮৬৭ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে মোট ৩৭০,৭২৮টি প্রাণীকে বধ করেছেন। এই হিসাবের মধ্যে বাঘ, গণ্ডার, বন্যমহিষ, সম্বর হরিণ, হাঁস পাখী, খরগোস, হরিণ সবই ধরা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ কোন্‌টি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ হচ্ছে বৃটেনের King George VI নামে যুদ্ধজাহাজটি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর কোন্‌টি ?

লণ্ডন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর। এখানে ৮৬৪০০০০ জন লোক বাস করে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা 'মোটর' রাস্তা কোথায় আছে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা মোটর চলার রাস্তা হচ্ছে প্যাসিফিক হাইওয়ে—যে রাস্তাটি ক্যানাডার পশ্চিম উপকূলের ভ্যান্‌কুভার শহর থেকে মেক্সিকান সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়েছে সেটি দেড় হাজার মাইল লম্বা।

অপরটি আটলাণ্টিক সিটি থেকে ফিলাডেল্‌ফিয়া, সেণ্ট লুইস্, ডেনভার, সল্ট-লেক সিটি, সাক্রামেণ্টো ও ওকল্যাণ্ড হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত গেছে—এটি ৩২১৯ মাইল লম্বা। এর চেয়ে লম্বা মোটর-চলা রাস্তা তৈরী হচ্ছে—সেটি আলাস্কা থেকে 'টিয়েরা ডেল্ ফুয়েগো' অবধি যাবে। এটি তৈরী হবার পর এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাস্তা বলে গণ্য হবে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বই কোন্‌টি ?

সবচেয়ে বড় আকারের বই হচ্ছে ভিয়েনার ষ্টেট টেক্‌নিক্যাল স্কুলের 'Anatomical Atlas' বলে বইটি। এটির মাপ লম্বায় প্রায় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, চওড়ায় ৩ ফুট। এটি ছাপতে ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৩০ সাল এই পাঁচ বছর লেগেছিল। পাতার সংখ্যা হিসাবে সবচেয়ে বড় বই হচ্ছে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট যে চীনা অভিধান লেখান সেইটি। এই বইটি ৫০২০টি ভলিউম্ বা খণ্ডে ভাগ করা, এক এক খণ্ডে ১৭০টি করে পৃষ্ঠা আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী বই কোন্‌টি

সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রী হয়েছে এই হিসাবে সবচেয়ে দামী বই হচ্ছে ১৮৪৪ সালে রুশিয়ার মাউণ্ট সিনাইয়ের পাদদেশে সেণ্ট ক্যাথারিণ-এর উপাসনা মন্দিরে বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের সবচেয়ে প্রাচীন যে বইটি পাওয়া গেছে সেইটি। এটি ১৯৩৩ সালে রুশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করেছে। সবচেয়ে বেশী খরচ পড়েছে এই হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী বই হচ্ছে পারস্যের শাহের কাছে আফগানিস্থানের আমীর যে হাতেলেখা পুঁথিটি উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন সেইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই

বইটি বাঁধাতেই নাকি খরচ পড়েছে ৩০০০০ পাউণ্ড। কারণ এই পবিত্র বইটির মলাট সোনার পাত দিয়ে মোড়া নানা রত্নে খচিত। হীরা, চুনী, মুক্তা বসিয়ে এই বইয়ের বাঁধাই করা হয়েছে—এটি বাঁধাতে মোট ৩৯৮টি মণিমুক্তা লেগেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী পদার্থ কি ?

'রেডিয়াম্'কে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী পদার্থ বলা হয়—এক গ্র্যাম্ (Gramme) রেডিয়ামের দাম ১৪৪৪০ পাউণ্ড—অর্থাৎ দেড়লক্ষ টাকার উপর।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সোনার খনি কোথায় আছে ?

দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিগুলি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সোনা উৎপাদন করে। এখানে বছরে গড়ে ১১৭৩৫০০০ আউন্স সোনা তোলা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সোনার ঢেলা কোন্ খনিতে পাওয়া গেছে ? এবং কোথায় আছে ?

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের সোনার খনিতে সবচেয়ে বড় সোনার ঢেলা পাওয়া গেছে। এটির নাম 'Welcome Stranger'। বর্ত্তমানে এটি ইংলণ্ডে আছে—এটির ওজন ২৫২০ আউন্স।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'হীরকখণ্ড' কি ?

১৯০৫ সালে আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রিমিয়ার খনি থেকে 'কুল্লিনান' (Cullinan) বলে যে হীরকখণ্ড পাওয়া যায় সেটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরকখণ্ড বলে বিখ্যাত। এটির আসল ওজন ছিল ৩১০৬ ক্যারাট এবং ১৯০৭ সালে ট্রান্সভ্যাল গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের রাজা

সপ্তম এডোয়ার্ডকে এটি উপহার দেন। ১৯০৮ সালে এটি কেটে ৯টি হীরকখণ্ডে পরিণত করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় খণ্ডটিই 'ষ্টার অফ্ আফ্রিকা' নামে বিখ্যাত হীরকখণ্ড বলে পরিচিত।

গত মহাযুদ্ধে মৃত সৈনিকদের স্মৃতিরক্ষার্থে পৃথিবীর মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বড় 'মেমোরিয়াল' তৈরী হয়েছে ?

১৯৩২ সালে ফ্রান্সের 'থিপ্‌ভ্যাল' (Thiepval) বলে যায়গাটিতে যে 'মনুমেণ্ট'টি তৈরী হয়েছে সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ। এই মনুমেণ্টের গায়ে ৭৩৪১৩ জন মৃত সৈনিকের নাম লেখা আছে যাদের অন্তিম শয্যার কোন সন্ধান জানা যায়নি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'ষ্ট্রীম লাইন্‌ড্' (Stream-lined) জাহাজ কোথায় আছে ?

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ষ্টেটে 'পিউজেট সাউণ্ড নেভিগেশন কোম্পানী'র 'কাহ্-লক্-আহ্-লাহ' (Kah-Lock-Ah-Lah) বলে যে ষ্ট্রীমলাইন্‌ড্ জাহাজটি 'সিট্‌ল্' (Seattle) থেকে 'ব্রিমারটন' Bremerton যাওয়া-আসা করে সেটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ষ্ট্রীমলাইনড্ জাহাজ। এই জাহাজটিতে ২০০০ আরোহী ও ১১০খানি মোটরগাড়ী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে।

বিদেশের বিশেষ জ্ঞান

বিদেশে যেতে হলে যে 'পাস্‌পোর্ট' নিতে হয়—তা কি? এবং কি ভাবে সংগ্রহ কর্‌তে হয়?

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এক দেশের লোক অন্য দেশে গেলেই তাকে. পাস্‌পোর্ট (pass-port) নিতে হয়। প্রত্যেক দেশের 'বৈদেশিক দপ্তর' বা 'ফরেন্ অফিস' (Foreign Office) বিদেশযাত্রীর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে যদি উপযুক্ত মনে করেন এই ছাড়পত্র দেন ও বিদেশে যেসব জায়গায় ভ্রমণকারী যাবেন—সেখানে সমস্ত প্রয়োজনীয় খবর দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। এই 'পাস্‌পোর্ট' ছাড়া বিদেশ-যাত্রা করা আইনতঃ অপরাধ। এই 'পাস্‌পোর্ট' পাঁচবছরের জন্য বলবৎ থাকে। বাঙলাদেশে 'পাস্‌পোর্টে'র জন্য—ভ্রমণকারী কোন্ কোন্ দেশে যাবেন তা জানিয়ে, সম্পূর্ণ পরিচয়, নাম, ঠিকানা, বয়স জানিয়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, অথবা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে নিজের দু'খানি ফটো দিয়ে দরখাস্ত করতে হয়। 'পাস্‌পোর্ট'টি আসলে একটি ছোট নোটবইয়ের মতন দেখতে—এতে ভ্রমণকারীর ছবির সঙ্গে তাঁর সমস্ত পরিচয়, চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি লেখা থাকে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্র-পথের নাম কি? এবং কোন্ সমুদ্র-পথে কোন্ কোন্ দেশে যাওয়া যায়?

(১) আটলান্তিক পথ (Atlantic Route)—এই সমুদ্রপথটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর থেকে—যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বদিকের বন্দরগুলিতে ও ক্যানাডার বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (২) প্রশান্ত মহাসাগর পথ (Pacific Route)—এইপথে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও ক্যানাডা থেকে

চীন, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরগুলিতে যাওয়া-আসা করা যায়। (৩) কেপ্ সমুদ্রপথ (Cape Route)—এইপথে ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর থেকে কেপটাউন হয়ে ভারতবর্ষ, কলম্বো, জাপান, চীন এবং অষ্ট্রেলিয়া যাওয়া-আসা করা যায়। (৪) পানামা সমুদ্রপথ (Panama Route)—এই পথে পূর্ব্ব-আমেরিকার বন্দরগুলি থেকে অষ্ট্রেলিয়া, চীন ও জাপানে যাওয়া-আসা করা যায়। (৫) প্লেট রুট্ (Plate Route)—ব্রেজিল, আর্জ্জেন্টিন এবং উরুগোয়ের মধ্যে বিস্তৃত সমুদ্র-পথ। (৬) সুয়েজ পথ (Suez Route)—ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল ও ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে এই সমুদ্র-পথে পূর্ব্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, জাপান, চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে। এই পথের সঙ্গে সমস্ত ইউরোপের সমুদ্র-পথ ও উত্তর আটলান্টিক লাইন নামের সমুদ্র-পথের যোগাযোগ আছে। (৭) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সমুদ্র-পথ (West Indies Route) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মধ্যে এই পথে জাহাজ যাওয়া-আসা করে। (৮) সোভিয়েট সমুদ্র-পথ (Soviet Sea-Route) রুশিয়ার আর্কটিক উপকূল বেয়ে লেনিনগ্রাদ থেকে ষ্ট্যালিন খাল, মুরমানস্ক, বেরিং প্রণালীর মধ্যদিয়ে পেট্রোপ্যাভ্-লোভস্ক, নিকোলোভস্ক হয়ে ভ্লাডিভষ্টক পর্য্যন্ত। (৯) ইউ-এস্-এ রুট্ (U. S. A. Route to China) এই পথে স্যান ডিগো (San Deigo) থেকে মেয়ার দ্বীপ অথবা বালবাও (Balbao), সেখান থেকে পার্ল বন্দর বা সাংহাই পর্য্যন্ত জাহাজ যাতায়াত করে।

ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ বন্দর থেকে বিদেশে যাত্রা করা সহজ?

ভারতবর্ষের বোম্বাই ও করাচী বন্দর থেকে সাধারণত পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করা হয়। এই দুটি বন্দর থেকে পৃথিবীর নানা জাহাজ কোম্পানীর

বিভিন্ন লাইন বা জাহাজ-পথ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কলিকাতার বন্দর থেকেও কয়েকটি দেশে যাওয়ার জাহাজ-পথ আছে। এইসব জাহাজ-পথে যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে নিয়মিত জাহাজ চলাচল সম্ভব হচ্ছে না বলে জাহাজ-পথের ব্যবস্থার অনেক রদবদল হয়েছে। এখানে যে সব জাহাজ-পথের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলাম তা সাবেক ব্যবস্থা।

কলিকাতার বন্দর থেকে কোন্ কোন্ জাহাজ-পথে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়?

(১) **ইণ্ডিয়ান আফ্রিকান লাইন**—এই লাইনের জাহাজ কলিকাতা থেকে ম্যাডাগাস্কার হয়ে ডারবান্ যেত। (২) **ইস্থ্মিয়ান জাহাজ লাইন** (Isthmian S. S. Line)—এই জাহাজপথে কলিকাতা থেকে বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেল্ফিয়া, নরফোক্, বাল্টিমুর, সাভাবা, নিউ অরলিন্স, হাওষ্টেন হয়ে টেক্সাস যাওয়া যেত। (৩) **ক্ল্যান লাইন** (Clan Line)—এই লাইনের জাহাজ কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম থেকে লণ্ডন, ডাণ্ডি ও গ্ল্যাস্গোর বন্দরে যেত। (৪) **ব্রকল্কেব্যাঙ্ক কানার্ড সারভিস্** (Broclkebank Cunnard Service)—এই জাহাজপথে কলিকাতা থেকে বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেল্ফিয়া, বাল্টিমুর ও নরফোক্ যাওয়া যেত (কলম্বো হয়ে)।

বোম্বাই ও করাচীর বন্দর থেকে কোন্ কোন্ জাহাজ-পথে কোথায় কোথায় যাওয়া যেত? কোথায় যেতে কত ভাড়া এবং কত সময় লাগতো?

(১) **সিটি লাইন** (City Line)—এই লাইনের জাহাজ বোম্বাই অথবা করাচী বন্দর থেকে সুদান বন্দর ও মার্সেই হয়ে প্লিমাউথ

যেত—১৫ দিন সময় লাগতো—৬৩০০ মাইল পথ, একজনের একপিঠের ভাড়া লাগতো, কমপক্ষে ৩০ পাউণ্ড; যাওয়া-আসার রিটার্ণ টিকিট হচ্ছে কমপক্ষে ৫২ পাউণ্ড। (২) **এ্যাঙ্কর লাইন** (Anchor Line)—এই লাইনের জাহাজ বোম্বাই অথবা করাচী থেকে ছেড়ে—সুয়েজ, পোর্টসৈয়দ, মার্সে ই, জিব্রাণ্টার হয়ে লিভারপুল যেত। লিভারপুল পর্য্যন্ত একজনের একপিঠের ভাড়া ছিলো কমপক্ষে ৩০ পাউণ্ড, যাওয়া-আসার ভাড়া কমপক্ষে ৫২ পাউণ্ড। P. E O. S. N. Co.র জাহাজে ইউরোপ যাত্রী ছাত্রদের জন্য সুবিধা ভাড়ার ব্যবস্থা ছিল তবে তাতেও কমপক্ষে শুধু একপিঠের ভাড়া ২৩ থেকে ২৫ পাউণ্ড—যাওয়া-আসার ভাড়া ৪৫ পাউণ্ড। আর মার্সে ই থেকে নেমে স্থলপথে রেলে চড়ে লণ্ডনে গেলে ৩।৪ পাউণ্ড বেশী লাগতো। (৩) **লয়েড্ ট্রিষ্টিনো লাইন**—এই জাহাজ-পথে ভারত থেকে ইতালীতে জাহাজ যাওয়া-আসা করতো। এই পথের জাহাজ বোম্বাই থেকে ছেড়ে এডেন, মাসাওয়া, সুয়েজ, পোর্ট সৈয়দ হয়ে ব্রিন্দিসি, ভিনিস, নেপল্‌স্, ট্রিয়েষ্টী ও জেনোয়া যেত। সময় লাগতো প্রায় বারো দিন—যে কোন ইতালীয় বন্দর পর্য্যন্ত ভাড়া ছিল কমপক্ষে ৩০ পাউণ্ড—যাওয়া-আসার ভাড়া কমপক্ষে ৪২ পাউণ্ড। (৪) **হান্সা লাইন** (Hansa Line)—এই জাহাজ-পথে বোম্বাই থেকে জার্ম্মাণী যাওয়া যেত। বোম্বাই থেকে 'এণ্টোয়ার্প' হয়ে এই জাহাজ 'হ্যামবুর্গ' যেত—ভাড়া ছিল কমপক্ষে ৪২ পাউণ্ড। (৫) **ডলার ষ্টীমশিপ্ লাইন** (Dollar S. S. Line)—এই জাহাজ-পথে পৃথিবী বেড় দিয়ে আসা যেত। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছেড়ে পোর্ট সৈয়দ, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, নেপল্‌স্, জেনোয়া, মার্সে ই, বোষ্টন, নিউইয়র্ক, হাভানা, পানামা খাল, লস্ এঞ্জেলস্, স্যানফ্র্যান্সিস্কো, হনলুলু, কোবি, সাংহাই, হংকং, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, পিনাং, কলোম্বো হয়ে ফের বোম্বাই ফিরে আসতো।

জলপথে না গিয়ে স্থলপথে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ যেতে হলে কি ভাবে যাওয়া যেত ?

প্রথমে বোম্বাই বা করাচী থেকে জাহাজে চড়ে 'বস্‌রা' যেতে হতো—ডেক্ প্যাসেঞ্জার হয়ে করাচী থেকে বস্‌রার ভাড়া ৩৯৲ টাকা, বোম্বাই থেকে ৪৯৷৷০ টাকা ভাড়া লাগতো। বস্‌রা যেতে আটদিন সময় লাগতো—বস্‌রা থেকে ইরাক ষ্টেট রেলপথে 'বাগ্‌দাদ' যেতে একদিন লাগতো। বাগ্‌দাদ থেকে রেলপথে কিরকুক্ (Kirkuk)—'কিরকুক্' থেকে মোটর সার্ভিস পথে 'মোস্থল'। মোস্থল (Mosul) থেকে রেলপথে 'টেল্-কশ্চেক' (Tel-kolchek)। তারপর টরাস এক্সপ্রেস রেলপথে 'হায়দারপাশা'—এখান থেকে 'ফেরী'তে পার হয়ে 'ইস্তাম্বুল'। ইস্তাম্বুল থেকে 'সিম্‌প্লন ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস' রেলপথে সোফিয়া, বেল্‌গ্রেড্, ভিনিস, মিলান, প্যারিস হয়ে বোলোন বন্দর। 'বোলোন' থেকে লণ্ডন। এ ছাড়া স্থলপথে বাগ্‌দাদ থেকে ইরাণ ও রুশিয়া হয়ে ইউরোপ যাওয়ার আরও একটা পথ ছিল। এই পথ হচ্ছে বাগ্‌দাদ থেকে ইরাকী ষ্টেট রেলপথে 'খানাকুইন', তারপর মোটর-পথে তেহ্‌রান ও পেশ্‌লেভি (Pechlevi)। পেশ্‌লেভি থেকে রুশিয়ার 'বাকু' (Baku) পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাওয়া-আসা করতো। রুশিয়ায় প্রবেশ করে এখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দিকে যাওয়া যেত। এখন এ পথও বন্ধ, যুদ্ধের পর বিদেশ ভ্রমণের আরো বিস্তারিত খবর কলিকাতার 'টমাস্ কুকের' (Thomas Cook & Co.) আফিসে চিঠি লিখলেই জানা যাবে।

ভারত থেকে বিমান পথে বিদেশে যাওয়ার কি ব্যবস্থা আছে ?

বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে ভারত থেকে বিমান পথে নানাদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বিমানপথে বিভিন্ন

বিমান কোম্পানীর বিমানপোত যাত্রী বহন করতো—কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুণ সে সব ব্যবস্থার অনেক রদ-বদল হয়েছে, যুদ্ধের আগে যে সব বিমান-পথ ছিল তার কোন-কোনটি এখনও আছে—তবে রুট অনেক বদলে গেছে এবং বিমানপথে এখন সাধারণ যাত্রীকে যাওয়া আসা করতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের আগে বিভিন্ন বিমানপথে কিভাবে বিমান যাওয়া আসা করতো তাই সংক্ষেপে বললাম :

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ—(Imperial Airways)—এই বিমানপথের 'লণ্ডন-কলিকাতা' শাখাপথটিতে—কলিকাতা, থেকে বিমান ছেড়ে এলাহাবাদ, কাণপুর, দিল্লী, যোধপুর, করাচী, শারজাহ্, বাহরিন্, বস্‌রা, বাগ্‌দাদ, লিড্ডা, আলেকজাণ্ড্রিয়া, এথেন্স, ব্রিন্দিসি, রোম, মার্সেলিস্, সাদাম্পটন হয়ে লণ্ডন যেত।—সময় লাগতো মোট ৪½ দিন। কলিকাতা থেকে লণ্ডনে যাওয়ার এক পিঠের ভাড়া ৯০ পাউণ্ড—যাওয়া আসার ভাড়া ১৭১ পাউণ্ড। এই ভাড়াতেই বিমানপথের যাত্রীদের বিনামূল্যে খেতে দেওয়া হতো—এবং প্রত্যেক প্যাসেঞ্জার প্রায় আধমন ওজনের মাল বিনামূল্যে নিয়ে যেতে পারতো। বিমানপথে কলিকাতা থেকে লণ্ডনের দূরত্ব হচ্ছে ৬২৮৬ মাইল।

এয়ার ফ্রান্স—(Air France) বিমান পথ—এই বিমান পথে—রেঙ্গুন থেকে বিমান ছেড়ে, আকিয়াব, কলিকাতা, এলাহাবাদ, যোধপুর, করাচী, জাস্ক, বুশায়ার, বাগ্‌দাদ, দামাস্কাস, আলেকজান্দ্রিয়া, আমসিট্র, বেন্‌গাজী, ত্রিপোলি, টিউনিস, মার্সেলিস্, লিয়ন্স, প্যারিস হয়ে লণ্ডন যেত। রেঙ্গুন থেকে ৫ দিন সময় লাগতো লণ্ডন যেতে।

কে-এল্-এম-রয়াল ডাচ্ এয়ার লাইন (K. L. M. Royal Dutch Air Line) এই বিমান পথে রেঙ্গুন থেকে বিমান ছেড়ে—কলিকাতা, এলাহাবাদ, যোধপুর, করাচী, জাস্ক, বস্‌রা, বাগ্‌দাদ, লিড্ডা,

আলেকজান্দ্রিয়া, রোড্‌স্‌, এথেন্স, বুদাপেষ্ট, লীপ্‌জীপ্‌, আমস্টার্ডাম, হয়ে লণ্ডন। ৪ দিন সময় লাগতো।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য কি কি?

(১) টাওয়ার অফ্‌ লণ্ডন (Tower of London)—লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সবচেয়ে প্রাচীন প্রাসাদ। (২) ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এ্যাবি (Westminster Abbey)—এর একাংশে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবিদের কবর আছে। লণ্ডনে অবস্থিত প্রাচীন গথিক প্রণালীতে গঠিত পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গির্জ্জা প্রাসাদ। এই প্রাসাদের পাশেই পার্লামেণ্ট ভবন; তারই একাংশে 'বিগ্‌ বেন্‌' (Big Ben) নামে জগৎ প্রসিদ্ধ ঘড়িটি আছে। (৩) হোয়াইট টাওয়ার (White Tower)—লণ্ডনের এটি একটি বিরাট প্রাসাদ—এই প্রাসাদে প্রাচীনকালের বীরদের অস্ত্র ও বর্ম্মের এক বিরাট সংগ্রহ রাখা আছে। (৪) উইণ্ড্‌সর ক্যাস্‌ল—রাজার লণ্ডনস্থ বাসভবন। (৫) স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড (Scotland Yard)—লণ্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশবাহিনীর প্রধান অফিস। (৬) ট্রাফ্‌ল্‌গার স্কোয়ার (Trafalgar Square)—লণ্ডনের একটি বিশেষ নামকরা অঞ্চল। এইখানেই ট্রাফালগারের যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে নেল্‌সনের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হয়েছে ও এই অঞ্চলে বিখ্যাত 'ন্যাশনাল গ্যালারী' বলে চিত্রপ্রদর্শনী অবস্থিত। (৭) হোয়াইট হল (White Hall)—এটি ইংলণ্ডের একটি রাজপথ—এই রাজপথের উপরই ভারতসচিবের দপ্তর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া হাউস' ও অন্যান্য বৈদেশিক সচিবের দপ্তর অবস্থিত—এই রাস্তার উপরই বিগত যুদ্ধের মৃত সৈনিকদের স্মরণে সেনোটাফ (Cenotaph) স্থাপিত হয়েছে। (৮) কিউ উদ্যান (Kew Garden)—ইংলণ্ডের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন। (৯) হাইড্‌ পার্ক (Hyde Park)—লণ্ডনের প্রসিদ্ধ পার্ক—এখানে বেড়াবার

যায়গা, ঘোড়ায় চড়ার যায়গা ও সাঁতার কাটার জন্য ব্যবস্থা আছে। (১০) গিল্ড হল (Guild Hall)—লণ্ডনের পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান অফিস। (১১) ডাউনিং ষ্ট্রীট (Downing Street) এই রাস্তাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ এইজন্য যে, এই রাস্তার ১০নং বাড়ীটি প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন; ১১নং বাড়ীটি চ্যান্সেলার অফ্ এক্সচেকারের সরকারী বাসভবন; ১২নং বাড়ীটি পার্লামেণ্টের প্রধান দলপতি বা চীফ্ হুইপের সরকারী বাসভবন। (১২) ফ্লিট ষ্ট্রীট (Fleet Street)—এই অঞ্চলটিতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিস অবস্থিত—এটিকে লণ্ডনের 'সংবাদ কেন্দ্র' বলা হয়। (১৩) সেণ্ট জেম্স্ প্যালেস্ (St. James Palace)—লণ্ডনের বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ। (১৪) রিচ্মণ্ড পার্ক (Richmond Park) লণ্ডনের সবচেয়ে বড় পার্ক, এটি ২৩৫৮ একর জমি নিয়ে তৈরী হয়েছে। (১৫) সেভার্ণ টানেল (Severn Tunnel)—ইংলণ্ডের সবচেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ, যার মধ্যে দিয়ে রেল চলাচল করে। (১৬) বৃটিশ মিউজিয়ম—এখানে গ্রীক্, রোমান্ ও মিশরীয় ও ভারতীয় বহু প্রাচীন পুঁথিপত্তর, মুদ্রা ও শিল্প সংরক্ষিত হয়েছে—এই মিউজিয়মের গ্রন্থাগারটিও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। (১৭) টেট্ গ্যালারী (Tate Gallery) ও ন্যাশন্যাল গ্যালারী (National Gallery)—এই দু'টি লণ্ডনের বিখ্যাত চিত্র সংরক্ষণাগার—এখানে বহু বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা বিখ্যাত ছবি আছে।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য কি কি ?

(১) নোৎর্দ্যাম গীর্জ্জা (Notredame)—প্যারিসে অবস্থিত বিখ্যাত গীর্জ্জা। (২) ঈফেল টাওয়ার (Eiffel Tower)—প্যারিস শহরে অবস্থিত লোহার তৈরী ৯৮৪ ফুট উঁচু তোরণ—ইলেক্ট্রিক লিফ্টে করে উপরে উঠা যায়। বর্ত্তমানে বেতার-কেন্দ্র—এটি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে

প্যারিস প্রদর্শনীর সময় তৈরী হয়। (৩) প্যালেস্ বুরবোঁ (Palais Bourbon)—ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন এই ভবনে হয়। (৪) ভিমি রিজ (Vimy Ridge)—ফ্রান্সে অবস্থিত ক্যানাডীয় যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। (৫) লুভার মিউজিয়াম (Louvre Museum)—প্যারিসের ল্যুভার প্রাসাদে অবস্থিত বিখ্যাত যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী—এখানে প্রাচীন শিল্পীদের আঁকা বহু মূল্যবান ও বিখ্যাত ছবি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। (৬) আর্ক-ত্থ-ত্রিয়ম্ফ (Arc-De-Triomph) প্যারিসে অবস্থিত নেপোলিয়েনের বিজয় তোরণ। (৭) শ্যাম্প-ত্থ-মারস্ (Champ-De-Mars)—প্যারিসের বিখ্যাত ভ্রমণ-উদ্যান; এখানেই 'ঈফেল টাওয়ার'টি আছে। (৮) কোয়ে দি অর্সয়ে (Quai D'Orsai)—ফ্রান্সের বৈদেশিক দপ্তর বা (Foreign Office.) (৯) অটুয়েইল (Auteull) ও লং শ্যাম্প্স্ (Long Champs)—প্যারিসের ছু'টি বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের মাঠ—লং শ্যাম্প্স্-এ প্রসিদ্ধ Grund Prix প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। (১০) বিবলিয়থিক ন্যাজনেল্ লাইব্রেরী (Bibleotheque Nationale)—প্যারিসে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী। (১১) অ্যামিয়েন্স ক্যাথিড্রাল (Amiens Cathedral)—ফ্রান্সের অ্যামিয়েন্স শহরের সবচেয়ে সুন্দর গীর্জ্জা—এটি ১০শ শতকের তৈরী। (১২) 'পণ্ট সেণ্ট্ সায়ার' সেতু (Pont. St. Cyr Bridge)—'তুর' (Tour) শহরের নায়ের নদীর এটি একটি প্রাচীন সেতু। (১৩) 'প্লাস ত্থ' আর্মেস্' (Place D'Armes)—ফ্রান্সের উপকূলে 'ক্যালে' (Calais) শহরে অবস্থিত একটি সুন্দর চৌরাস্তা—এই রাস্তার উপরেই বিখ্যাত 'হোটেল ত্থ ভিলি'—এরই একাংশে যাছুঘর আছে। হোটেলটির সামনেই শিল্পী 'রোভিন্'এর গড়া ভাস্কর্য্যের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন আছে। (১৪) বোইস্ দ্য' ব্যুলোন (Bois-de-Boulogne)—প্যারিস শহরের সবচেয়ে সুন্দর পার্ক।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A.)-র প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য কি কি ?

(১) স্ট্যাচু অব লিবার্টি (Statue of Liberty)—নিউ ইয়র্কের হারবারে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মূর্তি, আমেরিকার প্রথম দ্রষ্টব্য। (২) এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (Empire State Building) নিউইয়র্কে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। এ ছাড়া 'ক্রিসলার বিল্ডিং' 'ক্রেন টাওয়ার'ও বিখ্যাত গগনস্পর্শী ভবন। (৩) ব্রড্‌ওয়ে (Broadway) নিউইয়র্ক শহরের প্রধান ও বিরাট রাস্তা। (৪) টামান্নী হল (Tamanny Hall)—নিউইয়র্কের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র ও কার্য্যালয়। (৫) ওয়াল্ ষ্ট্রীট্ (Wall Street) নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জ। (৬) গ্র্যাণ্ড সেন্‌ট্রাল টারমিনাল (Grand Central Terminal)—নিউইয়র্কের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন—এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্টেশন—মোট ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম আছে। (৭) হোয়াইট হাউস্ (White House)—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন; এখানে বহু জিনিস দেখবার আছে। এখানে সাধারণ দর্শকরা সমস্ত জিনিস দেখতে পায় না, তবে অনুমতিপত্র নিলে অনেক কিছুই দেখা যায়। এটি ওয়াশিংটন শহরে অবস্থিত। (৮) লিংকন্ স্মৃতিভবন (Lincoln Memorial) ওয়াশিংটন শহরের পোটোম্যাক্ পার্কে লিংকনের স্মৃতিতে এই বাড়ীটি তোলা হয়েছে। (৯) 'ক্যাপিটল' (Capitol) ওয়াশিংটন শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসভার অধিবেশন এখানে হয়। (১০) ইয়োলোষ্টোন ন্যাশন্যাল পার্ক (Yellowstone National Park)—এটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যান—৩৩৫০ স্কোয়ার মাইল। (১১) বোল্ডার বাঁধ (Boulder Dam)—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাঁধ। (১২) পেনব্‌স্কট্ বিল্ডিং (Penobscot Building)—ডেট্রয় শহরে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী।

(১৩) ফোর্ডের মোটরের কারখানা (Ford Motor Works)—ডেট্রয়েট শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় কারখানা। (১৪) লস্ এঞ্জেল্সের তেলের খনি—লস্ এঞ্জেল্স্ (Los Angeles) বন্দর থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে—হাচিংটন বীচ বলে যায়গাটিতে গেলে এটি দেখা যায়। (১৫) হলিউডের ষ্টুডিও—লস্ এঞ্জেল্স্ প্রদেশের একটি জেলা হলো হলিউড—সিনেমার ছবি তোলার ব্যবসার জন্য এই যায়গাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। (১৬) গ্র্যাণ্ড পার্ক—শিকাগো শহরের অন্যতম বিরাট পার্ক—এখানে 'বাকিংহাম মেমোরিয়াল ফাউণ্টেন' বলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফোয়ারাটি আছে। (১৭) সান্ফ্রান্সিস্কো বন্দর—এখানে গেলে 'গোল্ডেন গেট ব্রিজ' ও 'ক্রস বে ব্রিজ' বলে বড় বড় ছুটি পুল দেখা যায়। (১৮) মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম (Metropolitan Museum)—নিউইয়র্কের বিখ্যাত যাতুঘর—এর 'আর্ট গ্যালারী'তে বহু বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা বিখ্যাত ও মূল্যবান প্রাচীন ছবি আছে। (১৯) হলিউড্ বাওয়েল (Holywood Bowel) এটি হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে পাহাড়ের গায়ে এক 'এম্ফিথিয়েটার'। এখানে ঈস্টারের সময় ২০ হাজার লোক একসঙ্গে প্রার্থনা করে এবং 'অভিনয়'ও হয়।

'জার্ম্মাণীর' প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি ?

(১) লীপ্জীগের টাউনহল (Town Hall of Leipzig)—জার্ম্মাণীর স্যাক্সনী প্রদেশের লীপ্জীগ্ শহরে এই টাউনহল প্রাসাদটি অবস্থিত। (২) রাথস্ (Rathaus of Breslau)—সাইলেসিয়া প্রদেশে 'ব্রেসলও' শহরে অবস্থিত মধ্যযুগের তৈরী একটি সুন্দর প্রাসাদ। (৩) 'নোশেনহাওর এম্ট্স্হওস' (Knochanhaur Amtshaus) —১৫২৯ খৃষ্টাব্দে তৈরী একটি কাঠের বাড়ী—শিল্প ও কারুকার্য্যের নিদর্শনের জন্য এটি জার্ম্মাণীর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। এটি 'হিল্ডেশহিম'

(Hildeshim) অঞ্চলে। (৪) 'লিব্‌নীট্‌জ্‌'এর বাড়ী (Leibnitz's House)—প্রসিদ্ধ দার্শনিক 'লিব্‌নীট্‌জ্‌'-এর এই বাড়ীটি বর্ত্তমানে যাদুঘর রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটি আছে হানোভার (Hanover) শহরের কাইজার স্ট্রাসী (Kaiser Strasse) বলে রাস্তাটির মোড়ে। (৫) ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট্ (Brandenburg Gate) এটি হচ্ছে জার্ম্মাণীর একটি প্রাচীন তোরণদ্বার 'আণ্টার ডেন্ লিডেন্' বলে বার্লিনের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে এটি অবস্থিত। (৬) 'শ্তহ্‌জ্‌পাইলহওস্' (Schauspielhaus)—এটি হচ্ছে বার্লিন শহরের চৌরঙ্গী, গেণ্ডারমেন-মার্কেট বলে জায়গাটিতে অবস্থিত। (৭) রয়াল প্যালেস—বার্লিন শহরে অবস্থিত প্রাচীন রাজাদের রাজপ্রাসাদ। এটিকে বর্ত্তমানে 'কারুকলা প্রদর্শনী ও সংগ্রহাগার' হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে (৮) ন্যাশন্যাল গ্যালারী (National Gallery)—এটি বার্লিনের যাদুঘরের একটি অংশে স্থাপিত হয়েছে—এখানে বহু বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা মূল্যবান চিত্র-সংগ্রহ রাখা আছে। (৯) জোগ্‌হওস্ (Zoughaus)—এটি হচ্ছে বার্লিনে সংরক্ষিত একটি প্রাচীন অস্ত্রাগার—এখানে গেলে প্রাচীনকালের বহু বর্ম্ম ও অস্ত্র দেখা যায়। (১০) রাইখ্‌ষ্ট্যাগ্ প্রাসাদ—এটি হচ্ছে বার্লিনে অবস্থিত জার্ম্মাণদের রাষ্ট্রসভার বাড়ী। (১১) টিয়ারগার্টেন (Tiergarten) জার্ম্মাণীর সবচেয়ে বড় ও সুন্দর পার্ক। (১২) ফাঙ্কহওস্ (Funkhaus) —বার্লিনের বেতারকেন্দ্র—এটি 'রাইখ্-কান-প্লাজ্' বলে রাস্তার উপর অবস্থিত এক অপূর্ব্ব ও বিরাট প্রাসাদ। এই প্রাসাদেরই একাংশে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের কর্ম্মচারী, চাকর বাকর সবাইকার বাসভবনের ব্যবস্থা করেছেন, তাছাড়া সমস্ত বড় বড় রেডিও ব্যবসায়ীর অফিসও এই বাড়ীটিতে বসেছে। (১৩) 'কার্সটাড্‌ট্‌হওস্' (Karstudthaus) এটি বার্লিনের 'হারমানপ্ল্যাজ্' রাস্তার উপরে অবস্থিত সবচেয়ে বড় দোকানের বাড়ী—১৯২৯ সালে এই বাড়ীতে যে বিরাট দোকান খোলা

হয়েছে তা দেখলে অবাক্ হতে হয়। এখানে মেলে না এমন কোনও জিনিস নেই। সমস্ত বিভাগ আলাদা আলাদা ভাবে এই দোকানে সাজানো রয়েছে। (১৪) 'হিণ্ডেন্‌বার্গ' শহর—দক্ষিণ জার্ম্মাণী 'নেকার' নদীর তীরে এই শহরটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। (১৫) মিউনিকের বাজনা ঘড়ি—এটি আছে মিউনিক শহরের 'মারিয়েন প্লাজ' রাস্তায় অবস্থিত নূতন টাউনহলে। এই ঘড়িটিতে নানারকম বাজনা বাজে ও তার চারপাশে পুতুলেরা নড়েচড়ে ঘুরে বেড়ায়।

ইতালীর প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি?

(১) প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচীনকালের এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতালীর প্যাডুয়া শহরে গেলেই দেখা যায়। প্যাডুয়া শহরে 'চার্চ্চ অফ্ সেণ্ট এণ্টনী' বলে গির্জ্জাটিও প্রাচীন স্থপতি শিল্পের এক অদ্ভুত নিদর্শন। (২) 'মোলে আস্তোলিয়ানা' প্রাসাদ—এটি ইতালীর বিখ্যাত শহর ও পণ্যকেন্দ্র 'তুরিণ'এ (Turin) অবস্থিত এক অদ্ভুত প্রাসাদ—এর চূড়াটির গম্বুজ ৫১০ ফুট উঁচু—এই প্রাসাদেই বর্ত্তমানে 'রিজার্‌গিমেণ্টো' (Risargimento) যাদুঘরটি স্থাপিত হয়েছে। (৩) দান্তের মূর্ত্তি—ভিনিস থেকে ৭২ মাইল পশ্চিমে আবিজ নদীর ধারে 'ভেরোনা' বলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহরে 'পিয়াজ্জা দি সিনরী' (Piazza de Signori) বলে প্রাসাদের অঙ্গনে প্রসিদ্ধ দার্শনিক দান্তের মূর্ত্তি আছে। (৪) 'এ্যাম্ফিথিয়েটার'—প্রাচীন রোমের ক্রীড়াভূমি বা 'কলোসিয়াম'—এটি ইতালীর রোম শহরে অবস্থিত। ১৮০০ বছর আগের তৈরী রোমানদের বিরাট কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ। (৫) ক্যাপুচিন মঠ (Capuchin Monastery)—উত্তর ইতালীর ক্যাপুচিন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এক প্রাচীন মঠ—এখান থেকে বড় সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। (৬) প্যালেজ্জো কম্যুনেল (Palazzo Communale)—১২৮৫ খৃষ্টাব্দের

তৈরী প্রাচীন 'গথিক' প্রণালীতে গড়া এক বিরাট প্রাসাদ—এটি আছে ইতালীর 'বোলোনা' শহরে। (৭) বার্গামো আর্ট গ্যালারী—ইতালীর মিলান শহরের পূবদিকে আল্‌প্‌স পাহাড়ের পাদদেশে বার্গামো শহরটি—এই ছোট শহরটির আর্ট গ্যালারীতে বহু ইতালীয় শিল্পীর আঁকা প্রসিদ্ধ ছবি আছে। (৮) প্যাভিয়া শহর—'পো' আর 'টিসিনো' নদী যেখানে এসে মিশেছে ঠিক তারই উপরে এই শহরটি—এই শহরে 'কার্থুজিয়ান মঠ' ও 'সার্ত্তোজা অফ্ প্যাভিয়া' (Certoza) বিশেষ করে দেখবার মত জিনিস, এ ছাড়া আরও বহু দেখার জিনিস আছে এখানে। (৯) ভিস্থভিয়াস্ (Vesuvius), এট্‌না (Etna), ও ষ্ট্রম্বোলি (Stromboli) আগ্নেয়গিরি—দক্ষিণ ইতালীতে গেলেই এগুলি—যথাক্রমে 'পম্পেই' 'হারকুলেনিয়াম' ও মেসিনা শহর থেকে দেখা যায়। পম্পেই শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে প্রাচীনকালের বহু স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া গেছে। (১০) 'ভ্যাটিক্যান' (Vatican)—রোমের পোপের প্রাসাদ—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাসাদ। (১১) 'আর্কো দেল্লা পেস্' (Arco Della Pace)—এটি হচ্ছে নেপোলিয়ানের রাজ্যজয়ের স্মৃতিচিহ্ন—এক বিজয় তোরণ; মিলানের 'ফোরো বোনাপার্ত্তি' বলে বিখ্যাত বড় রাস্তার উপরে অবস্থিত। (১২) মিল'নের গির্জ্জা (Milan's Cathedral)—মিলান শহরের মাঝখানে অবস্থিত, সাদা মার্ব্বেলে গঠিত এক বিরাট গির্জ্জা—প্রায় ২০০০ হাজার খোদিত মূর্ত্তি দিয়ে একে সাজানো হয়েছে—এটিকে ইউরোপের একটি আশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য বলে গণ্য করা হয়। (১৩) ব্রেরা প্রাসাদ (Brera Palace)—মিলান শহরের একটি প্রাসাদ—এখানে বহু বিখ্যাত শিল্পীর হাতে আঁকা মূল ছবি সংরক্ষিত হয়েছে, এ ছাড়া 'একাডেমিয়া ডি বেলী আর্ট' (Accademia de Belle Arte) বলে চিত্রপ্রদর্শনীতে বহু ছবি আছে। ইতালীর আধুনিক যুগের শিল্পকলার নিদর্শন দেখতে হলে

'গ্যালারী দি আর্ট মডার্ণা' (Gallery d' Arte Moderna) বলে চিত্রপ্রদর্শনীতে যেতে হবে। (১৪) ফোরো মুসোলিনী (Foro Mussolini)—এটি হচ্ছে মুসোলিনীর তৈরী এক বিরাট খেলাধূলা ও ব্যায়ামের যায়গা—রোমের উত্তর দিকে এটি গড়ে তোলা হয়েছে—এখানে দু'টি স্পোর্টস স্ট্যাডিয়াম আছে এবং শারীরিক ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌশল শেখবার স্কুল আছে। (১৫) গ্যালারিয়া ভিট্টোরিও ইম্যানুয়েল (Galleria Vittorio Emanuele)—মিলান শহরের এক বিরাট প্রাসাদ ও বাজার। এ ছাড়া ইতালীর এক রোম শহরেই শত শত দ্রষ্টব্য আছে, প্রতিটি বাড়ী এবং প্রাসাদও দেখবার মতো। (১৬) উফিজি গ্যালারী (Uffizi Gallery)—ফ্লোরেন্স শহরের বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী—এখানে জগৎ-প্রসিদ্ধ কয়েকটি ছবি আছে। (১৭) নেপল্‌স্ মিউজিয়াম (National Museum, Naples)—ইতালীর নেপল্‌স শহরে অবস্থিত ইউরোপের অন্যতম বড় যাদুঘর।

জাপানের দ্রষ্টব্য কি কি ?

(১) ইম্পিরিয়েল ডায়েট্ প্রাসাদ—জাপানের রাষ্ট্রসভার প্রাসাদ, এটি টোকিও শহরের হিবিইয়া পার্কের পিছনে 'ইমারী চো' ও 'টোমর চো' রাস্তা যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানেই। (২) 'নিহোমবাশী সেতু' —এটি হচ্ছে জাপানের খালের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত পুল—নিহোমবাশী অঞ্চলটি বর্ত্তমানে জাপানের বিশেষ প্রসিদ্ধ জায়গা—এই অঞ্চলে প্রধান রেল ষ্টেশন, বড় ডাকঘর, বাজার, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আছে। (৩) মারুনৌচী বিল্ডিং—এটি হচ্ছে জাপানের বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'মিৎসু বিশী'র অফিসের বাড়ী—এই বাড়ীটিতে ৩৬১টি অফিস আছে। (৪) 'নিপ্পন গেকিজো'—টোকিও শহরে অবস্থিত জাপানের সবচেয়ে বড় সিনেমা হাউস। (৫) কাবুকি থিয়েটার—টোকিও শহরের জাপানী থিয়েটার—

এখানে প্রাচীন ধরণের 'নো' নাটিকা অভিনীত হয়। (৬) আসাকুশা পার্ক (Asakusa Park)—টোকিওর বিখ্যাত পার্ক—এখানে সপ্তদশ শতকের তৈরী একটি প্রাচীন প্যাগোডা ও 'কোয়ান্নান' মন্দির আছে—এই মন্দিরটি জাপান সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মন্দির। (৭) ইউনো পার্ক (Ueno Park)—টোকিও শহরের শিটাইয়া (Shitaiya) অঞ্চলে এই পার্ক অবস্থিত—চেরীফুলের শোভার জন্য এটি বিশেষ বিখ্যাত। তা ছাড়া এরই চারধারে—ইম্পিরিয়াল হাউস হোল্ড মিউজিয়াম, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, চিড়িয়াখানা ও টোকিও ফাইন আর্ট গ্যালারী অবস্থিত—এগুলি জাপানের বিশেষ দ্রষ্টব্য। (৮) গিঞ্জা (Ginza)—একেবারে আধুনিক প্রথায় গড়া জাপানের সবচেয়ে বড় পণ্য-কেন্দ্র—এখানেই যত বড় বড় দোকান ও আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলপথ আছে। (৯) কাসুঙ্গা জিঙ্গা (Kasunga Jinga)—এটি হচ্ছে ২০০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধমন্দির—এটি জাপানের 'ওসাকা' প্রদেশের 'নারা' শহরে আছে। এখানে গেলে প্রাচীন তপোবনের মত নির্জ্জন বনভূমি ও নানা আকারের জাপানী মন্দির দেখা যায়। (১০) 'দাইবুৎসু' মূর্ত্তি—আসলে হচ্ছে ব্রোঞ্জের তৈরী পৃথিবী বিখ্যাত এক বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি—এটি আছে ইয়োকোহামা প্রদেশের 'কামাকুরা'র মঠ প্রাঙ্গণে। (১১) 'টোকুগাওয়া' মঠ—এটি হচ্ছে টোকিও শহরের গায়ে যে পাহাড় আছে তারই উপরে 'নিক্কো' বলে যায়গাটিতে। 'কামাকুরা', 'নারা' এরই কাছাকাছি। নিক্কো হলো জাপানীদের তীর্থস্থান—টোকিওর উত্তরে রেলপথে ৯০ মাইল যেতে হয়। (১২) গিয়াজিমা দ্বীপ—জাপানের দক্ষিণ উপকূলের এক মাইল দূরে একটি দ্বীপ—এখানে গেলে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা যায়। (১৩) ইয়ামাশিটা পার্ক (Iyamashita Park)—ইয়োকোহামা বন্দরের সংলগ্ন একটি আধুনিক ও সুন্দর বাগান—এর দৃশ্য ও পরিকল্পনাটি ভারী সুন্দর।

রুশিয়ার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি ?

(১) ক্রেম্‌লিন প্রাসাদ (Kremlin)—মস্কো শহরের মাঝখানে মাস্কো নদীর তীরে রুশিয়ার এই বিখ্যাত প্রাচীন প্রাসাদটি আছে—বর্ত্তমানে এখানেই রুশিয়ার রাষ্ট্রসভার বৈঠক বসে। এটি পূর্ব্বে রুশিয়ার 'জার'দের (Tsar) রাজপ্রাসাদ ছিল। (২) রেড্‌ স্কোয়ার—এটি রুশিয়ার এক বিখ্যাত যায়গা ও রাজপথ—প্রাচীনকালে অত্যাচারী 'জার'দের নির্দ্দেশ মত এখানে প্রজাদের রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে—বর্ত্তমানে এই যায়গাটিতেই লেনিনের স্মৃতিরক্ষার্থে 'মশোলিয়াম' তৈরী হয়েছে, এখানেই লেনিনের দেহটিকে কাচের বাক্সে রাখা হয়েছে। (৩) সেণ্ট বেসিল গির্জ্জা (Cathedral of St. Basil)—ষোড়শ শতাব্দীর গড়া 'জার'দের আমলের এক অদ্ভুত আকৃতির গির্জ্জা, এটিও ঐ 'রেড স্কোয়ারে' অবস্থিত। (৪) বলশোই থিয়েটার (Bolshoi Theatre)—এটি হলো রুশিয়ার সবচেয়ে বড় থিয়েটার—এখানে একসঙ্গে ৪০০০ লোক বসে থিয়েটার দেখে। মস্কোর 'স্কর্ডলেভ্‌ স্কোয়ার' বলে রাস্তাটির সামনেই এটি অবস্থিত। (৫) উইণ্টার প্যালেস্‌ (Winter Palace) ও য়্যাড্‌মিরাল্‌টি বিল্ডিং—এই দু'টি লেনিনগ্রাদে অবস্থিত—'জার'দের সময়ের বিরাট প্রাসাদ। (৬) মারসোভো পোলো (Marsovo Polo)—এখানে ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবে যারা প্রাণ দেয় তাদের কবরের উপর এক সুন্দর পার্ক তৈরী করা হয়েছে, এটি লেনিনগ্রাদ শহরে অবস্থিত। (৭) নেভেস্কী প্রস্‌পেক্ট (Neviski Prospect)—এটি হচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত একটি রাস্তা। বর্ত্তমানে এই রাস্তাটির নাম বদলে Prospect of October 25th. করে দেওয়া হয়েছে। (৮) খারকভ্‌ (Kharkov)—এটি হচ্ছে ইউক্রেন প্রদেশে অবস্থিত রুশিয়ার বিখ্যাত উৎপাদন কেন্দ্র—এখানে বিরাট বিরাট বাড়ী ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে। (৯) নীপার বাঁধ

(Dnieper Dam)—এটি হচ্ছে রুশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের নীপার নদীকে যে বাঁধ দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেটি। (১০) ট্রেট্যাকভ্ ষ্টেট্ আর্ট গ্যালারী (Tretyakov State Art Gallery)—এটি আছে মস্কো শহরে—এখানে রুশ শিল্পীদের আঁকা প্রায় ২৪০০০ হাজার ছবি আছে।

ক্যানাডার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি?

(১) সুপিরিয়র হ্রদ (Lake Superior)—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ—এটি আছে ক্যানাডার অন্তর্গত অণ্টারিও প্রদেশে। ক্যানাডার এটি ছাড়া অন্যান্য হ্রদগুলিও বিশেষ দ্রষ্টব্য। (২) নায়গ্রা জলপ্রপাত (Niagra Falls)। (৩) রিডিউ ষ্ট্রীট (Rideau Street)—অটোয়া শহরের প্রধান রাস্তা। (৪) মন্ট্রিল বন্দর—সেণ্ট লরেন্স নদীর উপরে অবস্থিত ক্যানাডার সবচেয়ে বড় বন্দর। (৫) সেণ্ট লরেন্স সেতু—মনট্রিল শহরে অবস্থিত ২ মাইল লম্বা এক বিরাট সেতু। (৬) 'শ্যাটু ফ্রণ্টেনাক' (Chateáu Frontenac)—কুইবেক শহরে অবস্থিত সবচেয়ে বড় বাড়ী—এখন একটি হোটেল। (৭) সিটাডেল অফ্ কুইবেক্ (Citadel of Quebec)—কুইবেকের মালভূমির সবচেয়ে উঁচু যায়গায় অবস্থিত—ফরাসীদের তৈরী প্রাচীন এক দুর্গ। (৮) ক্যানাডিয়ান ব্যাঙ্ক ভবন—এটি টরোণ্টোতে অবস্থিত ক্যানাডার সবচেয়ে উঁচু বাড়ী. এই বাড়ীতেই ক্যানাডিয়ান ব্যাঙ্ক পরিচালিত সবচেয়ে বড় 'ডিপার্টমেণ্ট স্টোর' বা পণ্য-কেন্দ্র আছে। (৯) কুইন্স্ পার্ক (Queen's Park)—টরোণ্টোতে অবস্থিত ক্যানাডার একটি বিখ্যাত পার্ক—এর মাঝখানে পার্লামেণ্ট ভবন।

চীনের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি?

(১) সান্-ইয়াৎ সেনের স্মৃতিস্তম্ভ—নানকিং শহরের কাছে এই স্মৃতিস্তম্ভটি আছে—এখানে চীনের গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তক সান্-ইয়াৎ সেনের

দেহাবশেষ রাখা হয়েছে। এরই কাছাকাছি চীনের 'মিং' বংশের স্মৃতিতেও এক স্মৃতিমন্দির বা 'মসোলিয়াম' আছে। (২) চীনের প্রাচীর—চীনের 'পিকিং' শহরে গেলে পৃথিবীর এই আশ্চর্য্য সৃষ্টিটি দেখা যায়—পিকিং শহরে তাবার, মঙ্গোল ও মাঞ্চু জাতির বহু প্রাচীন মূর্ত্তি, মন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। (৩) নিষিদ্ধ শহর—পিকিংএর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের অঙ্গন—এখানে আগে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হতো না—এখন সবাই দেখতে যায়—এখানে প্রাচীন চীনের যে অদ্ভুত স্থপতিশিল্পের নমুনা আছে তা দেখলে অবাক্ হতে হয়। (৪) টেম্প্‌ল অফ হেভেন (Temple of Heaven)—পিকিংএর চীনা শহরের 'চিয়েন্ সিন' রাস্তার উপরে অবস্থিত এক অদ্ভুত আকারের মন্দির—এই মন্দিরে পাঁচটি দিক থেকে সিঁড়ি উঠে পাঁচটি বেদীতে শেষ হয়েছে—এই মন্দিরের কারুকার্য্য ও শোভা অপূর্ব্ব। (৪) 'ওয়ালাম্‌জ্' (Walamtsz)—চীনারা এটিকে ওদের ভাষায় বলে 'পাঁচ শত দৈত্যের মন্দির' ক্যাণ্টনের চীনা মন্দিরগুলির মধ্যে এটি বিশেষ প্রসিদ্ধ—এছাড়া 'নাইসিংকোয়ান' (Nysinkuan) এবং সিংওয়াংমিউ (Shingwongmiu) প্রভৃতি মন্দিরগুলিতেও অতি অদ্ভুত সব মূর্ত্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন আছে। (৫) কমার্শিয়েল প্রেস—সাংহাই শহরে অবস্থিত চীনের সবচেয়ে বড় ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশের জন্য আধুনিক চীনের এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। (৬) 'তুং-সি-উয়েন্'—সাংহাইয়ের পল্লীঅঞ্চলে অবস্থিত একটি উদ্যান—এখানে একটি অতি সুন্দর সরোবর আছে—আর তারই কাছে 'লুং-হোয়াজ্' বলে সাততলা উঁচু অপূর্ব্ব প্যাগোডাটি আছে—এটি চীনের 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কনশেসন' এলাকার মধ্যে। (৭) 'পো-জ্-তাহ'—(Poh-sz-tah) সুচাও প্রদেশে অবস্থিত—চীনের সবচেয়ে উঁচু প্যাগোডা।

মিশরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি?

(১) পিরামিড্—কায়রো শহর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'এল গিজা' বলে জায়গাটিতে গেলেই দেখা যাবে। (২) আমেনের মন্দির—'লুক্সর' নদীর বাঁ-দিকের তীরে—'কর্ণাক' বলে জায়গাটিতে এই মিশরের প্রাচীন দেবতা 'আমেন-হার' মন্দির আরও বহু প্রাচীন কীর্ত্তিকে চারিপাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (৩) টুটান্ খামেনের কবর—ঐ নদীর অপর পারে প্রাচীন 'থিব্‌স্' শহরে অবস্থিত। (৪) সুয়েজ্ খাল (Suez Canal) মিশরের উপকূলেই এই খালটি ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত 'লাইব্রেরী'গুলির কি নাম? কোথায় কত বই আছে?

রুশিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী—লেনিন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী (Lenin National Library). এটিকেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী করে তোলার পরিকল্পনায় গড়া হচ্ছে—এই লাইব্রেরীতে ৯০ লক্ষ বই রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এটি ছাড়া রুশিয়ার রাণী 'ক্যাথারিন্ দি গ্রেটে'র প্রতিষ্ঠিত আর একটি বিখ্যাত লাইব্রেরী আছে। সেটির নাম—'গোসুডারং ষ্টিভান্যাজা পাব্লিকানাজা বিব্লিওতিকা' (Gosuder Stevennaja Publicnaja Biblioteka)—এই লাইব্রেরীতে ৪৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৪৮ ছাপা বই ও প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি-পত্তর আছে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার। এইটিকেই বর্ত্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী বলা হয়।

জার্ম্মাণীর বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—বার্লিন শহরে অবস্থিত 'দাই প্রুশিশে ষ্টেট্‌স বিব্লিয়টেক' (Die Preussische Staats Bibleothek) এখানে ২৫ লক্ষ বই আছে—এই লাইব্রেরীর সংগ্রহের

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রাচ্যের প্রায় ১৯ হাজার প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি-পত্তর আছে। ভিয়েনার বিখ্যাত লাইব্রেরী 'দাই ন্যাশন্যাল বিব লিয়েটক'ও এখন জার্ম্মাণীর অধিকারে। এখানে মোট ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার বই আছে—তবে এই লাইব্রেরীর সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রসিদ্ধ থিয়েটারের অভিনয় ও সিনেমার বহু ছবির বহু ফিল্ম সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। মিউনিকে 'বায়ারশে ষ্টেট্স্ বিব্লিয়টেক। (Bayershe Staats Bibliothek) বলে আরও একটি লাইব্রেরী আছে—এখানে ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার বাঁধানো বই ও পঞ্চাশ হাজার প্রাচীন পুঁথি আছে। এইটি ব্যাভারিয়ার রাজা পঞ্চম আলবার্ট কর্ত্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়, এই লাইব্রেরীটিকে পৃথিবীর 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যের আধার' বলা হয়।

বৃটেনের বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—লণ্ডনস্থ বৃটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারটি—এখানে প্রায় মোট ৪০ লক্ষ বই আছে। এছাড়া অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান লাইব্রেরীও খুব বিখ্যাত। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী' হিসাবে এটিকেই সবচেয়ে বড় বলে ধরা হয়।

ফ্রান্সের বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—প্যারিসের 'লা বিব্লিয়থেক্ ন্যাশনেল্' (La Bibliotheque Nationale)—এটি হলো পৃথিবীর প্রাচীনকালের সবচেয়ে পুরানো লাইব্রেরী—যা আজও আছে। এটিকে একসময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী বলা হত—এখানে প্রায় ৯০ লক্ষ বই-পত্র-পত্রিকা সংগৃহিত আছে। তাছাড়া ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রাচীন পুঁথি আছে। এই লাইব্রেরী ফরাসী সম্রাট একাদশ লুই (Louis XI) তৈরী করান।

ইতালীর বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—ফ্লোরেন্স শহরের 'লা রীয়েল বিব্লিয়োতেকা নাশিওনেল্ সেন্ত্রেল' (La Reale Biblioteka Nazionale Centrale). অথবা 'দি ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী অফ ইটালী' বিভিন্ন বিষয়ের বিরাট সংগ্রহ আছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—ওয়াশিংটনের 'দি লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস'—এখানে বর্ত্তমানে প্রায় ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার বই রাখা আছে। এই লাইব্রেরীটি ১৮১৮ সালে নতুন করে গড়া হয় এবং লাইব্রেরীর বাড়ীটি পৃথিবীর অন্য সমস্ত লাইব্রেরী-গৃহের চেয়ে বড়।

জাপানের বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—টোকিও শহরের 'দি ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী অফ্ জাপান' এটি ১৮৭২ সালে জাপানের শিক্ষাবিভাগের চেষ্টায় গড়ে ওঠে। বর্ত্তমানে এই লাইব্রেরীতে প্রায় ৭ লক্ষ ৮০ হাজার বই আছে।

স্পেনের বিখ্যাত লাইব্রেরী হচ্ছে—মাদ্রিদ্ শহরের 'লা বিব্লিয়টেকা ন্যাশন্যাল' (La Biblioteka National)—লাইব্রেরীটি; এখানে প্রায় ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার বই ও পত্র-পত্রিকা আছে—তাছাড়া হাতে লেখা পুঁথি আছে ত্রিশ হাজার।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথায় কতগুলি স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ?

সমস্ত দেশের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয় মাত্র কয়েকটি দেশের হিসাব দিলাম।

গ্রেট বৃটেনে মোট ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪০৮টি সেকেণ্ডারী ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও প্রায় ৩৩ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে। (২) ফ্রান্সে (১৯৩৮) মোট ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৪৫টি সেকেণ্ডারী স্কুল ও ৮৪১০৫টি প্রাইমারী স্কুল আছে। (৩) যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৩৮) স্কুল, কলেজ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে মোট ১৩৩৩; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ২৭১১৪৫ (৪) জার্ম্মাণীতে (১৯৩৮) ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়,

১০টি উচ্চ ধরণের টেক্‌নিক্যাল স্কুল, প্রায় ৩ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও ৫৩ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে। (৫) ইতালীতে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৭৫টি টেক্‌নিক্যাল স্কুল, ৫৪১টি মাধ্যমিক স্কুল, ও ১৪৮৭৬০টি প্রাথমিক স্কুল আছে। (৬) জাপানে (১৯৩৬-৩৭) ৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭২০টি স্পেশাল টেক্‌নিক্যাল স্কুল, ১৮৬১৯টি মাধ্যমিক স্কুল, ২৭৭৮৬টি প্রাথমিক স্কুল আছে। রুশিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাই স্কুল ছাড়া, প্রাথমিক স্কুল, ফ্যাক্টরী স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও মজুরদের জন্যে ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্‌টি (Workers' Faculties) প্রভৃতি বহু ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদেশের মোট ১৮০,২৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে।

লেনিনের স্মৃতিমন্দির কোথায়? সেখানে কি আছে?

রুশিয়ার মস্কো শহরে রেড স্কোয়ার বলে জায়গাটিতে লেনিনের স্মৃতিমন্দির আছে। এই মন্দিরের মধ্যে লেনিনের মৃতদেহটি ঔষধের সাহায্যে জারিয়ে এক কাঁচের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাঁর মৃতদেহটিকে এইভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়।

লীগ অফ্ নেশন্‌স্ League of Nations সভার বাড়ীটি কোথায়? এবং কত বড়?

জেনেভা শহরে লীগ অফ্ নেশন্‌স্ বা জাতি সঙ্ঘের প্রাসাদ গড়া হয়েছে। এই প্রাসাদটি বিরাট—সিকি মাইল লম্বা, প্রায় নয় শত ঘর আছে। ১ হাজার সাতশো জানলা ও ১ হাজার সাতশো দরজা আছে এই প্রাসাদটিতে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে—'মিঃ' (Mr.) 'মিসেস্' (Mrs) ও মিস্ (Miss) এর পরিবর্ত্তে কি শব্দ ব্যবহার হয়?

এর জবাবে নীচের এই তালিকাটি দেখলেই সব বুঝতে পারবে—

ইংল্যাণ্ড	মিঃ (Mr).	মিসেস (Mrs)	মিস্ (Miss)
আলবানিয়া—	Zotni	Zonje	Zonjushe
জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া—	Herr	Frau	Fraulein
ফ্রান্স ও বেলজিয়াম—	Monsieur	Madame	Mademoiselle
বুলগেরিয়া—	Gospodin	Gospoja	Gospojitza
চেকোশ্লোভাকিয়া—	Pan	Pani	Sleena
সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে—	Herr	Fru	Froken
আয়ার্ল্যাণ্ড—	Uasal	Ban Uasal	Uasal
এস্তোনিয়া—	Harra	Prona	Preili
ফিন্ল্যাণ্ড—	Herra	Ronva	Neiti
গ্রীস—	Kyrios	Kyria	Thespaenis
হল্যাণ্ড—	Mijneer	Mevronw	Juffronw
হাঙ্গারী—	—Ur	—Ne	Kisasszony
ইতালী—	Signor	Signora	Signorina
স্পেন—	Senor	Senora	Senorita
ল্যাটভিয়া—	Kungs	Kundze	Janukundze
লিথুয়ানিয়া—	Ponas	Ponia	Panela
পোল্যাণ্ড—	Pan	Pani	Panne
পর্ত্তুগাল—	Senhor	Senhora	Senhorita
রুশিয়া—	Grashdanin	Grashdanka	Grashdanka
রুমানিয়া—	Domnul	Doamna	Domnisoara

আমেরিকার 'গোল্ডেন গেট' (Golden Gate) কি সোনার ?

না তা নয়, প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার উপকূলে সানফ্রান্সিস্কো উপসাগরকে যেখানে সমুদ্র উপকূল দুধার থেকে প্রসারিত হয়ে ফটকের মত আবদ্ধ করেছে—সেই জায়গাটিকে বলা হয় 'গোল্ডেন গেট'। এর মাঝখান দিয়ে একটি প্রণালী—সানফ্রান্সিসকো উপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে।

বিভিন্ন দেশের প্রধান মুদ্রার নাম কি ?

কয়েকটি দেশের প্রধান মুদ্রার নাম জানাচ্ছি; সেরা মুদ্রা বলতে যেমন আমাদের দেশে 'টাকা' বোঝায় তেমনি এক এক দেশের নামকরা সেরা মুদ্রাটির নামই শুধু দিচ্ছি—সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে যে মুদ্রা চলে বেশী, তার নাম 'ফ্রাঙ্ক', তবে তিনটি দেশের 'ফ্রাঙ্ক' তিন রকম দেখতে। তুরস্ক ও মিশরের প্রধান মুদ্রার নাম 'পিয়াস্ত্রে' (Piastre)। ইতালীর প্রধান মুদ্রা হচ্ছে লীরা (Lire)। রাশিয়ার প্রধান মুদ্রার নাম রুব্‌ল (Rouble)। স্পেনের প্রধান মুদ্রা হচ্ছে 'পেসেতা'। জার্ম্মাণীর প্রধান মুদ্রা হচ্ছে রাইখ্‌স্‌মার্ক্ (Reichsmark) চেকোশ্লোভোকিয়ার মুদ্রার নাম কোরুণা (Koruna)। রুমানিয়ার মুদ্রা হচ্ছে 'লু' (Leu)। জাপানের মুদ্রা 'ইয়েন' (Yen) চীনদেশের মুদ্রা হচ্ছে 'তেল' (Tael)। ফিনল্যাণ্ডের মুদ্রা 'মার্ক' (Mark)। সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রধান মুদ্রা হলো 'ক্রোনা' (Krona)।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কতজন প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন ?

এ পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ জন প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে জর্জ্জ ওয়াশিংটন প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। এবং

বর্ত্তমানের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, তিনি ১৯৩৩ সালে প্রথমবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন—এবং এর চার বছর পরে তিনি আবার দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। আমেরিকার তিনজন প্রেসিডেণ্ট তাঁদের কাজে বহাল থাকার সময়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন—১৮৪১ সালে মারা যান; জ্যাকারী টেলর—১৮৫০ সালে মারা যান; ওয়ারেন হার্ডিং—১৯২৩ সালে মারা যান। আমেরিকার তিনজন প্রেসিডেণ্ট আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন—আব্রাহাম লিঙ্কন—১৮৬৫ সালে; জেম্‌স্ গারফিল্ড—১৮৮১ সালে, উইলিয়াম ম্যাকিন্‌লে—১৯০১ সালে নিহত হন।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রয়াল একাডেমীর চিত্রপ্রদর্শনী কোথায় হয়?

এক সময়ে এই চিত্রপ্রদর্শনী হতো ট্রাফল্‌গার স্কোয়ারস্থিত ন্যশন্যাল গ্যালারী নামে চিত্র সংরক্ষণাগারে। কিন্তু ১৮৬৮ সালের পর থেকে বার্লিংটন হাউসে এই চিত্রপ্রদর্শনী স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ইরাকের পাইপ লাইন কি?

ইরাকের পেট্রলের খনি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে সহজে নেওয়ার জন্য মাটির তলা দিয়ে যে পাইপ বসান হয়েছে—তাকেই বলা হয় পাইপ-লাইন। এই পাইপ লাইনের প্রথম অংশের উদ্বোধন করেন ইরাকের রাজা ১৯৩৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী—এই পাইপ-লাইনের একটি মুখ শুরু হয়েছে প্যালেষ্টাইনের 'হাইফা' শহরে, শেষ হয়েছে সিরিয়ার ট্রিপলি নগরে। এই পাইপ-লাইনের শাখা প্রশাখা সমেত মোট মাপ হচ্ছে ১১৫০ মাইল। তৈরী করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড। এই পাইপ দিয়ে বছরে গড়ে ৪০ লক্ষ টন পেট্রল চালান হয়।

'রোড্‌স্' দ্বীপের 'কলোসাস্' (Colossus) কি ?

রোড্‌স দ্বীপের 'কলোসাস্'টি রোডীয়দের সূর্য্যদেবতা হেলিয়সের মূর্ত্তি—এটি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৪ অব্দে ম্যাসিডনিয়ানদের বিরুদ্ধে রোডীয়দের অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার স্মৃতিতে খোদাই করা হয়েছিল। এই মূর্ত্তিটি লম্বায় ১০৫ ফুট উঁচু ছিল—এবং এটি বর্ত্তমানে ধ্বংস পেলেও পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের একটি ব'লে পরিগণিত হয়।

বোল্ডার ড্যাম্ (Boulder Dam) কি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাঁধ যা দিয়ে মানুষ নদীকে বেঁধেছে তাই হচ্ছে এই 'বোল্ডার ড্যাম' বা বাঁধ। এই বাঁধটি আমেরিকার কলোরেডো নদীর ব্ল্যাক ক্যানিয়ন অংশে গাঁথা হয়েছে। ১৯৩৬ সালের ১লা মার্চ্চ এই বাঁধটি তৈরী শেষ হয়। এটি ৭২৬ ফুট উঁচু—এই বাঁধটির উপরকার ক্ষেত্রের চওড়া মাপ হচ্ছে ৪৫ ফুট। এই বাঁধটি বর্ত্তমানের পূর্ত্তবিদ্যা বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

প্যালেষ্টাইনের সবচেয়ে বড় শহর কোন্‌টি ?

আগে প্যালেষ্টাইনের সবচেয়ে বড় শহর ছিল প্যালেষ্টাইনের রাজধানী জেরুসালেম—কিন্তু যুদ্ধের পর ইহুদীরা 'তেল-আবিব্' (Tel Aviv) বলে যে নতুন শহর গড়ে তুলেছে—সেটিই বর্ত্তমানে Palestine-এর সবচেয়ে বড় শহর। যুদ্ধের পর এই শহরের এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে যে এই শহরটি আমেরিকা বা ইউরোপের যে কোনও বিখ্যাত শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

· রাষ্ট্র ও রাজনীতি

'কন্‌স্টিটিউশন্‌' (Constitution) বলতে কি বোঝায় ?

রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও শাসন বিষয়ে পরস্পারের অধিকার ও সম্বন্ধ যে মূলবিধি বা বিধান অনুসারে রচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই 'কন্‌স্টিটিউশন' বা 'রাষ্ট্রকাঠামো' বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমান যুগে সবপ্রথমে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৫৫জন প্রতিনিধি এক হয়ে রাষ্ট্রবিধি বা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন। এর পরে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে নূতন আদর্শে রাষ্ট্রশাসনের এক দলিল তৈরী হয়। লিখিত রাষ্ট্রকাঠামোর এই হলো গোড়া। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই মার্কিন ও ফরাসী রিপাব্‌লিকের আদর্শে নিজের নিজের রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রকাঠামো' প্রণয়ন করেছে। ইংলণ্ডের কোন লিখিত 'রাষ্ট্রকাঠামো' বা 'কন্‌স্টিটিউশন' নেই—বৃটিশ শাসনের 'রাষ্ট্রকাঠামো' তার পার্লামেণ্টের আইন করার ক্ষমতার উপরই ষোল আনা নির্ভর করে, রাজা থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টই চরম নিয়ন্তা। যুক্তরাষ্ট্রের constitution বা রাষ্ট্রকাঠামোর বিধিগুলির আসল নথিটি যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী আর কংগ্রেস ভবনের তিনতলায় সাধারণে প্রদর্শনার্থে সংরক্ষিত হয়েছে। এটি পার্চমেণ্ট কাগজে লেখা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-কাঠামো কি রকম ? ও সেগুলির রাষ্ট্রপরিচালক কে ? এবং রাষ্ট্রসভার জাতীয় নাম কি ?

বর্ত্তমানে সমস্ত রাষ্ট্রের সঠিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বহু রাষ্ট্র এই যুদ্ধে পররাজ্যের দখলে চলে গেছে। জাপান ও

জার্ম্মান-অধিকৃত রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তেমন রাষ্ট্রগুলির প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করলাম, এবং সেই রাষ্ট্রগুলির নামকে * তারকা চিহ্নিত করে দিলাম।

যুক্তরাষ্ট্র—রাষ্ট্রসভার নাম 'কংগ্রেস্'। উচ্চপরিষদ—সেনেট (Senate), নিম্নপরিষদ—'হাউস অফ্ রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্‌স্' (House of Representatives)। ফেডারাল রিপাব্লিক বা 'প্রজাতন্ত্র' প্রথায় এখানে রাষ্ট্র-পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি—প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট।

ইংল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য (United Kingdom)—রাষ্ট্রসভার নাম 'পার্লামেণ্ট' (Parliament)। উচ্চ পরিষদ—'হাউস অফ লর্ড্‌স', নিম্ন পরিষদ—'হাউস অফ কমন্স'। বিধিসঙ্গত রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ, কিন্তু রাজ্যের চরম নিয়ন্তা পার্লামেণ্ট।

জার্ম্মাণী—রাষ্ট্রসভার নাম 'রাইখ্‌ষ্ট্যাগ্' (Reichstag) গণতন্ত্র প্রথাকে সামনে রেখে এখানে একজন নেতার পরিচালনায় শাসনকার্য্য চলে। ফ্যুরার বা রাষ্ট্রনায়ক হচ্ছেন এডল্‌ফ্ হিটলার (Adolf Hitler) বর্ত্তমান 'রাইখ্‌ষ্ট্যাগে'র প্রকৃতপক্ষে কোনও কাজই নেই বলা চলে।

জাপান—রাষ্ট্রসভার জাপানী নাম 'টেইকোক গিকাই' (Taikoke Gikai)। উচ্চ পরিষদ—কিজোকুইন (Kizokuin), বা House of Peers. নিম্ন পরিষদের নাম—'শুং-গি-ইন্' (Shungien) বা House of Representatives ইংরাজীতে বর্ত্তমানে জাপানের রাষ্ট্রসভাকে 'ডায়েট' (Diet) বলা হয়। এখানে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র বা Limited Monarchy প্রথায় শাসনকার্য্য চলে। রাষ্ট্রপতি জাপানের সম্রাট হিরোহিতো (Hirohito)।

আয়ার্ল্যাণ্ড (Eire)—রাষ্ট্রসভার নাম 'ওইরিয়াক্‌টাস্' (Oireachtas), উচ্চপরিষদ—'সিনাড্ আয়ারিন্' (Seanad

Eirean) নিম্নপরিষদ—'দেল আয়ারিন্' (Dail Eirean) স্বরাষ্ট্রতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি—প্রেসিডেণ্ট ইমন ডি ভ্যালেরা।

রুশিয়া—রাষ্ট্রসভার নাম 'সুপ্রীম কাউন্সিল'। এখানেও দু'টি পরিষদ গঠিত রাষ্ট্রসভা—প্রথমটি হচ্ছে 'ইউনিয়ন কাউন্সিল' দ্বিতীয়টিকে বলে—'কাউন্সিল অফ্ ন্যাশন্যালিটিস্'। গণতন্ত্রের অনুরূপ প্রথায় এদেশের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন চেয়ারম্যান অফ্ দি প্রেসিডিয়াম অফ্ দি সুপ্রীম সোভিয়েট (Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet)—মাইকেল ক্যালিনিন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিনই সর্ব্বেসর্ব্বা।

* **ইতালী**—রাষ্ট্রসভার নাম 'পার্লামেণ্ট'। উচ্চপরিষদ 'সেনেট' (Senate) ও নিম্নপরিষদ হচ্ছে চেম্বার অফ্ ফ্যাসি এণ্ড কর্‌পোরেশন্। রাজতন্ত্র প্রথাকে সামনে রেখে নেতার পরিচালনায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালক হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী বা 'ডুসে'—বেনিটো মুসোলিনি।

অষ্ট্রেলিয়া—রাষ্ট্রসভার নাম 'ফেডারেল পার্লামেণ্ট'। উচ্চপরিষদ হচ্ছে 'সেনেট', নিম্ন পরিষদকে বলা হয় 'হাউস অফ্ রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্‌স'। বৃটিশ ডোমিনিয়নভুক্ত, স্বরাষ্ট্রতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালক—প্রধানমন্ত্রী জন কার্টিন।

* **বুলগেরিয়া**—রাষ্ট্রসভার নাম 'সোব্রাঞ্জে' (Sobranje)। এখানে কোনও পরিষদ প্রথা নেই। এখানে রাজতন্ত্র প্রথায় শাসন চলে। রাষ্ট্র-পরিচালক—রাজা বোরিস্।

ক্যানাডা—রাষ্ট্রসভার নাম 'পার্লামেণ্ট'। উচ্চপরিষদ 'সেনেট' ও নিম্নপরিষদ হচ্ছে 'হাউস অফ কমন্স'। বৃটিশ ডোমিনিয়নভুক্ত স্বরাষ্ট্রতন্ত্র (Self Governing Dominion) রাষ্ট্রপরিচালক প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জী কিং।

* **ডেনমার্ক**—রাষ্ট্রসভার নাম 'রিক্‌ষ্ট্যাগ্ (Rikstag), উচ্চ

পরিষদ হলো—ল্যাণ্ডষ্টিং (Landsting) নিম্ন পরিষদকে বলা হয় 'ফোল্কেটিং' (Folketing) রাজতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

* **ফ্রান্স**—রাষ্ট্রসভার নাম 'পার্লামেণ্ট'। উচ্চপরিষদের নাম 'সেনেট', নিম্নপরিষদের নাম চেম্বার অফ ডেপুটিজ্ (Chamber of Deputies) গণতন্ত্র প্রথায় এই রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালিত হতো—বর্ত্তমানে লুপ্ত করে দিয়ে ডিক্টেটরী প্রথায় শাসন চলছে।

ইজিপ্ট (Egypt)—রাষ্ট্রসভার নাম 'বার্লাম্যান' (Barlaman) উচ্চপরিষদের নাম 'মজ্লিশ্-আশ্-শুয়াখ্' (Majlish Āsh Suyākh) নিম্নপরিষদকে বলা হয়—'মজলিশ্ আম্ নওয়াব্' (Majlish Ām Nawāb) এখানে রাজতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপরিচালক প্রধান মন্ত্রী নাহাস্ পাশা।

ইরান—রাষ্ট্রসভার নাম মজ্লিস্ (Majlis) এখানে বিধিসঙ্গত রাজতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র শাসিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালক—শাহ্ মহম্মদ রিজা।

ইরাক—রাষ্ট্রসভার নাম 'পার্লামেণ্ট'। উচ্চপরিষদ হলো 'মজলিশ্ আল্-আ-আয়ান' (Majlish Āl ā Āyān) নিম্নপরিষদের নাম 'মজলিশ্ আল্ নওয়াব' (Majlish āl Nawāb) এখানে রাজতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপরিচালক—রাজা ফয়জল্।

সুইজারল্যাণ্ড—রাষ্ট্রসভার নাম পার্লামেণ্ট। উচ্চ পরিষদের নাম 'ষ্ট্যাণ্ডেরাট' (Standerat) নিম্ন পরিষদ হলো 'ন্যাশন্যালারাট' (Nationalarat) এখানে 'ফেডারেল রিপাব্লিক' বা গণতন্ত্র প্রথায় রাষ্ট্র শাসিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালক—প্রেসিডেণ্ট 'আরনেষ্ট ওয়েটার' (Arnest Wetter)।

'পার্লামেণ্ট' (British Parliament) কি ?

'বৃটিশ পার্লামেণ্ট' বলতে প্রধানতঃ বোঝায় বৃটিশ রাজ্যের রাষ্ট্রসভা। এই পার্লামেণ্ট প্রথা বৃটেনে প্রবর্ত্তিত হয়েছে প্রায় দু'শো বছর আগে।

সবপ্রথম ফরাসীদের নাগরিক সভার অনুকরণে 'পার্লামেণ্ট' গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন—সাইমন ডি মণ্ট্‌ফোর্ড—১২৬৫ সালে। কিন্তু আসলে পার্লামেণ্ট গড়ে ওঠে ১২৯৫ সালে। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ঐ সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের, পাদরী ও বিশপদের নেতৃবর্গকে এমন কি গ্রাম ও শহরের প্রতিনিধিদের ডাকিয়ে এনে এই 'পার্লামেণ্ট'গুলি ক্রমশঃ উন্নততর করেন। এর পরে ১৩৪০ খৃঃ অব্দে 'পার্লামেণ্ট' দু'টি পরিষদে ভাগ হয়ে যায় —একটি বলা হয় 'হাউস অফ্ লর্ড্‌স' ও অপরটি 'হাউস অফ্ কমন্স'। বর্ত্তমানেও এই দুটি পরিষদে গড়া 'পার্লামেণ্ট'ই বৃটিশ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। 'হাউস অফ কমন্সে' বর্ত্তমানে মোট ৬১৫ জন সদস্য আছেন, তার মধ্যে ইংলণ্ডের ৪৯২ জন, ওয়েলস্ প্রদেশের ৩৬ জন, স্কট্‌ল্যাণ্ডের ৭৪ জন এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ১৩ জন সদস্য আছেন। এঁরা প্রত্যেকে বছরে ৬০০ পাউণ্ড করে বেতন পান। এঁরা সকলেই সাধারণের ভোটের জোরে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নির্ব্বাচিত হন। ৫ বছর অন্তর পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন হয়। 'হাউস অফ লর্ড্‌স' বা লর্ডদের পরিষদে কেবলমাত্র বৃটিশ রাজ্যের পীয়ার, রয়াল ডিউক, আর্কবিশপ, আর্ল, ভাইকাউণ্ট, বিশপ, ব্যারণ প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিরাই আসন গ্রহণ করেন। এই সভার সদস্য সংখ্যা মোট ৭৪০ জন। 'হাউস অফ লর্ড্‌স' বা লর্ড সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যিনি তাঁকে বলা হয় 'লর্ড চ্যান্সেলার'। 'কমন্স' সভার সভাপতিত্ব করেন যিনি তাঁকে বলা হয় 'স্পীকার'। 'হাউস অফ কমন্স' ও 'হাউস অফ্ লর্ড্‌স' এই দুই পরিষদে যাঁরা দলে ভারী থাকেন তাঁদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই 'মন্ত্রীসভা' বা 'ক্যাবিনেট' গড়ে তোলেন। বৃটিশ রাজতন্ত্রে রাজাকেই সকল ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়—কিন্তু আসলে মন্ত্রীসভা যা করেন তাই চূড়ান্ত। এঁরাই বৃটিশ রাজ্যের শাসনকার্য্য চালান। বর্ত্তমানে এই 'মন্ত্রীসভা'য় বিভিন্ন বিভাগের কাজ চালাবার জন্য ৩৬ জন মন্ত্রী আছেন। অন্যান্য বহু

রাজ্যেও রাষ্ট্রসভাকে 'পার্লামেণ্ট' বলা হয়। তবে সেগুলির গঠন নীতি আলাদা আলাদা।

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা কেমন?

১৯৩৪ সালে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত বীর ও জননায়ক মার্শাল পল্ ভন্ হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর তখনকার চ্যান্সেলার এডল্‌ফ্ হিটলার—চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেণ্টের পদকে এক করে নিয়ে 'ফ্যুরার' (Fuhrer) বা ত্রাণকর্ত্তা নামে নিজেকে ঘোষণা করেন। এরপর জার্ম্মাণীতে 'নাৎসী বিপ্লব' অনুষ্ঠিত হয় এবং জার্ম্মাণী 'টোটালিটেরিয়ান ষ্টেট' বা অন্তর্বিরোধশূন্য রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়। তার কারণ হিটলার সকল বিরোধী দলের বিরোধিতার অবসান ঘটান, এবং জার্ম্মাণীর গণতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত প্রাচীন 'রাইখ্ ষ্ট্যাগ'—বা রাষ্ট্রসভা ও বিভিন্ন ষ্টেটের শাসন পরিষদ, স্বাধীন বিচারালয় প্রভৃতির উচ্ছেদ করেন। তিনি সমগ্র জার্ম্মাণীর ১৮টি ষ্টেটকে এক একজন করে নেতা বা গবর্ণরের শাসনাধীন করে নিজে সমগ্র জার্ম্মাণীর 'ডিক্টেটর' বা সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে এই ডিক্টেটরী প্রথায় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসন চলছে। সমগ্র জার্ম্মান জাতি এখন হিটলারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলছে।

আমেরিকার 'কংগ্রেস' বলতে কি বোঝায়?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 'কংগ্রেস' বলতে বোঝায় সেখানকার উচ্চতম ব্যবস্থাপক সভা। মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনা করেন দুটি পরিষদ—একটির নাম 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্‌স' বা প্রতিনিধি সভা, অপরটি হচ্ছে 'সেনেট' (senate) প্রতিনিধি সভায় যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি ষ্টেট থেকে জনানুপাতে একদল (বর্ত্তমানে ৪৩৫ জন) সদস্য নির্ব্বাচিত হন। 'সেনেট' সভায় ৪৮টি ষ্টেটের প্রতিটি থেকে ২ জন করে ৯৬ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে আসেন। ওয়াশিংটনে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়,

তবে দুটি পরিষদের সভা আলাদা আলাদা বসে। 'সেনেটর'রা ৬ বছর, 'প্রতিনিধি'রা ২ বছর সদস্য পদ অধিকার করে থাকেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিন দেশের যে 'কন্‌স্টিটিউশন' বা রাষ্ট্রকাঠামো লিপিবদ্ধ হয় সেই অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাজ চলে। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়নে প্রত্যেকটি ষ্টেটই স্বাধীন, কেবল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আইন বিষয়টি এই কেন্দ্রীয় সভায় আলোচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা অনেক—তিনি 'কংগ্রেসে'র সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিতে পারেন। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা 'কংগ্রেস' ও প্রেসিডেণ্টের সহযোগিতায় চলে।

অটোক্রেসী (Autocracy) কি ?

এটি এক ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম—যে ক্ষেত্রে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে গভর্ণমেণ্টের হাতে চূড়ান্ত ও সীমাহীন ক্ষমতা থাকে। যেখানে শাসিতের কোন কথাই শোনা হয় না।

'আটলাণ্টিক সনদ' (Atlantic Charter) কি ?

১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী আটলাণ্টিক মহাসাগরে এক যুদ্ধজাহাজে মিলিত হয়ে যুক্তভাবে বহু সর্ত্ত ও উদ্দেশ্য সমন্বিত এক চুক্তি ঘোষণা করেন। তার মূলকথা এই যে, তাঁদের নিজের নিজের দেশগুলি—এক্সিস পক্ষের কবলায়িত দেশগুলির মুক্তির জন্যই দাঁড়িয়েছিল। এই ঘোষণার নামই আটলাণ্টিক চার্টার বা আটলাণ্টিক সনদ।

'ব্যুরোক্রেসী' (Bureaucracy) কি ? 'ব্যুরোক্রাট' কাদের বলা হয় ?

এটি একটি শাসন প্রথার নাম—যে শাসন প্রথা এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর খেয়াল-খুশী মাফিক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শ্রেণীর শাসকদলকে

ব্যুরোক্রাট (Bureaucrat) বলা হয়। বর্ত্তমানে ভারতের শাসনপ্রথা এই মতবাদকে ভিত্তি করেই চলছে—একথা কেউ কেউ বলেন।

'ক্যাপিটালিজ্‌ম্' (Capitalism) কি ?

এটি একটি অর্থ নৈতিক প্রথা—যাতে সমস্ত অর্থ নৈতিক ব্যাপারগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধনী মালিকদের হাতে থাকে, এবং তাদেরই নির্দ্দেশে তাদের ব্যক্তিগত ও দলগত লাভের তাগিদে পরিচালিত হয়। যাঁরা এই প্রথার পোষণ করেন তাঁদের বলা হয় 'পুঁজিবাদী' বা 'ক্যাপিট্যালিষ্ট'।

'ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম' (Imperialism) কি ?

এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদের নাম—যার লক্ষ্যই হলো বহু রাজ্যকে জয় করে ও একত্র করে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। এই মতবাদটি বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্য-নীতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

'সোস্যালিজ্‌ম্' (Socialism) কি ?

সামাজিক একটি মতবাদের বা নীতির নাম, যার লক্ষ্য হলো—এবং যে মতবাদ সমর্থন করে সেই নীতিকে—যে নীতিতে রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পত্তি, জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি ও পণ্য উৎপাদনের সমস্ত ব্যবস্থাগুলির মালিক হবে সমগ্রভাবে সমাজের সকল লোক এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এইগুলির সুখ সুবিধা বণ্টনের ভারও থাকবে সমগ্রভাবে তাদের উপরেই।

'কংগ্রেস' মানে কি ? কবে কোথায় সৃষ্টি হয় ?

বর্ত্তমানে 'কংগ্রেস' বলতে আমরা সোজা কথায় বুঝি 'রাষ্ট্রসভা'—অর্থাৎ রাষ্ট্রের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করে রাষ্ট্রনীতি ঠিক করবার জন্য যে সভা হয়। ১৬৩৬ সালে 'কলোন' (cologne)-এর পোপ ৩০ বৎসর

ব্যাপী যুদ্ধ বিরতির উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেন, এই হলো প্রথম কংগ্রেস। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী দল যে রাষ্ট্রসভা গড়েছেন তার নাম 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম ব্যবস্থাপক সভার নামও 'কংগ্রেস'।

ডেমোক্রেসী (Democracy) বা গণতন্ত্র কি?

'ডেমোক্রেসী' বা গণতন্ত্র হচ্ছে এই ধরণের শাসন প্রণালী যাকে ছোট করে বলা হয় "জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের শাসন",—অর্থাৎ যেখানে রাজা থাক বা না-থাক জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনই ষোল আনা খাটে। 'রিপাব্লিক' বা 'সাধারণতন্ত্র' হচ্ছে একটি রাজনীতিক শাসন ব্যবস্থার নাম যা কোন 'রাজা' বা 'রাজতন্ত্র' অনুযায়ী শাসনের ধারই ধারে না অর্থাৎ যেখানে 'নাম-কা-ওয়াস্তে-রাজা' বা সত্যিকারের 'সম্রাট', 'রাজা' বা 'যুবরাজ' এসবের কোন বালাইও নেই। আমেরিকায় এই 'ডেমোক্রেটিক' দলই গড়ে ওঠে আগে, সেটা ১৭৯২ সালে; গোড়ায় একেই বলা হত 'রিপাব্লিক্যান দল', তারপর এর নাম হল 'ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক্যান' তাও বদলে গিয়ে এর নাম শেষকালে হল 'ডেমোক্রেটিক দল'। বর্ত্তমানের রিপাব্লিক্যান দল গড়ে ওঠে ১৮৫৪ সালে এবং এর আসল উদ্দেশ্য হয় আমেরিকার দাসপ্রথা বন্ধ করা ও কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের হাতে বেশী করে ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা একদম বদলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো, কারণ বর্ত্তমানের 'ডেমোক্রেটিক দল' প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের নেতৃত্বে রিপাব্লিক্যান নীতি মেনে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের ক্ষমতা বাড়াবার স্বপক্ষে, অন্যদিকে রিপাব্লিক্যান দলই তাদের পুরানো নীতির বিপক্ষে, তারাই এখন শাসনতান্ত্রিক কড়াকড়ি ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

ফ্যাসিবাদ বা 'ফ্যাসিজ্‌ম্‌' (Facism) কি ?

'ফ্যাসিজ্‌ম' কি ?—অল্প কথায় ব্যাপারটা হচ্ছে ইতালীর সিনর মুসোলিনী ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে ফ্যাসিষ্ট দল নাম দিয়ে ইতালীতে এক দল গড়েন—তাদের উদ্দেশ্য হয় যে, বল্‌শেভিজ্‌মের (রাশিয়ার নীতি) প্রভাবমুক্ত করে ইতালীতে এমন এক শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা, যেখানে পার্লামেণ্টীয় প্রথায় ইলেক্‌শন বা নির্ব্বাচনের ব্যাপার থাকবে না। সমগ্র রাষ্ট্রে একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরের পরিচালনায় চলবে। রাষ্ট্রে বাণিজ্য-জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। অসাম্য-মূলক কোন প্রতিযোগিতা যাতে না হয় সেজন্য বিভিন্ন ট্রাষ্ট গড়ে তোলা হবে। এইভাবে দেশের সম্পদ ও পণ্য শুধু বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনীদের আয়ত্তে থাকবে। 'ফ্যাসিবাদ'কে চূড়ান্ত ধনিকতন্ত্রের রূপ বলা যেতে পারে—শুধু মাত্র সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অটুট রেখে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা হয়। ফ্যাসিজ্‌মের একটা কর্ম্মপন্থা হচ্ছে, দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে 'যুদ্ধ যে এক মহান্‌ জিনিষ' সেইটে বদ্ধমূল করে দেওয়া—অর্থাৎ শান্তির চেয়ে সংগ্রামকেই যেন তারা ভালবাসে। ইতালীতে ছোট ছোট ছেলেদের তাই খেলার মধ্যে দিয়েও যুদ্ধ শেখান হয়। ফ্যাসিজ্‌ম কথাটার উৎপত্তি হচ্ছে প্রাচীন রোমের ম্যাজিষ্ট্রেটদের সামনে "Faces" বলে যে কর্ত্তৃত্বের প্রতীক রাখা হোত তার থেকেই। 'ফ্যাসিজ্‌ম্‌' জগতের শান্তিধর্ম্মী মনীষীরা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কারণ তাঁদের মতে এই মতবাদ বিশ্বমানবের অকল্যাণই ডেকে আনবে।

নাৎসীবাদ বা নাজীইজ্‌ম্‌ (Nazism) কি ?

নাজী বা নাৎসীবাদ হচ্ছে জার্ম্মানীর জাতি গড়ার বর্ত্তমান নীতির নাম; এটা ইংরাজী ন্যাশন্যাল সোস্যালিষ্ট (National Socialist)

বা Nazi কথার থেকে উৎপত্তি। হিটলারই এই নীতির নামকরণ করে ১৯৩৩ সালে এই নতুন দল গড়েছেন। নাৎসীবাদ বা ফ্যাসিষ্ট নীতিতে খুব তফাৎ নেই, কারণ দুটো নীতিরই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মানী ও ইতালী এই দুই দেশকে বল্‌শেভিজ্‌মের প্রভাবমুক্ত করে রাখা। এবং সমস্ত রাষ্ট্রে একনায়কত্ব ও একটি মাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা।

বল্‌শেভিক্‌বাদ বা বল্‌শেভিজ্‌ম্ (Bolshevism) কি ?

বল্‌শেভিকবাদ হচ্ছে রুশ সমাজতন্ত্রী দলের চরমপন্থী শাখা, বল্‌শেভিক অথবা বল্‌শেভিস্ট্‌স্ দলের নীতি এবং কার্য্য-পদ্ধতির নাম। ১৯০৩ রুশ সমাজতন্ত্রী (Socialist) দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের নাম হয় 'বল্‌শেভিকী' (Bolsheviki) এই দলের নেতা হন 'লেনিন' (Lenin) ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলটির নাম হয় 'মেন্‌শেভিকী' (Mensheviki) এই দলের নেতা হন মার্‌টভ (Martov)। রুশ ভাষায় 'বল্‌শেভিক' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বৃহত্তর' আর মেন্‌শেভিক কথার মানে হচ্ছে 'ক্ষুদ্রতর'। গত মহাযুদ্ধের সময় রুশিয়ায় এই বল্‌শেভিকরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের নীতি অনুযায়ী লেনিন ও ট্রট্‌স্কীর নেতৃত্বাধীনে নতুন শাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে।

'বয়্‌কট' (Boycott) কথাটি কোথা থেকে এসেছে ?

বয়্‌কট কথাটির বর্ত্তমান মানে হচ্ছে বর্জ্জন করা। কথাটির উৎপত্তি হয় মেয়ো কাউন্টির লর্ড এর্ণের এজেন্ট, ক্যাপ্টেন চার্লস বয়কটের নাম থেকে। সেকালে এই ক্যাপ্টেন বয়কটকে তার দেশের লোক কোন অপরাধে একঘরে করে। তার ঘরবাড়ী শস্য সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাকে সমাজের বার করে দেওয়া হয়। সেই থেকেই ঐ কথাটির উৎপত্তি এবং ওটার ব্যবহার হচ্ছে ১৮৮০ সাল থেকে।

প্যাসিফিজ ম (Pacifism) কি ?

পৃথিবীতে যাতে যুদ্ধ সংঘটিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে এক মতবাদ গড়ে তোলা হয়—এই মতবাদের নাম 'প্যাসিফিজ্‌ম' বা শান্তিবাদ। কিন্তু এই মতবাদ কার্য্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি।

'কম্যুনিজ্‌ম্' (Communism) কি ?

কম্যুনিজ্‌ম (Communism) কথাটির উৎপত্তি হচ্ছে—১৮৭১ সালে প্যারিসে Commune নামে যে সঙ্ঘ গড়ে তার নাম থেকেই। 'কম্যুনিজ্‌ম্' হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মতবাদ—বাঙলাতে যার নাম সাম্যবাদ। এর লক্ষ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ-সাধন। সম্পত্তি-মাত্রেরই যাবতীয় স্বত্ব হবে রাষ্ট্রের অর্থাৎ যা কিছু সম্পত্তি তাতে সমস্ত 'কম্যুনিটি' বা জনগণের সমান দাবী থাকবে। এই প্রথায় দেশের সমস্ত উপাদান নিয়ন্ত্রণ করবার ও বাণিজ্য-জাত পণ্য সমানভাবে বণ্টনের একমাত্র অধিকার থাকবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের। এমনকি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির নিজের শ্রমকেও নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার থাকবে না। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তাকে সেই কাজে লাগানো হবে এবং তার যতটুকু দরকার ততটুকু পারিশ্রমিক পাবে। অর্থাৎ একে অপরের শ্রমের অপব্যবহার করে বা কেউ টাকা জমিয়ে বড়লোক হতে পারবে না, বা কেউ গরীবও হয়ে পড়বে না। এই মতবাদকে কার্য্যকরী করে তুলেছে রাশিয়ার জনগণ। এবং রাশিয়ায় এই 'কম্যুনিষ্ট' দলই একমাত্র আইনসঙ্গত রাজনৈতিক দল। অন্য কোনও রাজনৈতিক দল সেখানে গড়ে উঠতে পারে না। এদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য যাঁরা নন—তাঁদের অ-দলীয় নাগরিক বলা হয়। এই লোভনীয় মতবাদের দোহাই দিয়ে বহু দেশের নিজস্ব জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টাও চলেছে।

"ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট" কাকে বলে ?

এটি হচ্ছে এমন একটি শাসন-প্রথার নাম, যেখানে রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা আইনসংগতভাবে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট (National Government) ও বিভিন্ন স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের (Local Government) মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে দেওয়া হয়।

'মন্‌রো' নীতি (Monroe Doctrine) কি ?

১৮২৩ খৃঃ অব্দে ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের পঞ্চম সভাপতি জেম্‌স্ মন্‌রো মন্‌রো নীতি ঘোষণা করেন, তার উদ্দেশ্য এই যে,—দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির উপর ইউরোপের কোন বড় শক্তি যেন কোন প্রভাব বা প্রভুত্ব বিস্তার করতে না পারে।

'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' (Dominion Status) কি ?

বাঙলায় বলা চলে স্বরাষ্ট্রিক মর্য্যাদা—বিশেষ করে বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 'আয়ার' (Eire) যে রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা ভোগ করে তারই অনুরূপ মর্য্যাদা বোঝায়। এই ডোমিনিয়নগুলি বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে হলেও একে অপরের অধীন নয়—সবগুলিই সমান মর্য্যাদা পায় এবং এই সমস্ত রাষ্ট্রের নিজ দেশের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে—কেবলমাত্র তাদের শুধু নামে মাত্র বৃটেনের রাজার আনুগত্য স্বীকার করতে হয়।

কু-ক্লুক্স ক্ল্যান (Ku-Klux-Klan) কি ?

এটি আমেরিকার একটি গুপ্ত সমিতির নাম। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে টেনেসীর অন্তর্গত 'পুলাস্কী'তে (Pulaski) প্রথম গড়ে ওঠে। প্রথম এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল, পরে নিগ্রোদের দমন করে শ্বেতাঙ্গদের

আধিপত্য ও আমেরিকান জাতির পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্রত গ্রহণ করে। এই ব্রতের দোহাই দিয়ে এরা নানা অনাচার ও অত্যাচার শুরু করে। ১৮৭১ সালের ২০শে এপ্রিল আমেরিকার কংগ্রেস 'ফোর্স বিল' প্রণয়ন করে এই দলকে লুপ্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পরেও গোপনে এদের কাজ চলতে থাকে। বর্ত্তমানে এদের কার্য্যপদ্ধতি অনেক বদলে গেছে।

'সোকল' (Sokol) কি ?

চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিকামী এক দলের নাম 'সোকল'। এই দলের সভাকে ও প্রতিটি সভ্যকে 'সোকল' আখ্যা দেওয়া হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার যুবক ও ছাত্ররা এই সঙ্ঘের সভ্য হয়ে সঙ্ঘ গড়ে জাতির স্বাস্থ্য ও সুশিক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এদের শারীরিক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন—সারা জগতের বিস্ময়বস্তু। অস্ট্রিয়ার হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এই 'সোকল' আন্দোলন গড়ে ওঠে।

রাশিয়াকে U. S. S. R. বলা হয় কেন ?

U. S. S. R. হচ্ছে—ইউনিয়ন অফ্ সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক (Union of Soviet Socialist Republic) কথাটির সংক্ষিপ্ত চেহারা। রুশিয়ার ১৬টি কনস্টিট্যুয়েণ্ট স্টেট বা রিপাব্লিক্ মিলিত হয়ে এই ইউনিয়ন গড়েছে বলে U. S. S. R. বলতে সমগ্র রাশিয়াকে বোঝায়।

'নিহিলিষ্ট' (Nihilist) কাদের বলা হয় ?

যারা 'নিহিলিজ্‌ম্' (Nihilism) মতবাদের সমর্থক। রুশিয়ার একটি প্রাচীন বিপ্লবীদল এই মতবাদের প্রচার করে—যারা কোন শাসন কর্ত্তার

অস্তিত্বতে বিশ্বাস করতো না—এবং সমস্ত নীতিকেই সন্দেহের চোখে দেখতো।

'কুও-মিন-টাং' (Kuo-Min-Tang) কি ?

এটি হচ্ছে ডাঃ সান্-ইয়াট্ সেনের প্রবর্ত্তিত চীনা জাতীয় দলের নাম। এরাই চীনের জাগরণের সূত্রপাত করে।

'ফ্যালাঞ্জি' (Falange) কাদের বলা হয় ?

স্পেনের ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দলকে 'ফ্যালাঞ্জী' বলা হয়।

'ওয়াফ্‌দ্' (Wafd) কাদের বলা হয় ?

জগলুলপাশা গঠিত মিশরের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতীয়দলকে Wafd বলা হয়। এই দলই মিশরকে বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রবল আন্দোলন করেন।

'রেসিস্‌ট্‌স্' (Rescists)—কাদের বলা হয় ?

বেলজিয়ামের একটি রাজনৈতিক দল—এই দল ১৯৩৭ সালে লিওন দেগ্রেলের (Leon Degrelle) নেতৃত্বে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে।

ডিসেম্বি্‌স্ট্‌স্ (Decembrists) কাদের বলা হয় ?

এটি একটি বিপ্লবী দলের নাম—যারা ছোট ছোট দল বেঁধে প্রথম জার আলেকজাণ্ডারের (Tsar Alexender I of Russia) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যারা ১৮২৫ খৃঃঅব্দের ১৪ই ডিসেম্বর সেণ্ট পিটার্স বার্গে সামরিক বিপ্লবের সূচনা করে। তাই এই বিপ্লবী দলের নাম হয়েছিল 'ডিসেম্বি্‌স্ট্‌স'। এই দলে নাকি জারের সৈন্যবাহিনী ও রথীদলের নেতারা ও প্রতাপশালী রাজপুরুষেরা কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন।

রুশিয়ার শাসন পরিষদ কি ভাবে গঠিত ?

১৯৩৮ সাল থেকে রুশিয়ায় পার্লামেণ্টের ধরণে এক রাষ্ট্র-সভা গঠিত হয়েছে—এর নাম হলো সুপ্রীম কাউন্সিল—এই শাসন-সভার অধিবেশন হয় ক্রেমলিন প্রাসাদে। এই শাসন সভা দুটি পরিষদ নিয়ে গঠিত। এই পরিষদের একটির নাম হচ্ছে 'ইউনিয়ন কাউন্সিল' (The Union Council) অপরটিকে বলা হয় 'কাউন্সিল অব্ ন্যাশনালিষ্টস্' (The Council of Nationalists). ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা U. S. S. R.-এর নাগরিকদের মধ্যে থেকে প্রতি ৩ লক্ষ লোকে একজন, এই হারে নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন এবং কাউন্সিল অফ ন্যাশনালিটিস্ গঠিত হয় প্রত্যেকে ইউনিয়নের থেকে দশজন ও প্রত্যেক 'অটোনমাস' এলাকা থেকে পাঁচজন করে প্রতিনিধি নিয়ে—এদের বলা হয় 'ডেপুটি'। রুশিয়ার সাধারণ মন্ত্রণা পরিষদকে বলা হয় 'কাউন্সিল অফ্ পিপ্‌ল্‌স কমিশার্‌স্'। এই মন্ত্রীসভায় বর্ত্তমানে ৩৪ জন 'কমিশারিয়েট' আছেন আবার এঁদের মধ্য থেকে ৯ জনকে নিয়ে 'পোলিব্যুরো' (Poliburau) বা আসল মন্ত্রী-সভা গঠিত হয়েছে। এঁরাই ষ্ট্যালিনের অধিনায়কতায় রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন।

রাজনীতিতে 'বামপন্থী' (Leftists) কথাটির তাৎপর্য্য কি ?

রাজনীতিতে 'বামপন্থী' তাদেরই বলা হয়—যারা প্রচলিত নীতি বা ধারার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন চায়। এদের বিপক্ষদলকে রক্ষণশীল বা 'দক্ষিণপন্থী' (Rightists) বলা হয়। এই দুটি কথার উৎপত্তি হয় ১৭৯১ সালের ফ্রান্সের ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শনের সভা থেকে। যখন দুটি পরস্পর বিরোধী দল যথাক্রমে প্রেসিডেণ্টের দক্ষিণ ও বামদিকে আসন গ্রহণ করতো; সংরক্ষণশীল দল প্রেসিডেণ্টের ডান দিকে বসতো—ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বসতো বাঁ দিকে। সেই থেকেই এই ব্যবস্থা

বহু শাসন পরিষদে চলে আসছে—এবং ঐ দুটি কথাও প্রচলিত হয়েছে।

পঞ্চম বাহিনী বা ফিফ্‌থ কলাম্ (Fifth Column) কি ?

ফিফ্‌থ কলাম (Fifth Column) হচ্ছে তারাই, যারা গুপ্তভাবে স্বদেশের শত্রুর কাজের সহায়তা করে। এই কথাটির প্রথম উৎপত্তি স্পেনের মত অসামরিক বিপ্লব থেকে—যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কো রিপাব্‌লিক্যান দলকে চারটি বাহিনী নিয়ে আক্রমন করেন—তখন তিনি অপর এক দল লোককে নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন যাদের কাজই ছিল শুধু গোপনে গোপনে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ও রিপাব্‌লিক্যান দলের মধ্যে ভাঙন ধরানো।

'সোভিয়েট' (Soviet) কথাটির মানে কি ?

'সোভিয়েট' হচ্ছে রুশ্ ভাষার একটা কথা, যার মানে হচ্ছে একটা 'কাউন্সিল' বা 'মণ্ডলী'। এই 'সোভিয়েট' সভার প্রথম জন্ম হয় ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের সময়ে।

জগতের সবচেয়ে বলশালী 'কমিউনিষ্ট' দল কোথায় আছে ?

জগতের সবচেয়ে বলশালী কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠেছে রাশিয়ায়। এই দলে প্রধান লক্ষ্য ধনিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ঘুচিয়ে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

'কণ্ডোমিনিয়াম' (Condominium) কি ?

এটি হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা গবর্ণমেণ্টের নাম যেখানে একাধিক রাষ্ট্র এক হয়ে একটি রাজ্য চালনা করেন। এই রকম রাজ্য হচ্ছে 'সুদান' (Sudan)—এটি বৃটিশ ও মিশর গবর্ণমেণ্টের মিলিত শক্তিতে পরিচালিত হয়।

অ্যান্টি-কোমিণ্টার্ণ চুক্তি (Anti-Comintern Pact) কি ?

১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বর জার্ম্মাণী ও জাপানের মধ্যে যে রাজনৈতিক চুক্তিপত্র বা প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় এটি তারই নাম—এই চুক্তিপত্রে ১৯৩৭ সালে ইতালীও স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে এটাই ঠিক হয় যে তারা পরস্পরকে 'কোমিণ্টার্ণ' বা কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জানাবে—এবং একে অন্যকে কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতায় সাহায্য করবে। কিন্তু রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে 'রাইখ্-সোভিয়েট প্যাক্ট' বা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এর আর কোন মূল্য নেই।

'কোমিণ্টার্ণ' (Comintern) কি ?

'কোমিণ্টার্ণ' শব্দটি Communist International শব্দটির সংক্ষিপ্ত চেহারা। পৃথিবীব্যাপী কমিউনিষ্টদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এই সভাটির প্রধান কেন্দ্র হল রুশিয়ার মস্কো শহরে।

'ইম্‌পীচ্‌মেণ্ট' (Impeachment) কি ?

এটি হচ্ছে হাউস অফ্ লর্ড্‌সের সামনে যখন গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণ কোনও অপরাধীকে বিচারের জন্য হাজির করে। এই বিচার ব্যবস্থা বর্ত্তমানে বড় একটা দেখা যায় না। শেষ উল্লেখযোগ্য 'ইম্‌পীচ্‌মেণ্ট' বা এই ধরণের বিচার হয়েছিল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অপরাধের ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেল্‌ভিল্-এর অপরাধের। এই ব্যাপারে হাউস অফ্ কমন্সের প্রতিনিধিরা অভিযোগ গঠন করে—এবং হাউস অফ্ লর্ড্‌স তার বিচার করেন।

'শিন্ ফিন্' (Sinn Fein) আন্দোলন কি ?

Sinn Fein শব্দটি হচ্ছে আইরিশ শব্দ যার মানে হচ্ছে 'কেবল আমাদের জন্যেই'—এই আন্দোলন ১৯০৫ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে শুরু হয়।

এর উদ্দেশ্য ছিল আইরিশদের জীবনধারা থেকে যা কিছু ইংরাজী প্রথা ও পদ্ধতি সমস্ত হঠিয়ে দেওয়া। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আইরিশ ভাষার চলন করা, আয়ার্ল্যাণ্ডের বাজার থেকে ইংল্যাণ্ডের তৈরী সমস্ত পণ্যকে দূর করে দেওয়া। এই আন্দোলনের সময় উৎসব উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের রাজার স্বাস্থ্য কামনা করার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার প্রথা বন্ধ করা হয়। এই আন্দোলনের ফলেই গত মহাযুদ্ধের পর স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড বা 'আয়ার' এর সৃষ্টি সম্ভব হয়।

কেলগ্ চুক্তি (Kellogg Pact) কি ?

এটি হচ্ছে একটি চুক্তিপত্র—১৯২৮ সালে যেটিতে যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক নীতির অস্ত্র হিসাবে অস্বীকার করে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য-নীতির প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি ও যুদ্ধকে অস্বীকার করার প্রস্তাব প্রথম করেন ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী মঁসিয়ে ব্রিয়াণ্ড ও আমেরিকান কুটনীতিজ্ঞ ফ্রাঙ্ক বিলিংস কেলগ্। কেলগের নামানুসারেই এই চুক্তির নাম 'কেলগ্ প্যাক্ট' হয়। ১৯২৮ সালের অগাস্ট মাসে প্যারিস শহরে এই চুক্তি পত্রে পনেরটি জাতির প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন—তার মধ্যে কেলগ্ ও তাঁর স্বজাতির পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত হয়ে এই চুক্তিপত্রে সই করেন। এর পরে সবশুদ্ধ ৫৬টি জাতির প্রতিনিধি এই চুক্তিপত্রে সই করেন এবং এর ফলে গোড়ার দিকে সমস্ত জাতির মধ্যেই বেশ সদ্ভাব দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে এ চুক্তির সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হলো—জাপান চুক্তির সর্ত্তকে অস্বীকার করে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে—আর ইতালীও আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে। এই চুক্তিপত্রের উদ্যোগী এই দুটি প্রধান জাতি সর্ত্ত ভঙ্গ করায় এই চুক্তিপত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

'রেফারেণ্ডাম্' (Referendum) কি ?

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পথ নির্দ্ধারণ করার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে সরাসরি ভোট নেওয়ার যে প্রথা সুইজারল্যাণ্ডে প্রচলিত আছে তাকেই বলা হয় 'রেফারেণ্ডাম'। এই ভোট প্রথায় সেখানে খুব সন্তোষজনক ভাবে কাজ চলে। কিন্তু যে দেশে বিপুল জনসংখ্যা সে দেশে এই প্রথা নাকি অচল। আমেরিকাতেও কোনও কোনও স্টেটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে—এই 'রেফারেণ্ডাম' প্রথায় ভোট গণনার ব্যবস্থা চলিত আছে।

ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা

শিণ্টোইজ্‌ম্‌ (Shintoism) কি ?

'শিণ্টোইজ্‌ম্‌' প্রাচীন কালের জাপানের জাতীয় ধর্ম্মনীতি—এর আদর্শ মূলতঃ জাপানের বিভিন্ন উপজাতির পূর্ব্বপুরুষ ও বীরদের পূজা, কিন্তু এই ধর্ম্মের দেবতা হিসাবে প্রকৃতি—যেমন সূর্য্য, পৃথিবী, অগ্নি এবং মানব সমাজের জীবনযাত্রা প্রণালীর অধিপতিরা যেমন খাদ্যদেবী; অথবা মানবধর্ম্মের গুণগুলি যেমন কায়িক পুষ্টি, মানসিক পুষ্টি প্রভৃতির উপাসনাও চলিত আছে। এই ধর্ম্মে প্রধান দেবতা 'আমাতেরাসু' সূর্য্যপত্নী। জাপানের সম্রাটকে তাঁর অংশ থেকেই উদ্ভূত হিসাবে ধরা হয়, এবং তাঁকে অবতার বলে গণ্য করা হয়। এই ধর্ম্মের কোন প্রতিমা নেই—তবে বিশ্বাস করা হয় যে, এই সব দেবতার আত্মারা সেই সমস্ত মন্দিরে বর্ত্তমান যেখানে প্রাচীন বীর বা বীরাঙ্গনাদের স্মৃতি আছে, এই ধর্ম্মের প্রধান অনুজ্ঞা হচ্ছে 'রাজানুগত্য'—অর্থাৎ রাজার অনুগত থাকতেই হবে।

'আর্য্যসমাজ' কি ? এই সমাজের আদর্শ কি ?

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই শহরে এই ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজের সভ্যরা একেশ্বরবাদী, পৌত্তলিকতা মানেন না, ও জাতিভেদ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু বেদের অনুশাসন, বেদের ক্রিয়া কর্ম্ম, ও অহিংস যাগ-যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আস্থা রাখেন। এঁদের মতে 'শুদ্ধি' দ্বারা অপর ধর্ম্মের লোককে আর্য্য করা যায়। এই সমাজ এইভাবে বহু লক্ষ পতিত ও বিভ্রান্ত হিন্দুকে 'শুদ্ধ' করে স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে এনেছেন। হরিদ্বার গুরুকুলে ১৯০২ সালে এই সমাজ এক আশ্রম ও

বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। এই সমাজের প্রধান আদর্শ হচ্ছে সংস্কারমুক্ত আদর্শ হিন্দু-সংগঠন।

ওয়াক্‌ফ্ (Wakf) কি ?

মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মকার্য্য করবার জন্য—বহু ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তাঁদের সম্পত্তি দান করে গেছেন। এই সমস্ত সম্পত্তিকে 'ওয়াক্‌ফ্' স্টেট বলে—এই 'ওয়াক্‌ফ্' স্টেট বা সম্পত্তিগুলি তদারক করার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্ট একটি আইন করে এক বিভাগ খুলেছেন। এই বিভাগের কর্ত্তা হিসাবে একজন 'রিসিভার' নিযুক্ত হন, তিনিই সমস্ত বিলি ব্যবস্থা করেন।

'কন্‌ভেণ্ট' (Convent) ও 'মোনাষ্ট্রী' (Monastery) বলতে কি বোঝায় ?

ঐ দুটি শব্দই ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মঠকে বোঝায়—'কন্‌ভেণ্ট' বলতে সন্ন্যাসিনীদের মঠ, আর 'মোনাষ্ট্রী' বলতে সন্ন্যাসীদের মঠ বোঝায়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা যেসব বিদ্যালয় পরিচালনা করেন—সেগুলিকেও 'কন্‌ভেণ্ট' বলা হয়।

'হিন্দু-মেলা' কি ?

খৃষ্টীয় ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়টাতে নবগোপাল মিত্র বলে এক যুবক এই 'হিন্দুমেলা' দল গড়ে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি বালক ও যুবকদের শরীরচর্চ্চা ও ব্যায়ামাদির জন্য বিভিন্ন যায়গায় আখড়া গড়ে তোলেন—ও দেশের শিল্পের উন্নতির নানা চেষ্টা করেন। 'হিন্দুমেলা' প্রদর্শনীতে স্বদেশী পণ্যদ্রব্য দেখানো হত, ব্যায়ামাদির প্রতিযোগিতা হত ও জাতীয়তার সাড়া জাগায় এমন সমস্ত গান ও বক্তৃতা হতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা'র একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—রবীন্দ্রনাথও ছোটবেলাতে

এই 'হিন্দুমেলা' থেকে তাঁর জীবনের প্রেরণা পান—একথা কেউ কেউ বলেন। তবে এদেশের লোকের সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির অভাবে এই 'হিন্দুমেলা'র উদ্দেশ্য সফল হতে পারেনি।

'দালাই লামা' ও 'তাশি লামা' কে ?

এই দুটিই তিব্বতের দুটি বিভিন্ন ধর্ম্মগুরুর নাম। তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু ও রাজ্যগুরু হচ্ছেন 'দালাই লামা' ইনি 'লাসা' মহানগরীর 'পোডল' প্রাসাদে বাস করেন। এঁরই প্রায় সমতুল্য হচ্ছেন 'তাশি লামা'—তিনি থাকেন 'তাসিলুন্‌সো' বিহারে। দালাই লামার চেয়ে এঁর সম্পত্তি কম। ১৯০৪ সালে বৃটিশ অভিযানের পর দালাই লামার অনুপস্থিতিকালে ইনিই ছিলেন অন্যান্য 'লামাদের' গুরু।

'খাল্‌সা সম্প্রদায় কি ? কি ভাবে গড়ে ওঠে ?

শিখদের মধ্যে নানক যে ধর্ম্মসাধনা প্রচার করেন—তা লোকে মেনে নিয়েছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যকে ভুলতে পারেনি। উচ্চবর্ণই সমাজে প্রাধান্য পেত। গুরু গোবিন্দ সিংহ এসব দেখে ঘোষণা করলেন যে, সকল শিখ সমান, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই 'শিখ' হতে পারে। গুরুর এই ঘোষণাকে মেনে নিয়ে সেকালের শিখরা 'পান্থল' বলে এক উৎসব করে জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলে। গুরুজী ভেদবুদ্ধি ভুলে 'খাল্‌সা' বা মন পবিত্র করবার উপদেশ দিলেন। গুরুজী ঘোষণা করলেন শিখরা কেউ উপবীত রাখতে পারবে না—তাদের মধ্যে জাতিগত ও ব্যবসায়গত কোনও পার্থক্য থাকবে না—সকলের উপাধি হবে 'সিংহ', প্রত্যেক 'খাল্‌সা' শিখকে কৃপাণ নিতে হবে, লোহার বালা পরতে হবে—চুলদাড়ী রাখতে হবে ও 'কচ্ছ' বা ছোট পায়জামা পরতে হবে—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। এর ফলে 'খাল্‌সা' সম্প্রদায় এক শক্তিশালী যোদ্ধা-জাতিতে পরিণত হলো।

'খোদা-ই-খিদ্‌মৎ‌গার' সমাজ কি ?

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মী আবদুল গফুর খাঁ 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' দল নামে সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে এক অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছেন। 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' কথাটির অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের চাকর বা আজ্ঞাবহ। গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল এই দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন—এখন সে আদেশ 'রদ' করা হয়েছে।

'গ্রন্থ সাহেব' কি ?

এটি হচ্ছে শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রথম গুরু নানক প্রভৃতি গুরুদের উপদেশ ও সঙ্গীতাদি সংগৃহীত হয়, পরে তেগ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিংহের উপদেশও যোগ করা হয়: কবীর, নামদেব, মীরাবাঈ, রামানন্দ, জয়দেব প্রভৃতি ১৯ জন সাধক ভক্তের উপদেশও এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থটি অমৃতসরে শিখ 'গুরুদ্বার' স্বর্ণমন্দিরে রাখা আছে, এটি সেখানে পূজা পায়, কারণ শিখদের কোন দেবদেবী নেই। এই গ্রন্থটি সর্ব্বদা পড়া হয়—একজনের পর আর একজন এসে দিনরাত এই পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই পাঠকে বলা হয় 'অখণ্ড পাঠ'।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' কবে কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল ?

১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবক মিলে কলিকাতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য এই সভা গড়ে তোলেন। ১৮৪৩ সাল থেকে এই সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক —পরের যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সভা গঠনের ফলে দেশে নূতন চিন্তাধারার জন্ম হয় যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'অনুশীলন সমিতি' কি ?

১৯০৪ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শুরু হয়, তখনই ঋষি অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বাঙলার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলেন। এই সমিতির সভ্যদের প্রধান কাজ ছিল লাঠি খেলা, ব্যায়াম, জুজুৎসু প্রভৃতি শরীর চর্চ্চা, গীতাপাঠ, ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল—ঢাকার নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ লাঠি খেলোয়াড় পুলিনবিহারী দাস। এই সমিতির সভ্য হতে হলে নানারকম প্রতিজ্ঞা করতে হতো। এই সমিতির শক্তির প্রভাব সেকালের যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, এই সব সমিতির যুবকরা নাকি বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হয়—এবং সেই অপরাধে গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন।

'খাক্‌সার' দল কি ?

১৯৩২ খৃঃ অব্দে আল্লামা ইনায়েতুল্লা মাশরেকী 'খাক্‌সার' নাম দিয়ে এক সমাজ গড়েন। এই সমাজের উদ্দেশ্য হজরৎ মোহাম্মদ কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার ও মুসলিম ধর্ম্মে যে সমস্ত কুসংস্কার ও গোঁড়ামী প্রবেশ করেছে সেগুলিকে দূর করে বর্ত্তমান মুসলিম জাতিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করা। 'খাক্‌সার' দল তিন শ্রেণীতে ভাগ করা—(১) জাঁবায (২) জানিসারী (৩) গায়র জাবায। এ ছাড়া একদল সাধারণ সভ্যও আছে। খাক্‌সাররা সৈনিকদের মত পোশাক পরে ও হাতে একটি করে 'বেল্‌চা' বা খোন্তা বহন করে। বর্ত্তমানে এই খাক্‌সার আন্দোলনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

'আবেস্তা' কি ?

প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'আবেস্তা'—কেউ কেউ 'জেন্দ আবেস্তা' বলেন। 'জেন্দ' মানে প্রাচীন ভাষা। সাধারণের বিশ্বাস 'আবেস্তা'র একখানি মাত্র গ্রন্থ ছিল—সেটি আলেকজান্দারের পারস্য আক্রমণের সময় নষ্ট হয়ে যায়।

'খিলাফৎ' আন্দোলন কি ?

মহাযুদ্ধে তুরস্ক হেরে যাওয়ার পর সন্ধির সর্ত্তানুসারে তুরস্কের সুলতান গুরফে ইস্‌লামের খলিফা বা ধর্ম্মগুরুর সম্মান বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে এই অজুহাতে খলিফার হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯২০ খৃঃ অব্দে এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়—এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত।

'অসহযোগ আন্দোলন' (Non-Co-operation Movement) কি ?

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশেষ অঙ্গ। ভারতে বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা দমন করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ্চ 'রৌলট এক্ট' (Rowlatt Act) পাশ করেন। এই বিধি বা এক্টের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই 'অহিংস আন্দোলনের' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে ঠিক হয় যে গবর্ণমেণ্টকে কোনও বিষয়ে কোন রকম সহযোগিতা না দিয়ে—গবর্ণমেণ্টকে অকেজো করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এই সব কর্ম্মপন্থা বা উপায় ঠিক করা হয়। সরকারী খেতাব, ও অবৈতনিক সরকারী কার্য্য ত্যাগ ; সরকারী ভোজ, দরবার প্রভৃতিতে যোগ না দেওয়া ; সরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা ও জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা ; উকিল মোক্তারদের সরকারী আদালত

ত্যাগ ও সালিশী কোর্ট স্থাপন; সামরিক কাজকর্ম্ম ও সরকারী অফিসের কেরাণীগিরী ত্যাগ। এই আন্দোলন ঐ সময়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করে ও গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হয়ে পড়েন, কিন্তু নানা কারণে এই আন্দোলন বেশীদিন শক্তিশালী থাকতে পারেনি।

'আইন অমান্য আন্দোলন' (Civil Disobedience Movement) কি?

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালে বিলাতে 'গোল টেবিল' বৈঠক বসবার প্রস্তাব হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মিঃ জিন্না, ভি-জে-প্যাটেল, ও তেজবাহাদুর সপ্রু তখনকার বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করেন ও লাট সাহেবের কাছে এই প্রতিশ্রুতি চান যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতকে 'ডোমিনিয়নের' মর্য্যাদা বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে। বড়লাট সে-রকম কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা জানান। ঠিক তারপরেই লাহোর কংগ্রেসে ঠিক হলো যে, কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে না—দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবে। প্রথমে লবণ আইন ভেঙে এই আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ১১ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী সদলবলে সবরমতী থেকে ২৫৮ মাইল পথ হেঁটে ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে যাত্রা করলেন—৬ই এপ্রিল সমুদ্রের তীরে গবর্ণমেণ্টের লবণ তৈরীর নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করে লবণ তৈরী করলেন। ঐ দিন ভারতের নানা জায়গায় ঐ ভাবে আইন ভেঙে লবণ তৈরী হয়। এই সময় বাঙলাদেশে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' আইন আবার জারী করা হলো - বহু যুবককে বিনা বিচারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আটক করলেন—সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্য 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' জারী হলো। ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীন করা হলো। ১৯৩০ সালে এই আন্দোলনে যোগ

দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ৫০০৪৯ জনের শাস্তি হয়। ১৯৩১ সালে বিলাতে প্রথম 'গোলটেবিল বৈঠক' বসলো—লর্ড আরুউইন কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করলেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি হবার পর এই 'আইন অমান্য' আন্দোলন রদ করা হয়।

'ট্রেড-ইউনিয়ন' (Trade-Union) কি ?

শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে মিলনকেন্দ্র বা সভা গড়ে তোলে তাকেই 'ট্রেড-ইউনিয়ন' বলা হয়। 'ট্রেড ইউনিয়ন'কে সাধারণভাবে মালিকরা সর্ব্বত্র স্বীকার করে নেন। এর সূত্রপাত ১৯০০ শতকে—তখন থেকেই কল-কারখানার শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগে মজুরদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা বে-আইনী ছিল। এর পরে কমিউনিস্ট সমাজের প্রবর্ত্তক কার্ল মার্কস (Karl Marx) প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে জাগরণ ঘটে ও আত্মকর্তৃত্বের চেষ্টা দেখা দেয়; তার ফলে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সম্ভব হয়। ট্রেড-ইউনিয়নের প্রত্যেক সদস্যকে তার মাইনের টাকা থেকে কিছু টাকা কেটে চাঁদা দিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে এই 'ট্রেড-ইউনিয়ন' ছড়িয়ে পড়েছে। এই 'ট্রেড-ইউনিয়ন'-গুলি রেজিষ্টারী করা প্রতিষ্ঠান। 'ট্রেড-ইউনিয়ন' গড়ে ওঠার ফলে শ্রমিকরা মালিকদের কাছ থেকে অনেক সুখ-সুবিধা আদায় করতে পারছে।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ কি ? তাতে কি আছে ?

বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা—সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম। এবং এই এক একটি ভাগের গ্রন্থগুলি যে এক একটি পিটক বা পেটিকায় রাখা হতো সে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' নামে বিখ্যাত। 'সুত্ত' পিটকে বুদ্ধদেব গল্পের ছলে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়েছেন, 'বিনয়'

পিটকে তিনি শীলাদি শিখিয়েছেন। আর 'অভিধম্ম' পিটকে আছে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের কথা। বর্ত্তমানে 'থেরবাদী' বা স্থবিরবাদীদের যে 'ত্রিপিটক' পাওয়া যায় তা পালি ভাষায় লেখা। এই ত্রিপিটক ৮৪০০০ ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত—১১৮৩ পরিচ্ছেদ ও ২৪৬৪০০০ অক্ষর আছে।

'বাইবেল' কি ?

'বাইবেল' বলতে বর্ত্তমানে খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বোঝায়—কিন্তু এটিকে ঠিক একটিমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যায় না। কারণ সমগ্র 'বাইবেল' বলতে ৬৬টি গ্রন্থের সমষ্টি বোঝায়। বাইবেল প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা—একটিকে বলা হয় 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' (Old Testament) অপরটি হচ্ছে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' (New Testament). 'Testament' বলতে বোঝায় 'আপোষ বোঝাপড়া'—অর্থাৎ ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টদের মধ্যে যে বোঝাপড়া চলছে তারই বিবৃতি। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অংশটি হলো প্রধানতঃ একদল ইহুদীদের ধর্ম্মসাহিত্য ও ইতিহাস—এই ইহুদীদল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। প্রাচীন কালের ছোট্ট দেশ প্যালেষ্টাইনের চারিধারে যখন শক্তিশালী জাতিরা সমবেত হয়েছিল—তখন তারা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করতো—কিন্তু 'ইস্রাইল' এই একেশ্বরবাদ বিশ্বাস করতেন এবং কৌশলে সবাইকে একেশ্বরবাদে আস্থাবান করে তোলেন। 'নিউ টেস্টামেণ্ট' অংশটিতে প্রধানতঃ আছে যীশুর জীবনী, তাঁর বাণী ও অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা। এই 'বাইবেল' (ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশ) যীশুর জন্মের বহুপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম হিব্রু ভাষায় রচিত হয়। এবং ১৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরা ইহুদীদের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'কেই খৃষ্টানদের একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলে জানত। বহু পরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান প্রধান সাধুরা যীশুর মৃত্যুর পর গ্রীক ভাষায় এই 'নিউ টেস্টামেণ্ট' সঙ্কলন করতে থাকেন।

'কোর্‌আন্' কি ?

কোর্‌আন হচ্ছে মুসলমানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। এই 'কোর্‌আন'কে 'পবিত্র কোর্‌আন' বলা হয়; কারণ, মুসলমানদের বিশ্বাস ও তাঁদের মতে কোর্‌আন হচ্ছে 'আল্লাহ্'র বা ঈশ্বরের বাণী, এবং স্বর্গীয় দূত জিব্‌রাইল মারফৎ ক্রমাগত ভাবে মানুষের সমাজের কল্যাণের প্রয়োজনে হজরৎ মোহাম্মদের নবী জীবনের ২৩টি বছর ধরে তাঁর প্রতি প্রেরিত। হজরৎ যখন বেঁচেছিলেন—তখনই এই সমস্ত বাণী চামড়া ও অন্যান্য আধারে লিখিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবু-বকর সেই সমস্ত হাতে-লেখা গ্রন্থ—ও যাঁদের কোর্‌আনের বাণী কণ্ঠস্থ ছিল, বা যাঁরা হজরতের সময় কোর্‌আন লিখতেন, তাঁদের সমবেত সাহায্যে সমস্ত বাণীগুলিকে এক করে প্রথম 'কোর্‌আন' লিপিবদ্ধ করান। 'কোর্‌আন' আরবী ভাষায় সুললিত প্রাঞ্জল ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত, ত্রিশ খণ্ডে ও একশত চৌদ্দ অধ্যায়ে ভাগ করা। আরবী সাহিত্য হিসাবেও 'কোর্‌আন' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন 'বাইবেল' এর হাতে লেখা পুঁথি কোথায় কোথায় আছে ?

প্রাচীন বাইবেলের হাতে লেখা পুঁথিগুলিকে—'পেশিটো' (Peshito) বলা হয়। তিনটি প্রাচীন 'বাইবেল' আছে। এগুলি, Vellum পত্রের উপরে লেখা। একটি আছে বৃটিশ মিউজিয়মে—তার নাম 'Codex Smaiticas'—এটি সিরিয়ান ভাষায় লেখা। এটি সবচেয়ে প্রাচীন বাইবেল। অপর দুটি হাতে লেখা প্রাচীন বাইবেলের একটি আছে রোমের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদে—অপরটি আছে রুশিয়াতে।

অষ্টাদশ 'পুরাণের' নাম কি ?

হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ১৮ খানি পুরাণ প্রধান বলে পরিগণিত হয় এবং এই পুরাণের সমষ্টি 'অষ্টাদশ পুরাণ' নামে বিখ্যাত। তবে এ বিষয়েও

মতভেদ আছে (১) ব্রহ্মপুরাণ (২) পদ্মপুরাণ (৩) বিষ্ণুপুরাণ (৪) বায়ুপুরাণ (৫) ভাগবতপুরাণ (৬) নারদীয় পুরাণ (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৮) অগ্নিপুরাণ (৯) ভবিষ্যপুরাণ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (১১) লিঙ্গপুরাণ (১২) বরাহপুরাণ (১৩) স্কন্দপুরাণ (১৪) বামনপুরাণ (১৫) কূর্ম্মপুরাণ (১৬) মৎস্যপুরাণ (১৭) গরুড়পুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

'উপনিষদ্' বলতে কি বোঝায় ?

বেদের পরবর্ত্তী সাহিত্য বা বৈদিক সাহিত্য তিনভাগে ভাগ করা :—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। কোনো কোনো উপনিষদ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকেরই অংশ। উপনিষদগুলি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তর্কপূর্ণ তত্ত্বকথায় পূর্ণ আছে। আসলে উপনিষদগুলি হচ্ছে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ। প্রধান 'উপনিষদ' বলতে ১২ খানি উপনিষদ বোঝায়। ঋগ্বেদীয় উপনিষদ হচ্ছে—(১) ঐতরেয় (২) কৌশীতকী। সামবেদীয় উপনিষদ হচ্ছে—(১) ছান্দোগ্য (২) কেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ হচ্ছে—(১) তৈত্তিরীয় (২) কঠ (৩) শ্বেতাশ্বতর। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ হচ্ছে—(১) বৃহদারণ্যক (২) ঈশ (৩) প্রশ্ন (৪) মৈত্রক (৫) মাণ্ডূক্য।

বাণিজ্য ও অর্থনীতি

দেশের অবস্থা উন্নত হয় তার বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই, সেইজন্য বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন সাধারণের মনে জাগে তারই কয়েকটির জবাব এই অধ্যায়ে দিলাম।

'কোম্পানীর' 'অংশ' বা শেয়ার কি ?

কোন যৌথ-কারবারের (জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর) মূলধনকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করে'—এক একটি ভাগকে শেয়ার (share) বা 'অংশ' হিসাবে বিক্রয় করা হয়। এইভাবে সাধারণের কাছ থেকে টাকা তুলে 'মূলধন' সংগ্রহ করা হয়। 'অংশ' বা শেয়ার যাঁরা কেনেন—তাঁরাই কোম্পানীর অংশীদার বলে গণ্য হন—অর্থাৎ লাভ বা ক্ষতির ভাগ তাঁদেরই প্রাপ্য। প্রত্যেক যৌথ-কারবারের অংশীদারদের বছরে একবার করে সভা হয়, এবং এই সভায় কোম্পানীর আয় ব্যয় লাভ লোকসান অনুযায়ী ঠিক করা হয় অংশীদাররা কি হারে লাভের অংশ পাবেন। এই লাভের অংশকেই 'ডিভিডেণ্ড' বলে।

'আমদানী' ও 'রপ্তানী' কি ?

বিদেশ থেকে মালপত্র নিজের দেশে যখন আনা হয়, তখন বলা হয় 'আমদানী'—বিদেশে মাল পাঠানোকে বলে 'রপ্তানী'।

আমদানী শুল্ক (Customs Duty) কি ?

বিদেশ থেকে যখন কোন মাল কোন দেশে যায়—ঐ দেশের কর্তৃপক্ষ তখন আমদানী মালের উপর বিভিন্ন হারে 'শুল্ক' বা 'কর' ধার্য্য করে

আদায় করেন—এই 'আমদানী শুল্ক' বিভিন্ন জাতীয় পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে ধার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্ক (Bank) কি ?

অনেকের ধারণা এই যে, ব্যাঙ্ক হচ্ছে এমন একটি যায়গা যেখানে টাকা স্তূপাকার করে সিন্দুকে জমিয়ে রাখা হয়। তা ঠিক নয়, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা টাকাগুলি 'ব্যাঙ্কার'রা বিভিন্ন ব্যবসায়ে খাটিয়ে তার সুদ আদায় করে গচ্ছিতকারীদের কিছু ভাগ দেন ব্যাঙ্কের আয় বাড়াবার জন্য ও খরচ চালাবার জন্য কিছুটা রাখেন। ব্যাঙ্কগুলি আসলে টাকার লেন দেনের ব্যবসা করে।

'কর' বা 'ট্যাক্স' (Tax) কি ?

রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের খরচ চালানোর জন্য নানাভাবে 'কর' বা 'ট্যাক্স' (Tax) নেওয়া হয়। এই কর দু'রকম উপায়ে আদায় করা হয়, এক হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপায়ে—অপরটি হচ্ছে পরোক্ষ উপায়ে। প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে ইন্‌কম ট্যাক্স বা আয়কর। অন্য যে সব 'ট্যাক্স' বা 'কর' নেওয়া হয়—সেগুলি সবই প্রায় পরোক্ষ 'কর'—যেমন লবণ-কর (Salt Tax), আমদানী শুল্ক (Customs Duty), দিয়াশালাই, চিনি, মদ, গাঁজা প্রভৃতির উপর আবকারি কর (Excise duty)। এই সমস্ত জিনিসের চড়া দামের ভিতর দিয়ে ক্রেতাই এই কর দেয় অথচ তারা টের পায়না—এইজন্য একে বলা হয় 'পরোক্ষ কর'। এগুলি ছাড়া এ দেশে আরও বহুভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে কর নেওয়া হয়।

জাতীয় ঋণ (National or Public Debt) কি ?

গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের জন্য বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য কোনও কোনও সময় দেনা করতে হয়—এবং সেই ঋণ শোধ করার দায় যদি গবর্ণমেণ্টেরই হয়, তবে তাকেই 'জাতীয় ঋণ' বলে। জাতীয় ঋণের

পরিমাণ যখন কোন দেশে খুব বেশী হয়—তখন সেই দেশে অর্থনৈতিক কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যুদ্ধাদির খরচের জন্য যে 'জাতীয়-ঋণ' গৃহীত হয় তার সমস্যা অত্যন্ত জটিল।

ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board) কি ?

বিদেশ থেকে যে সব মাল আসে বা আমদানী হয় সেই সব মালের উপর কিভাবে ও কি হারে শুল্ক ধরা হবে—তা ঠিক করার জন্য রাষ্ট্রের অধীনে যে সরকারী সভা গঠিত হয় তাকেই 'ট্যারিফ্ বোর্ড' বলে।

ডিবেঞ্চার (Debenture) কি ?

গবর্ণমেণ্ট ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-রত কোম্পানী প্রভৃতি জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে। এই ভাবে ঋণ নেবার সময় ঋণ-গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান যে 'ঋণপত্র' বা 'অঙ্গীকার-পত্র' দেন তাকে বলে 'ডিবেঞ্চার'। কোনও কোম্পানী যখন 'ডিবেঞ্চার' প্রকাশ করেন তখন ঐ কোম্পানীর সম্পত্তি 'ডিবেঞ্চার'রূপে ঋণদাতাদের কাছে বন্ধক থাকে।

ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট্ (Demand Draft) কি ?

ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকা অবিলম্বে কাউকে দেবার দরকার হলে Demand Draft লিখে দিতে হয়। 'ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট' ব্যাঙ্কে উপস্থিত করা মাত্র টাকা দিতে হয়—অর্থাৎ ব্যাঙ্কে সেই পরিমাণ টাকা জমা থাকা চাই-ই চাই।

'তমস্সুক' কি ?

দেন্‌দার বা যে টাকা ধার করে—সে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার সময় যে দলিল লিখে রেজিষ্টারী করে দেয়—সেটাকেই

'তমস্থক' বা 'খত' 'বলে। 'খত্' রেজিষ্টারী করার সময় গবর্ণমেণ্টের স্ট্যাম্প লাগে। অ-রেজিষ্টারী অবস্থায় তিন বছর বলবৎ থাকে।

'হ্যাণ্ডনোট' (Handnote) কি?

'হ্যাণ্ডনোট' এক ধরণের 'তমস্থক' যা সম্পাদন করতে মাত্র ৪ পয়সার রেভিনিউ স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়। হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিলে—তিন বছরের মধ্যে টাকা আদায় করে নিতে হয়—কিম্বা ঐ তিন বছরের মধ্যে আবার নূতন 'হ্যাণ্ডনোট' লিখিয়ে নিতে হয়। তিন বৎসরের মধ্যে 'হ্যাণ্ডনোটে' ধার করা টাকা যদি উশুল না হয়, ও হ্যাণ্ডনোট বা 'তমস্থক' ফিরিয়ে না দেওয়া হয়—তাহলে মহাজন দেনদারের কাছ থেকে আর টাকা পায় না।

'ডিমারেজ' (Demurrage) কি?

রেলে বা জাহাজে মাল পাঠাবার সময় যে রসিদ পাওয়া যায়—তাতে লেখা থাকে ঐ মাল কতদিনে নির্দ্দিষ্ট যায়গায় পৌছুবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে যথাস্থান থেকে ঐ মাল খালাস করা না হয়, তবে ঐ সব মাল, মালগুদামের জায়গা জুড়ে আছে বলে একটি জরিমানা রেল বা স্টীমার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মালের গ্রহীতা বা মালিকের কাছ থেকে আদায় করে—একেই বলে 'ডিমারেজ্' (Demurrage)। আবার ঠিক সময়ে যথাস্থানে মাল না পৌছুলে রেল ও স্টীমার কোম্পানীকেও 'ডিমারেজ' দিতে হয়।

'ইংলিশ পাউণ্ড'কে 'স্টার্লিং' বলা হয় কেন?

বিলেতে পাউণ্ডকে 'স্টার্লিং' বলা হয়; এর কারণ, প্রাচীনকালে 'এস্টারলিংস্' বা স্যাক্সনরা—বৃটিশ বাণিজ্য 'এস্টারলিং' বলে এক রকম

মুদ্রার চলন করেছিল। এই মুদ্রাই ছিল তখন মুদ্রামান বা Standard coin. সেই থেকেই পাউণ্ডকে 'স্টালিং' বলা হয়।

ট্রেড মার্ক (Trade-Mark) কি ?

বাজারে কোনও উৎপন্ন বিক্রয়ের সময় তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য নিজের প্রস্তুত বা আবিষ্কৃত মালপত্রের গায়ে বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ অঙ্কিত করাকে 'ট্রেড-মার্ক' বলে। এই চিহ্ন বা নাম অপর কেউ ব্যবহার করলে দণ্ডনীয় হয়। তবে, এই ট্রেড মার্ক পেটেণ্ট অফিসে যথোপযুক্ত ফী দিয়ে রেজিষ্টারী করিয়ে নিতে হয়।

'গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড' (Gold Standard) কি ?

গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড হচ্ছে 'স্বর্ণমান'—যখন কোনও দেশের চলৎসিক্কা (Legal tender) স্বর্ণমুদ্রা হয় এবং তাই দিয়েই আভ্যন্তরীন ও বিদেশের যে সব দেশে ঐ একই মান ও দামের মুদ্রা চলে,—তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলে বা তাদের ঋণ শোধ করা হয়—তখন সেখানে 'স্বর্ণমান' বজায় আছে বলা হয়। কিন্তু যখন স্বর্ণমান-দেশের সঙ্গে অন্য স্বর্ণমান দেশের ব্যবসা বাণিজ্য চলে অথচ দুই দেশের স্বর্ণ মুদ্রার মান ও মূল্য এক নয়, বা মুদ্রায় খাদের অনুপাতেও তফাৎ থাকে তখন বিনিময়ের সময়ে সেখানে 'স্বর্ণমান' এর বদলে 'সমধাতু বিনিময় হার' নির্দ্ধারণ করা হয়। 'স্বর্ণমান' যে দেশে স্বীকৃত হয়, সেখানে দেশের ঋণ কেবলমাত্র সোনা দিয়েই শোধ করতে হয়। কোনও কোনও দেশে 'স্বর্ণমান' রহিত করে সোনার বদলে ব্যাঙ্ক নোটে দেশের ঋণ পরিশোধের মান ধার্য্য করা হয়েছে। ১৯৩১ খৃঃ অব্দে ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণমান রহিত হয়েছে। এর ফলে সোনার মুদ্রার দাম বেড়ে যায়, অর্থাৎ ২০ শিলিং এক 'সভ্‌রিন্‌' (Sovereign) এর বিনিময় দাম হওয়া সত্ত্বেও তার চেয়ে ঢের বেশী দামে 'সভ্‌রিন' বিক্রীত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

'প্রাচীন কালে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল'?

প্রাচীন কালেও এদেশে স্কুল পাঠশালার মতই বিদ্যায়তন ছিল। তবে তখনকার শিক্ষাপ্রণালী ছিল নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। দেশের মহা মহা নগর থেকে দূরে জন কোলাহলের বাইরে নির্জ্জন অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আশ্রম বা তপোবন জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতো। এই সমস্ত আশ্রম বা তপোবনে ছেলেমেয়ে সকলকে এক সঙ্গে রেখে শেখানো হতো সেকালের যত সব প্রচলিত বিদ্যা। জ্ঞানী ঋষি বা গুরুর অধীনে শুদ্ধাচারী আদর্শবাদী ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীরাই এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। ধনী ও দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীরা এক সঙ্গে সাধারণ ভাবে পর্ণ কুটীরে বা কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। শহরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা ও শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীদের অভিভাবকরা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শহর থেকে ভারে ভারে খাদ্যসম্ভার আশ্রমে ও তপোবনে পাঠিয়ে দিতেন। দেশবাসীরা উৎসবাদিতে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করে এনে বিদায় স্বরূপ যথোচিত দক্ষিণাদি দিয়ে তাঁদের ব্রতের সহায়তা করতেন। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণ পোষণ করতেন আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকরা। দেশীয় রাজারা শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দান করতেন। আশ্রম ও তপোবনের পর প্রাইভেট স্কুল ধরণের শিক্ষায়তনও পরে গড়ে ওঠে—এগুলিকে বলা হতো 'মহাশালা' —প্রাচীন গ্রন্থে এই ধরণের শিক্ষায়তনের উল্লেখ আছে—বিহার অঞ্চলেই এই রকম ৪।৫টি 'মহাশালা' ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীনকালে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠে ছিল বলে জানা যায়।

ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি ? কোথায় কোথায় ছিল ? কি নাম ?

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার মধ্যে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রাচীন। ভারতবর্ষ ও পারস্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার সমাবেশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। তারপর, বৌদ্ধযুগে গড়ে ওঠে নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী জগদ্দল ও শ্রীধনকটক বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করতে আসতেন—শিক্ষা লাভের পর নিজের নিজের দেশে ফিরে যেতেন। এছাড়া কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও কোটালী-পাড়াতেও বিখ্যাত সমস্ত জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। নবদ্বীপে বাঙলার পণ্ডিতদের মিলনক্ষেত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে অষ্টাদশ মহাবিদ্যা শেখানো হতো।

অষ্টাদশ মহাবিদ্যা কি ?

অষ্টাদশ মহাবিদ্যা হচ্ছে—বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র ইত্যাদি। এই সব বিদ্যার পরীক্ষা যে লওয়া হতো তারও প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়।

নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলার কোন্ কোন্ বিশেষ ব্যক্তির নাম জড়িত ?

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শীলভদ্র, চন্দ্রগোবিন্দ ও শান্ত রক্ষিত। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেতারিক, অভয়াকর গুপ্ত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের নাম প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম গোলার্দ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় আছে ?

পশ্চিম গোলার্দ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটির অস্তিত্ব আজও বজায় আছে সেটি হচ্ছে পেরু প্রদেশের লিমা শহরের স্যান মার্কোস (San Marcos) বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে ও কি ভাবে গড়ে ওঠে ? তার গোড়ার ইতিহাস কি ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সব আইন কানুন দরকার হয়েছিল তাও সেই সময়েই বিধিবদ্ধ হয়। সেই আইনের নাম হয় Act no. 2 of 1857. কলিকাতার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ আর বোম্বাই শহরেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার করলেন। তবে তখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়ে উঠল সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য—৭টি সরকারী কলেজ, ৬টি বে-সরকারী কলেজ ও মাত্র ৭১টি স্কুল নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো—প্রথম ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন মাননীয় স্যার জেমস্ উইলিয়াম কোল্‌ভিল। ১৮৫৭ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তখন তার নিজস্ব কোনও বাড়ী ছিল না, ১৮৬৪ সালে বর্ত্তমান সিনেট হাউসের জন্য যায়গা ঠিক করা হয়—এবং ১৮৭২ সালে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান সিনেটের বাড়ীটি তৈরী হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের ইতিহাস কি ?

১৮৬৯ সালের ২০শে জুলাই উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী গড়ে তোলার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করেন। তারপর থেকেই লাইব্রেরী গড়ার চেষ্টা চলতে থাকে —১৮৭৪ সালে ৯০০০৲ টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে বাড়ানো হয়। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে নানা ভাষা ও নানা বিষয়ের বই এক লক্ষের অধিক সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষার বহু প্রাচীন পুঁথি এই লাইব্রেরীর সংগ্রহের মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। তাছাড়া বহু গবেষণাযোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ আশুতোষ সংগ্রহশালাও (Museum) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা কি ভাবে চলে ?

বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় চারিটি শিক্ষায়তন বা শিক্ষা বিভাগে ভাগ করা—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় ও পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ। ২৩টি শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে—মোট ২৫৫ জন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় বার্ষিক ব্যয় হয় ৩৭ থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেন ৫ লক্ষ টাকারও কম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি নাম করা অধ্যাপনাবৃত্তি বা প্রোফেসার শীপ্ (Professorship) আছে ? সেগুলির নাম কি ?

(১) ঠাকুর ল প্রোফেসারশীপ্ (২) মিণ্টো প্রোফেসারশীপ্ (৩) জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ প্রোফেসার শীপ্ (৪) হার্ডিঞ্জ প্রোফেসারশীপ্ (৫) কারমাইকেল প্রোফেসারশীপ্ (৬) আশুতোষ প্রোফেসারশীপ্ (৭) পালিত প্রোফেসারশীপ্ (৮) রাসবিহারী ঘোষ প্রোফেসারশীপ্ (৯) খয়রা প্রোফেসারশীপ্ (১০) রামতনু লাহিড়ী প্রোফেসারশীপ

এই মোট ১০টি অধ্যাপনা বৃত্তি আছে। অর্থাৎ এই অধ্যাপনা বৃত্তি বিভিন্ন লোকের দানের টাকা থেকে অধ্যাপকদের দেওয়া হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা পদক (Medal) বৃত্তি (Scholarship) ও লেক্‌চার শীপ্ (Lectureship) গুলির নাম কি?

সমস্ত পদক, বৃত্তি প্রভৃতির নাম করা সম্ভব নয়—প্রধান প্রধান পদক বৃত্তি সম্বন্ধে কিছু জানিয়ে রাখি। (১) **প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি**—১৮৬৬ সালে বিখ্যাত ধনকুবের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন। তারই নির্দ্দিষ্ট আয় থেকে প্রতি বছর দশ হাজার টাকা এম-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট একটি ছাত্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমানে সে ব্যবস্থা বদলে প্রতি বছর ৪টি বাছাই করা এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ২৫০০৲ টাকা দেওয়া হয়। (২) **জগত্তারিণী পদক**—বাঙলা ভাষায় সবচেয়ে ভাল রচনার জন্য প্রতি দু'বছর অন্তর যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বৃত্তি পাননি এমনি যোগ্য ব্যক্তিকে ২০০৲ টাকা দামের স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এই মর্ম্মে স্যার আশুতোষ তাঁর মায়ের নামে ৩,০০০৲ টাকা দান করে যান। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, অনুরূপা দেবী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকা এই পদক লাভ করেছেন। (৩) **কমলা লেক্‌চারশিপ** (Kamala Lectureship)—স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০০০ হাজার টাকা দান করে এই 'বক্তৃতাবৃত্তি'র ব্যবস্থা করে গেছেন। স্যার আশুতোষের মেয়ের নাম ছিল কমলা—তাঁরই নামানুসারে ওই বৃত্তির নামকরণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত বক্তাকে ইংরাজী বা বাঙলায় এই বক্তৃতা দিতে হয়—বক্তা বক্তৃতার জন্য ১০০০৲ টাকা

পারিশ্রমিক পান। রবীন্দ্রনাথ, অ্যানি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ পরাঞ্জপে, গঙ্গানারায়ণ ঝা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ ভারতের মনীষী ও চিন্তাবীররা এই বক্তৃতা-বৃত্তি লাভ করেছেন।

কলিকাতা বিশ্বালয়ে এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বাঙালী ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছেন ?

(১) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০), (২) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬ ও ১৯২১ সালে দু'বার ভাইস চ্যান্সেলারে সম্মান লাভ করেন) (৩) স্যার নীলরতন সরকার (১৯১৯), (৪) ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯২৩), (৪) স্যার যদুনাথ সরকার (১৯২৬), (৫) স্যার হাসান সারওয়ার্দ্দী (১৯৩৩), (৬) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪), (৭) স্যার আজিজুল হক (১৯৩৯), (৮) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৪২)।

বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কোনগুলিকে বোঝায় ?

ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রান্সের 'ইউনিভারসিটি অফ্ প্যারিস'কেও ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ধরা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় (Bologne University) রোমান এবং ক্যানন আইন অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন বিদ্যালয় হলো সেণ্ট এণ্ডরুজ বিশ্ব-বিদ্যালয়। ইতালীর প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর খুব প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়—৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মিশরের কায়রোস্থ আল্-আজহার (Āl-Āzher) বিশ্ববিদ্যালয়ও খুব প্রাচীন, সুইডেনের আপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয়, রুশিয়ার মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, পোলাণ্ডের 'ক্রাকাও'

বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্কের কোপেন্‌হাগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়, নেদারল্যাণ্ডের লিডেন (Leyden) বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইংলণ্ডের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ কোনগুলি ?

লণ্ডন, ডারহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, লিভারপুল, লীড্‌স, শেফিল্ড, ব্রিষ্টল ও রিডিং শহরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কি ?

সেণ্ট এণ্ড্রুজ, গ্লাসগো, এবার্ডিন, এডিনবারা এই ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়।

'আয়ার' বা স্বাধীন আয়ার্লাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কি ?

ডাব্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রিনিটি কলেজ, ন্যাশন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

জার্ম্মাণীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কি ?

হিডেলবার্গ (Hiedelberg), লীপজীগ (Leipzig), জেনা (Jena), টুবিঙ্গেন (Tubingen) ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় জার্ম্মাণীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কি ?

হারভার্ড (Harvard), ইয়েল (Yale), প্রিন্সটন (Princetoon), কর্ণেল (Cornell), জনস্ হপ্‌কিন্‌স (Johns Hopkins) প্রভৃতি

বিশ্ববিদ্যালয়ই বিখ্যাত, এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে আরও বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

জাপানের বিখ্যাত বিদ্যালয় কি কি ?

টোকিওর ইম্পিরিয়েল ইউনিভার্সিটি—জাপানের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, এ ছাড়া কেইগিজুকু (Keioijuku) ও ওয়াসেডা (Waseda) বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ বিখ্যাত।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্কুলটিতে জলের তলায় ক্লাস বসে ?

মিয়ামী বিশ্ববিদ্যালয়ে—জলজ জীবতত্ত্বের ছাত্রদের গবেষণার জন্য জলের তলায় কাঁচের ঘর করে জলের নীচে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—জলের তলায় ছাত্রেরা ডুবুরীর পোশাক পরে নেমে গিয়ে সামুদ্রিক গাছগাছড়া জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করে—যখন তারা জলের তলায় অধ্যয়ন করে তখন ওপর থেকে তাদের অক্সিজেন যোগানোর ব্যবস্থা থাকে।

মন্তেসরী স্কুল (Montessori School) কি ? ও মন্তেসরী পদ্ধতি কি ?

ম্যারিয়া মন্তেসরী বলে এক ইতালীয় মহিলা চিকিৎসক—শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—সেটাই 'মন্তেসরী পদ্ধতি' (Montessori System) নামে পরিচিত। এবং এই প্রথায় যে সব স্কুল পরিচালিত হয় সেগুলিকেই 'মন্তেসরী' স্কুল বলা হয়। মন্তেসরী স্কুলের মূল আদর্শ হলো শিশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ডাঃ মন্তেসরীর বিশ্বাস যে, শিশুকে যদি তার নিজের পছন্দ মত জিনিষগুলি নিয়ে ছোটবেলা

থেকে কর্ম্মরত হতে দেওয়া হয়; তবেই শিশু তার নিজের বৈশিষ্ট্য বাড়াতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল হতেও অপরের অধিকারের তারিফ করতে শেখে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের তাড়না বা হুকুম করার অধিকার থাকে না—শিক্ষক শুধু ছাত্রদের তদারক করেন ও পথ বাতলিয়ে দেন। এই পদ্ধতিতে পুরস্কারের প্রলোভন, আদেশ, ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর শিক্ষার আগ্রহকে জাগানো নিষেধ—আপন আনন্দের মাঝখানে শিশু যাতে তার শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়ে ওঠে শুধু সেই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈচিত্র্য হলো যে এ পদ্ধতিতে 'অনুভূতি শক্তির অনুশীলনের' (Sense training) উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। উপযুক্ত অনুশীলনীর পথে শিশু যাতে বিভিন্ন দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদে তার তারতম্য বুঝতে শেখে সে ব্যবস্থাও আছে। তৃতীয় বৈচিত্র্য হলো শিশুকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর কাজগুলিকেও খেলার ছলে অনুশীলন করানো হয়, যেমন ঝাঁটা দিয়ে সাফ করা, কাপড়চোপড় কাচা, সেলাই বোনা, বাসনমাজা ইত্যাদি। মন্তেসরী প্রথায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডাঃ মন্তেসরী কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রণা উদ্ভাবন করেছেন—সেগুলির তিনি নাম দিয়েছেন "ডায়াডাক্টিক্ এপারেটাস্" (Diadactic Apparatus). এই জিনিষগুলি শিশুদের হাতে দেওয়ার ফলে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আস্তে আস্তে শিক্ষার পথে এগিয়ে চলে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন কতকগুলি ধাঁধা আছে—যাতে ধাঁধাটির একটি টুক্‌রো কেবল আর একটি মাত্র টুক্‌রোর সঙ্গে থাপে থাপে মিলতে পারে—এই ধাঁধাটি থেকে শিশু বস্তুর আকার ও ঘনত্বের তফাৎ বুঝতে শেখে। জামা পরতে শেখানোর জন্য—ফিতে পরানো ও বোতাম লাগানোর নানারকম খেলা আছে। এই রকম বহু খেলনা, বিশেষ বিশেষ যন্ত্র মন্তেসরী পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যবহার করা হয়। এই শিক্ষায় কাজকেই খেলার রূপ দেওয়া হয়েছে, নিছক খেলা বা অর্থহীন আনন্দের কোনও ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই।

কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) পদ্ধতি কি?

জার্ম্মান মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম্‌ অগষ্ট ফ্রোয়েবেল্‌ (Friedrich Wilhelm August Froebel) শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করার জন্য বহু গবেষণা করেন ও ১৮৩৮ সালে জার্ম্মানীর 'থুরিন্‌জিয়ান' জঙ্গলের ভিতরে ব্ল্যাকেন্‌বার্গ বলে ছোট্ট গ্রামটিতে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুদের একটি স্কুল খোলেন—দু'বছর পরে ১৯৪০ সালে এই স্কুলটির তিনি নাম দেন 'কিণ্ডার গার্টেন'—এটি জার্ম্মাণ শব্দ যার অর্থ হলো 'শিশুদের বাগান'। ফ্রোয়েবেল দিবারাত্র শিশুদের নিয়ে তাদের শিক্ষার আগ্রহ ও সেই অনুযায়ী শিক্ষার নানারকম খোরাক যোগাতে থাকেন। ফলে তাঁর গবেষণা নিত্য নূতন সন্ধান আবিষ্কার করে। বর্ত্তমানে তাঁর প্রবর্ত্তিত এই 'কিণ্ডার গার্টেন' প্রথা পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয়েছে। কিণ্ডার গার্টেন স্কুলকে শুধু খেলার স্কুল বলা চলে না, যদিও এই পদ্ধতির শিক্ষায় খেলাধূলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। খেলাধূলাই শিশুদের শৈশবের অনেকখানি যায়গা জুড়ে থাকে, এবং খেলাই হলো প্রকৃতির নিজস্ব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা যার ভিতর দিয়ে শিশুরা ধীরে ধীরে শারীরিক, নৈতিক, মানসিক ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে। ফ্রোয়েবেল্‌ বিশ্বাস করতেন—শিশুর শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—শিশুর আপন স্বভাব যাতে নিজের চেষ্টায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে—সেই বিষয়ে সহায়তা করা। কারণ শৈশবে শিশুর আপনাকে প্রকাশ করার পরিকল্পনাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট, ও নির্ব্বুদ্ধিতায় পূর্ণ থাকে। সে তখন তার নিজের যোগ্যতা, নিজের প্রয়োজন ও নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও কিছুই বোঝে না। শিশুদের যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁরা এই বিষয়ে স্নেহ ও সহযোগিতা

দিয়ে এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করবেন। সেইজন্য 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রথাটি পরিকল্পিত হয়েছে শিশুকে স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষিত করবার উপযুক্ত করে। এই পদ্ধতিতে শিশুর চারিধারে এমন পরিবেশ (Environmont) গড়ে দেওয়া, যাতে শিশু আপনা থেকেই তার বর্ত্তমান অভাব, প্রয়োজন, আগ্রহ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং এই পদ্ধতিতে শিশুকে এমন সমস্ত জিনিসপত্র ও সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে যাতে শিশু আনন্দের মাঝখানে তাকে ষোল আনা প্রকাশ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষার জন্য যে সব কর্ম্মপন্থা ও বস্তু ব্যবহার করা হয়—তাকে মোটামুটি এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) উপহার (Gifts) (২) কাজ (Occupations) (৩) খেলাধূলা (Games) (৪) গান (Songs) (৫) গল্প (Stories)। 'উপহার' বা Gifts বলতে যে বস্তুটি কিণ্ডার গার্টেন প্রথায় শিশুকে দেওয়া হয়—তা দশ দফায় ভাগ করা। প্রথম দফা হচ্ছে একটি বাক্সে ৬টি কাঠের বল দেওয়া হয়—লাল, নীল, বেগুনী, কমলালেবু, সবুজ ও হলদে রঙের এই ছ'টি বল মাত্র। দ্বিতীয় দফায় দেওয়া হয়, একটি বাক্সে শক্ত কাঠের তৈরী তিনটি বিভিন্ন আকারের জিনিস—একটি গোল বল, একটি চার চৌকো কাঠের কিউব (Cube) ও একটি কাঠের সিলিণ্ডার। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম; ষষ্ঠ দফার উপহারগুলি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের নিরেট কাঠের কতকগুলি টুকরো। সপ্তম উপহার হচ্ছে পাতলা কাঠের বা কার্ড-বোর্ডের কতকগুলি তিনকোণা ও চৌকো টুকরো। অষ্টম দফার উপহার হচ্ছে একটি বাক্সে কতকগুলি ছোট রঙীন লম্বা কাঠের ছড়ি। নবম দফার উপহার হচ্ছে বৃত্তাকার ও অর্দ্ধবৃত্তাকার কতকগুলি রিং ও চাকতি। দশম উপহার হচ্ছে একটি বাক্সে কতকগুলি গাছের বীজ, নুড়ি পাথর ও সমুদ্রের ঝিনুক, শঙ্খ ইত্যাদি। এই উপহারগুলি পেয়ে শিশুরা মনে করে খেলার জিনিস—কাজেই সে এইগুলি নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে নাড়াচাড়া

করে এবং তাই থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রং, বস্তুর বিভিন্ন আকার, সংখ্যা, রেখা ও গঠন বুঝতে শেখে। এই জিনিসগুলির সাহায্যেই তাদের বর্ণমালা বা অক্ষর গড়তে শেখানো হয় এবং সেই অক্ষরগুলির সাহায্যে তারা আবার বানান করতে শেখে, এইগুলি বইএর কাজ করে, অথচ ছোটরা তা মোটেই বুঝতে পারে না। এই জিনিসগুলির সাহায্যেই শিশু তার কল্পনাশক্তিকে রূপ দিতে সক্ষম হয়, যেমন কাঠের বিভিন্ন আকারের টুক্‌রোগুলি নিয়ে সে আপন মনে ঘরবাড়ী, পুল তৈরী করতে শুরু করে দেয়। কখনো বা ঐ সব নানা জিনিসের জোড়াতাড়া লাগিয়ে সে ছবির পরিকল্পনাও করে ফেলে। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা যে জিনিসগুলি চায় নাচ, গান, খেলা আর গল্প, তারও চমৎকার ব্যবস্থা আছে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষায়। এই পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষার জগতে এক নূতন আলো এনেছে। এদেশে এই ধরণের হাজার হাজার স্কুল গড়ে না তোলা পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যৎ জাতির শিক্ষা অনেকখানি অপূর্ণ থাকবে।

'অর্গানিক শিক্ষা' পদ্ধতি কি ?

কেবলমাত্র আলবামার ফেয়ারহোপ্ বলে শহরে অবস্থিত 'দি স্কুল অফ্ অর্গানিক এডুকেশন' স্কুলে অর্গানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে Mrs. Marieta Johnson বলে এক মহিলা এই নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিশ্বাস, শিক্ষাই হচ্ছে জীবন—স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি শরীর ও মনকে যাতে মুক্ত-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে সেই ব্যবস্থা করা। এই পদ্ধতিতে স্কুলে শিক্ষার কোনও বাঁধা-ধরা Standard বা মান নির্দ্ধারিত করা হয় নি—এই স্কুলে কোন গ্রেড্, নম্বর দেওয়া বা প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই। ছাত্ররা নিজেরাই জীবনের সন্ধানে নিজের নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে জ্ঞান বাড়িয়ে চলে।

'ব্রেইল' প্রথা (Braille System) কি?

অন্ধদের লেখাপড়া শেখার জন্য কাগজের ওপর উঁচু উঁচু ফুটকী দিয়ে যে বর্ণমালা তৈরী হয় তাকে 'ব্রেইল প্রথা' বলে। মঁসিয়ে লুই ব্রেইল বলে একজন অন্ধ মাথা ঘামিয়ে এই বর্ণমালা তৈরী করেন। মাত্র ছ'টি ফুটকীকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে এক একটি অক্ষর বোঝানো হয় —ফুটকীর অবস্থান হাত দিয়ে অনুভব ক'রে অন্ধরা বর্ণপরিচয় করে। বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে এই বর্ণমালা পড়তে হয়। ১৮৭১ সালে অন্ধদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রথা বৃটিশ ও অন্যান্য বৈদেশিক অন্ধদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হয়। বাংলা ব্রেইল প্রথার বর্ণমালা তৈরী করে দেন ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অন্ধ বাঙালীদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্রেইল প্রথায় হাতে করে লিখতে অনেক সময় লাগে বলে আজকাল অন্ধদের স্কুলে Braille Typewriter বলে একরকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধদের পাঠ্যপুস্তক তৈরী হয়।

নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) কি?

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই পুরস্কারটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান বলে ধরা হয়। সুইডিশ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর মারা যান এবং ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের এক সম্পত্তি রেখে যান। এই সম্পত্তির আয় থেকে প্রতি বছরে পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), ভেষজবিদ্যা (Medicine) সাহিত্য ও শান্তি স্থাপনার জন্য পাঁচটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের মূল্য ৮০০০ পাউণ্ড প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এক একটি বিভাগে অনেক সময়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয়। এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য এক 'ট্রাষ্টি' সভা আছে, তাঁরাই পুরস্কার দেওয়ার যোগ্য

ব্যক্তি নির্ব্বাচন করেন। যে বছর কোনও বিভাগবিশেষে পুরস্কার দেওয়ার যোগ্য পাত্র পাওয়া যায় না, সে বছর সে বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষের 'শিক্ষাপদ্ধতি'র উন্নতির জন্য আধুনিককালে যেসব পরিকল্পনা রচিত হয়েছে সেগুলির নাম কি?

ভারত গবর্ণমেণ্ট সময় ও যুগের পরিবর্ত্তনানুযায়ী ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের পরিকল্পনা প্রস্তুতার্থে কতকগুলি শিক্ষাবিশারদকে নিযুক্ত করেছিলেন—তাঁদের বিবৃতি বা পরিকল্পনাটি 'এ্যাবট্-উড্ রিপোর্ট, নামে ১৯৩৭ সালের ২৯শে জুলাই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ভারতে উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের পথ নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৩৭ সালে ২৩শে অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে ও ডাঃ জাকির হোসেনের আহ্বানে ওয়ার্দ্ধায় এক শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে সারা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় ২০০ শিক্ষাব্রতী যোগ দেন। এই সম্মেলনে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত হয় যে ঐ দেশের শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে—এবং সমস্ত শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া উচিত এবং এই শিক্ষা-ব্যবস্থা কোন কায়িক উৎপাদনশীল কর্ম্মপন্থাকে কেন্দ্র করে গঠিত হওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে—(১) সুতাকাটা ও তাঁতবোনা (২) কৃষিকার্য্য (৩) কাষ্ঠকারু বা ছুতোরের কাজ (৪) ফল ও শব্জীর বাগান করা (৫) চামড়ার কাজ প্রভৃতি শিল্পকে শিক্ষার অন্তর্গত করার প্রস্তাব হয়েছে। এছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, সামাজিক শাস্ত্র, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, গৃহতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিণত করা।

কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা লেখার জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে ভাল কবিতা লেখার জন্য 'নিউডিগেট্' (Newdigate) পুরস্কার প্রতি বছরে দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের মূল্য ২১ পাউণ্ড—স্যার রজার নিউডিগেটের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় থেকে এই পুরস্কার প্রতি বছরে দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন কে করেন ?

১৮৭০ সালে গ্লাডস্টোন যখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন—ডবলিউ-ই-ফরষ্টার এক বিল উত্থাপন করেন। যার ফলে 'এডুকেশন্যাল এ্যাক্ট অফ্ এইটিন সেভেণ্টী' (Educational Act of 1870) আইন পাশ হয়। এই আইনের দ্বারাই ইংলণ্ডের স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এর ফলে ইংলণ্ডে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়—অর্থাৎ দেশের ৫ থেকে ১০ বৎসরের প্রত্যেক শিশুকে স্কুলে যেতে বাধ্য করা হয়।

লিখে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কবে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ?

প্রাচীনকালে ছাত্রদের মুখে মুখে প্রশ্ন ক'রে—তার উত্তর জেনে নেওয়ার ব্যাপারটাকেই পরীক্ষা বলা হোত। লিখিত পরীক্ষার দেওয়ার ব্যবস্থা ১৭০২ সালে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে সবপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তার আগে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

ট্রাইপোজ্ (Tripos) কি ?

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ 'অনার্স' পরীক্ষার নাম। এই পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করেন তাঁদেরও 'ট্রাইপোস্' বলা হয়।

ভারতবর্ষে কতজন শিক্ষিত ?

ভারতবর্ষের স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা মোট ৩৩৫৮৬৯৫৮৯ তার মধ্যে ৩১২০৭৬৮২১ জন অশিক্ষিত, ২৩৪৯২৭৬৮ জনের অক্ষর পরিচয় আছে—বা সই করতে পারে। ইংরাজী লেখাপড়া জানে এমন লোক এদেশে আছে মাত্র ৩৪৮৯৬৬০ জন। জগতের অন্য কোনও সভ্য দেশে শিক্ষিতের হার এত কম নয়।

বর্ত্তমানের পৃথিবী-বিখ্যাত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিচয়

সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রনীতিতে ও অন্যান্য বিষয়ে আজকাল দেশবিদেশের যে সব ব্যক্তির নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে—তাঁদের মধ্যে যাঁরা বর্ত্তমানে জীবিত আছেন তাঁদের পরিচয় সকলেই অহরহ জানতে চায়—তাই তেমন কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম।

'চার্চ্চিলে'র (Churchill) পরিচয় কি ?

'চার্চ্চিল্' হলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এবং বর্ত্তমান ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক, তাঁর পুরো নাম হচ্ছে 'উইনস্টন্ লিওনার্ড স্পেন্সার চার্চ্চিল'। ১৮৭৪ সালের ৩০শে নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা হচ্ছেন ইংরেজ লর্ড র‍্যান্‌ডল্‌ফ চার্চ্চিল—মা হচ্ছেন আমেরিকান মহিলা। তিনি প্রথম জীবনে যুদ্ধের সংবাদদাতা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টের রাজনীতিতে যোগ দেন—এবং ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনায় বিভিন্ন পদে সংশ্লিষ্ট থাকেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে বর্ত্তমান যুদ্ধের

সূত্রপাত পর্য্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের কোন বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন না। ১৯৪০ সালের ১১ই মে তিনি সকল দলের ভোটে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। চার্চ্চিলের পরিচালনায় ইংলণ্ড এই যুদ্ধের "ব্যাপারে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাঁরই কূটচালের ফলে এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া এক্সিস-বিরোধী হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপক্ষে তিনি একাধিক বার বহু গরম গরম উপদেশ দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন 'পার্লামেণ্টের' গোঁড়া রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র—এই দলটি চিরদিনই ভারতকে বৃটেনের অধীন করে রাখার পক্ষপাতী।

'মুসোলিনি'র পরিচয় কি ?

ফ্যাসিবাদী ইতালীর রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর আসল নাম হ'ল 'বেনিটো মুসোলিনী' (Benito Mussolini) ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে—ইতালীর ফোর্লি (Forli) প্রদেশের 'প্রিদাপ্পিও' বলে যায়গাটিতে এক কামারের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। গোড়ার জীবনে তিনি 'সমাজতন্ত্রবাদী' বা 'সোস্যালিস্ট' হয়ে ওঠেন, যার ফলে ১৯০২ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত হন। তারপরে তিনি দেশে ফিরে এসে ইতালীর সমাজতন্ত্রী-দলে কতকগুলি সংশোধন আনবার চেষ্টা করেন। ১৯১০ সালে তিনি "La Lotta bi classi" বলে পত্রিকা সম্পাদন করেন ও বিপ্লবাত্মক রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। গত যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে ইতালীতে নানা ঘরোয়া গোলযোগ বেধে যায়,—এই সময় থেকেই ফ্যাসিবাদের সূত্রপাত হয় বলা চলে। তারপর মুসোলিনী তাঁর দলকে আস্তে আস্তে শক্তিশালী করে তোলেন এবং ১৯২৫ সালে 'মুসোলিনীর' হাতেই 'সর্ব্বময় ক্ষমতা' বা 'ডিক্টেটরীয়াল পাওয়ার্স্' এসে যায়। তিনি এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েই জাতির অস্ত্রসজ্জা, জাতির শিক্ষা ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি-প্রচেষ্টায় উঠে পড়ে লাগেন

—এবং তাতেই দেশের জনগণের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। বিপক্ষদলীয় যাঁরা তাঁর কাজ ও আদর্শের বিরুদ্ধতা করবার চেষ্টা করেছিলেন সে সমস্ত দলের নীতিকে আইন করে দমন করেন ও বিরুদ্ধ দলের নেতাদের কঠোর শাস্তি দেন। ফ্যাসিবাদের প্রবর্ত্তক হিসাবে 'মুসোলিনী' জগতে খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করেন।

'হিট্‌লারের' পরিচয় কি ?

'হিটলার'-এর আসল নাম হচ্ছে 'এডল্‌ফ্‌ হিটলার' (Adolf Hitler) ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল 'অস্ট্রিয়া'র ব্রনো (Braunau) প্রদেশে জন্ম হয়। ছোটবেলায় অস্ট্রিয়ার 'লীঞ্জ' বলে যায়গাটির এক গ্রাম্য স্কুলে পড়তেন—তারপর ভিয়েনায় যান ছবি আঁকা শিখতে - কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় ভিয়েনার 'আর্ট একাডেমী'তে ঢুকতে পারেন না। তখন সেখানে পোষ্টকার্ডে ছবি এঁকে এঁকে বিক্রী ক'রে ও রাজমিস্ত্রীর কাজ ক'রে কোনও রকমে দিন কাটাতে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে জার্ম্মান জাতির নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখা দেয়। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে হিটলার জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীতে 'স্বেচ্ছাসেবক' হয়ে যোগ দেন। যুদ্ধের পর হিটলার 'মিউনিকে' ফিরে আসেন এবং তৎকালীন জার্ম্মানীর রাজনৈতিক সভাসমিতির অধিবেশনের গোপন-তথ্য সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত হন ; এখানেই হিটলার জার্ম্মান শ্রমিকদল ও তার নেতা ড্রেক্সলারের (Drexler) সংস্পর্শে আসেন। এই দলই ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে—'ড্রেক্সলার' বিতাড়িত হয় এবং 'হিটলার' এই দলের নেতা হয়ে ওঠেন—তখনই জার্ম্মান শ্রমিকদলের নাম বদ্‌লে 'ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট জার্ম্মান লেবার পার্টি' করা হয়। এই দল ১৯২৩ সালে জার্ম্মানীতে এক গোলযোগের সৃষ্টি করে—যার ফলে 'ল্যাণ্ডসবার্গে'র দুর্গে হিটলারকে পাঁচ

বছরের মেয়াদে আটক করা হয়; কিন্তু আট মাস পরেই ছাড়া পান। যখন তিনি বন্দী ছিলেন তখনই তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী ও আদর্শকে কেন্দ্র করে 'মাইন্ ক্যাম্ফ' (Mein Kampf) বলে পৃথিবী-বিখ্যাত বইটির রচনা আরম্ভ করেন। এর পর থেকেই জার্মান রাষ্ট্রে হিটলারের প্রতিপত্তি শুরু হয়। ১৯৩২ সালের ১০ই এপ্রিল জার্মানীর রাষ্ট্রসভার সভাপতির পদের জন্য প্রথম তিনি নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হন, এবং সেবার ভন্ হিণ্ডেনবার্গের কাছে হেরে যান। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী জার্মানীতে 'নাৎসী' ও ন্যাশন্যালিস্ট' দল মিলিত হয়ে এক মন্ত্রীসভা গড়েন—হিটলার 'চ্যান্সেলার' নিযুক্ত হন। জার্মান রাষ্ট্রে এইভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়। হিটলারের রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে তাঁর বহু কুখ্যাত ও বিখ্যাত কীর্ত্তি আছে।

রুজ্ভেল্ট (Roosevelt)-এর পরিচয় কি?

রুজ্ভেল্ট হচ্ছেন বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তাঁর পুরা নাম ফ্রাঙ্কলিন্ দেলানো রুজ্ভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt) নিউইয়র্কের হাইডপার্ক অঞ্চলে ১৮৮২ সালের ৩০শে জানুয়ারী তাঁর জন্ম হয়। ১৯০৪ সালে তিনি 'হার্ভার্ড' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে কলাম্বিয়ার আইন বিদ্যালয় থেকে আইনের পরীক্ষা পাশ ক'রে আইনের ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১০ সালে তিনি ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, এই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তারপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন—এবং ১৯১৮ সালে তাকে ইউরোপে পাঠানো হয় ঐ দেশের সৈন্যবাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ তদারক করার জন্য। ১৯২০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হন—কিন্তু নির্ব্বাচিত হতে পারেন না। তারপর তিনি তাঁর আইন-ব্যবসায়ে

আবার মন দেন। ১৯২৮ সালে আবার তিনি, রাজনীতিতে যোগ দেন ও নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্ণরের পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রথমবারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি গোড়া থেকেই গণতন্ত্রবাদী,—ডিক্টেটরী-প্রথার ঘোর বিরোধী এবং তিনি বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ও অন্যান্য শত্রু-আক্রান্ত দেশের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। ১৯৪০ সালে তিনি তৃতীয়বারের জন্য 'সভাপতি' পদে নির্ব্বাচিত হন, এবং তাঁর চেষ্টাতেই যুক্তরাষ্ট্রে এই যুদ্ধে বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ্‌-এর সহায়তা করার জন্য বিল পাশ করা হয়। গত দু'বছর ধরে তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের গণতান্ত্রিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এক্সিস-বিরোধী দেশগুলিকে নানা উপায়ে সাহায্য দিচ্ছেন—এবং এজন্য তাঁকে কেউ কেউ 'গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী' সম্মানে ভূষিত করেছেন—তবে এক্সিস-পক্ষীয় দেশগুলি তাকে 'যুদ্ধের প্ররোচক' বলেই নিন্দা করে।

'স্ট্যালিন' কে? কি তাঁর পরিচয়?

বর্ত্তমানে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়ক—তাঁর আসল নাম হচ্ছে জোসেফ্‌ ভিসারিওনোভিচ্‌ (Josef Vissarionovitch)—১৮৯৭ সালের ২১ ডিসেম্বর ককেসাস প্রদেশের 'টিফ্‌লিস্‌' অঞ্চলে এক মুচীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৯০৩ সালে বল্‌শেভিক্‌বাদের জন্মের পরেই—'বল্‌শেভিকদের দলে যোগ দেন। এই সময়ে তার বাপ মায়ের দেওয়া নামের বদলে—'স্টীলের মানুষ' বা 'স্ট্যালিন' নামে পরিচিত হন।

রুশিয়ার 'জার'দের বিরুদ্ধে কার্য্যকলাপের জন্য তাঁকে কয়েকবার জেলে যেতে হয়, এবং শেষকালে সাইবেরিয়াতে তাঁর নির্ব্বাসন হয়। ১৯১৭ সালে রুশিয়ার বিখ্যাত "মার্চ্চ বিপ্লবের" পর—তিনি পিটার্সবার্গে ফেরেন—এবং লেনিনের গড়া 'পোলিট্‌বুরো' (Politbureau) সভাতে যোগ

দেন—ও 'কমিশার অফ্ ন্যাশন্যালিটিস' পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এর পরে ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় দলের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর 'স্ট্যালিন' ও অন্য নেতা 'ট্রট্স্কি'র মধ্যে ক্ষমতার অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়—কিন্তু স্ট্যালিন জিনোভিভ্ (Jinovieff) ও 'কামেনিভ্' (Kamenieff) বলে অপর দুই দলপতির সঙ্গে মিলে মিশে 'ট্রট্স্কি'কে ক্ষমতাচ্যুত করেন—এর ফলে ট্রট্স্কি ১৯২৫ সালে 'কমিশার অফ্ ওয়ার' এর পদ থেকে বিচ্যুত হন—এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৭ সালে তাঁকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করা হয়। এর পরেই স্ট্যালিন আবার জিনোভিভ্এর দলের ক্ষমতা যাতে বাড়তে না পায় সেজন্য 'রায়কভ্' (Rykoff) ও ক্যালিনিনের (Kalinin) সঙ্গে একটা জোট পাকান। ট্রট্স্কির নির্ব্বাসনের পর থেকেই স্ট্যালিনের হাতে দেশ পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা এসে যায়। ১৯২৯ সালে স্ট্যালিন রুশিয়ার নবগঠনের এক পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৬—৩৭ সালে স্ট্যালিন তাঁর বিরোধী দলের নেতাদের উচ্ছেদ করেন—এই সময় মস্কো-বিচারের দোহাই দিয়ে বহু প্রাচীন 'কম্যুনিষ্ট' নেতাকে হত্যা করা হয়। ১৯৩৮ সালে স্ট্যালিন নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ সজাগ হয়ে ওঠেন—এমন কি নাৎসীবাদকে ধ্বংস করার জন্য হিটলারের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্যই ইউরোপের শক্তিসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যখন ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েটের মিত্রতার কথা চলছে ঠিক তেমনি সময় ১৯৩৯ সালের ২৩শে অগাস্ট—জার্ম্মানীর সঙ্গেই তিনি অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করে সমস্ত জগৎকে অবাক করে দিলেন। তারপর জার্ম্মানী ও রুশিয়া মিলে পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করে নিলে। তারপরেই সারা জগতকে অবাক করে দিয়ে বাধলো রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর লড়াই। ১৯৪১ সালের মে মাস থেকে স্ট্যালিন রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী হয়ে রুশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন।

'ডি-ভ্যালেরা'র পরিচয় কি?

ইনি বর্ত্তমানে আয়ারের রাষ্ট্রপতি—এঁর পুরো নাম—ইমন্ ডি ভ্যালেরা (Eamon De Valera)। ১৮৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এঁর জন্ম হয়। ডাব্লিনে লেখাপড়া শিখে শিক্ষক হন, ১৯১৬ সালে ডাব্লিনের "ঈস্টার সপ্তাহ গোলযোগে" যোগ দেন ও ধরা পড়েন এবং আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু ১৯১৭ সালে মুক্তি পান। তারপরে আবার 'সিন্-ফিন্' আন্দোলনে যোগ দেন এবং আবার এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ছাড়া পাবার পর আইরিশ্ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারে ১৯১৯ সালে আমেরিকা যান। ১৯২০ সালে দেশে ফিরে আসেন ও আইরিশ সাধারণতন্ত্র আন্দোলনের কার্য্যকলাপে মন দেন; এর ফলে প্রথম 'সিভিল ওয়ার' সংঘটিত হয়। ১৯২১ সালে তিনি ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি অসমর্থন করেন ও দ্বিতীয় বার 'সিভিল ওয়ার' সংঘটিত হয়। ১৯২৩ সালে আবার ধরা পড়েন, ১৯২৪ সালে মুক্তি পেয়ে নূতন এক স্বাধীনতাকামী দল গড়েন ও আয়ারের পূর্ণ স্বাধীনতার কার্য্যসূচী গ্রহন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আয়ারের রাষ্ট্রপরিষদের সদস্য হন—১৯৩২ সালে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। তারপর থেকে তিনি আস্তে আস্তে আয়ারকে ইংরেজের অধিকার মুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

'ফ্রাঙ্কো' কে? কি তাঁর পরিচয়?

বর্ত্তমানে স্পেনের রাষ্ট্রনায়ক—এঁর পুরো নাম 'ফ্রান্সিস্কো বাহামণ্ডি ফ্রাঙ্কো'। ১৮৯২ সালে এঁর জন্ম—১৯৩৫ সালে জেনারেল অফ্ দি স্টাফ্' পদ পান এবং ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহবিবাদ ও সিভিল ওয়ার ঘটান। ১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর তিনি নিজেকে 'কডিলো' (Caudillo)

বা স্পেনের রাষ্ট্রনায়ক বলে ঘোষণা করেন। এখনও এই যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ হয়ে আছেন।

'চ্যাং-কাই-শেক্'-এর পরিচয় কি?

স্বাধীন চীনের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়ক—ও 'জেনারেলিসিমো'। ১৮৮৮ চীনের 'নিংপো' বলে যায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ডাঃ 'সান্-ইয়াট্-সেন' প্রবর্ত্তিত 'কুও-মিন্-টাং' নামে জাতীয় রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। ডাঃ 'সান্-ইয়াট্-সেনে'র প্রবর্ত্তিত চীনের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ইনি বিশেষ সাহায্য করেন ও ১৯২৪ সালে 'হোয়াম্পো' (Whampo) বা চীনা সমর-শিক্ষা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ পান ও এইখানে একটি ছোট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং এই বাহিনীর সাহায্যে দক্ষিণ চীনের বিদ্রোহী সামন্তদের পরাজিত করেন। ১৯২৫ সালে সান-ইয়াট-সেনের মৃত্যুর পর চীনের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে চ্যাং ও তাঁর অনুচরবর্গ সোভিয়েট রুশের দূত বা চরদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ১৯২৮ সালে চীনা রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে জাপানের প্রভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী হয়ে ওঠেন ও ১৯৩০ সাল থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন ও সমগ্র চীনকে এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-শাসনের অধীনে আনবার চেষ্টা করেন। ইনি বর্ত্তমানে চীনের অন্তর্গত 'চুংকিং' বলে যায়গাটিতে চীনা রাষ্ট্র বজায় রেখেছেন ও মিত্রপক্ষের একজন পরম মিত্র। এঁর স্ত্রী মাদাম চ্যাং-কাই-শেক্ হচ্ছেন—বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা রাজনীতিজ্ঞ, ইনি আমেরিকায় লেখাপড়া শিখেছেন।

মহাত্মা 'গান্ধী'র পরিচয় কি?

ইনি ভারতের জনগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র, রাজনৈতিক গুরু ও নেতা। সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী ও শ্রেষ্ঠ মনীষী—১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর

কাথিয়াবাড় প্রদেশের অন্তর্গত পোড়বন্দরে এঁর জন্ম হয়। বাবার নাম করমচাঁদ গান্ধী, মায়ের নাম পুতলীবাঈ। ছোটবেলাতে ইনি পোড়বন্দর ও রাজকোটেই কাটান। ১৮৮৭ সালে রাজকোট থেকে ইনি ম্যাট্রিক পাশ করেন—১৩ বছর বয়সে কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তারপর, তিনি ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যান। ১৮৯১ সালে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসে প্রথম বোম্বাইতে ও পরে রাজকোটে ব্যারিষ্টারী শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মামলা করবার জন্য যান—মামলার কাজ শেষ হবার পর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন চালাবার জন্য সেইখানেই রয়ে গেলেন। এই আন্দোলনের ফলে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে তিনি এক জাগরণ আনেন। ১৮৯৬ সালে কয়েকদিনের জন্য ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং সে বছরেই আবার 'নাটাল'-এ ফিরে যান। ১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলে সেবাকার্য্যে যোগ দেন। ১৯০১ সালে ভারতে ফিরে আসেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যান। ১৯০৬ সালে ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট 'এসিয়াটিক অর্ডিন্যান্স' প্রবর্ত্তন করেন—এই অর্ডিন্যান্সে নিয়ম করা হয় যে ট্রান্সভালে ভারতীয়রা ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যারা সেখানে বসবাস করছে তাদেরও কতকগুলি হীনতা স্বীকার করে থাকতে হবে। গান্ধীজী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে আইন অমান্য করবেন বলে ভারতীয়দের জানালেন—গান্ধীজীর নির্দ্দেশমত ভারতীয়রা কেউ নাম রেজেষ্ট্রী করলে না এবং এই ভাবে ঐ আইনকে অমান্য করলেন। ৮ বছর ধরে এইভাবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেখানে চলে। এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীজীকে সেখানে তিনবার জেলে যেতে হয়। ১৯১৪ সালে গান্ধীজীর আন্দোলন সফল হলো—১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন, প্রথমে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে

থাকেন—১৯১৬ সালে আমেদাবাদে আশ্রম স্থাপন করেন এবং পরে তাঁর আশ্রম সবরমতীতে স্থানান্তরিত হয়। এর পর তিনি চম্পারণ জেলার ও খেড়া জেলার চাষীদের আন্দোলন পরিচালনা করেও সাফল্য লাভ করেন। ১৯১৯ সালে রাউলাট্ এ্যাক্টের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন। এরপরে তাঁর ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়—কিন্তু ১৯২৪ সালে এপেণ্ডিসাইটিস রোগ হওয়ার জন্য মুক্তি পান। ১৯৩০ সালে ভারতে আইন-অমান্য-আন্দোলন শুরু করেন। লবণ-আইন অমান্য করার জন্য তাঁর জেল হয়। ১৯৩১ সালে মুক্তি পান ও গান্ধী-আরউইন চুক্তি হওয়ার ফলে আইন আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি বিলাত যান। ফিরে আসার পর বড়লাট কর্ত্তৃক গান্ধীজীর সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ্য হয়—১৯৩২ সালে আবার আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে তিনি কয়েকবার অনশন করেন। এরপর তিনি হরিজন সংগঠনের কাজে মন দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন—পরে আবার কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্দ্ধাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নূতন রূপ দেন—এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। এর ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি ইংরাজী ভাষায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন ও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থও লিখেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় কি?

ভারতের নেতা, লেখক ও সাধক। ইনি স্বনামধন্য বাঙালী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র ও এঁর বাবার নাম ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ।

১৮৭২ সালের ১৫ আগষ্ট কলিকাতায় এঁর জন্ম হয়। সাত বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বিলাতে যান, ও সেখানেই লেখাপড়া শেখেন ও ১৮৯০ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেন—কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ফেল করায় চাকুরীতে মনোনীত হন নি। ১৮৯২ সালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রাইপোজ্‌' পাশ করে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙলা দেশে আসেন ও ১৯০৬ সালে 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ্‌ এডুকেশন' বলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এর পরে "Bande Mataram" (বন্দেমাতরম্‌) ও "Karmayogin" (কর্ম্মযোগী) নামে দু'খানি ইংরাজী কাগজের সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ সালে আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়ে বছরখানেক জেলে থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরে তাঁর মত বদলে যায় ও তিনি পণ্ডীচেরীতে গিয়ে সাধনায় রত হন। পণ্ডিচেরীতেই তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠে—ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেন ও 'আর্য্য' নামে উচ্চাঙ্গের এক দার্শনিক পত্রিকা সম্পাদনা ক'রে, দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। তাঁর আশ্রমে জ্ঞান লাভের জন্য বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশের বহু শিষ্য সমবেত হয়েছেন। তিনি কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, বছরে তিনদিনমাত্র নীরবে শিষ্যদের দর্শন দেন।

'জওহরলাল নেহেরু'র পরিচয় কি?

ইনি পৃথিবীখ্যাত ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা। এঁর বাবার নাম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মায়ের নাম স্বরূপরাণী নেহেরু—১৮৮৯ সালে এঁর জন্ম হয়। হ্যারো, কেম্‌ব্রিজ ও লণ্ডন প্রভৃতির বিদ্যালয়ে

শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ফলে এঁর বহুবার কারাদণ্ড হয়। ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চারবার সভাপতিত্ব করেন। নিজে একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাহিত্যেও এঁর বিশেষ অধিকার আছে। ১৯৩৬ সালে তিনি ইংরাজীতে আত্মজীবনী লেখেন এই বইটি সারা পৃথিবীতে বিশেষ প্রশংসিত হয়। ইনি পৃথিবীর বহুদেশে ঘুরে এসেছেন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহুল প্রচার করেছেন। জেনারেল চ্যাং-কাই-শেকের সঙ্গে এবং মাদাম চ্যাং-কাই-শেকের সঙ্গে এঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে।

'সুভাষচন্দ্রে'র পরিচয় কি?

ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক নেতা। এঁর বাবার নাম জানকীনাথ বসু। ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী কটকে এঁর জন্ম হয়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশচার্চ্চ কলেজ ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ইনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা পাশ করেন, কিন্তু তিনি আমলাতন্ত্রের কাজে যোগ না দিয়ে ১৯২১ সালে ভারতের জাতীয়-আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন—ঐ বছরেই তিনি কারারুদ্ধ হন, এবং কারারুদ্ধ থাকার সময়েই বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মুক্তির পর ১৯৩১ সালে আবার কারারুদ্ধ হন—বন্দী অবস্থায় যখন ছিলেন তখন তিনি কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে ও ১৯৪০ সালে আবার তাঁর জেল হয়। তিনি দু'বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন —১৯৩৯ কংগ্রেসের 'হাই-কম্যাণ্ডে'র বা 'মাতব্বরদে'র সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ ক'রে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নাম দিয়ে এক

উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দল গড়েন। ১৯৪০ সালে বাঙলার লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্বলীর সদস্য নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে জেল হয় ও অসুস্থ অবস্থায় গৃহে অন্তরীণ হন, তারপর ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে তিনি নিরুদ্দেশ হন—তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না, পরে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র এই যুদ্ধের বিপক্ষ দলে এক্সিস-পক্ষীয় কোনও দেশে বাস করছেন। এর আগে তিনি পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে গিয়ে রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ও সে সব রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন। এদেশ থেকে তাঁর সহসা অন্তর্ধানের ফলে সারা-জগতে এক রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

'সাভারকরের' পরিচয় কি?

ইনি ভারতের গোঁড়া হিন্দুদের দল বা হিন্দুমহাসভার নেতা ও সভাপতি। ১৮৮৩ সালে পুণাতে এঁর জন্ম হয়। এঁর পুরা নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। পুণা ও লণ্ডনে সাভারকর শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও একজন ব্যারিষ্টার হন। ইনি রাজনৈতিক অপরাধে প্রথম জীবনে ১৪ বছরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন এবং পরে বহুদিন অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পাওয়ার পরই ইনি হিন্দুসংগঠন কার্য্যের উদ্দেশ্যে মুসলীম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুমহাসভা গড়ে তোলেন এবং হিন্দুমহাসভার সব অধিবেশনগুলিতেই সভাপতি হিসাবে ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। ইনি মুসলীম-লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়ায় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তারই ফলে ইনি পৃথিবীর বহু অংশে বিখ্যাত হয়েছেন।

'সি-ভি রমণে'র পরিচয় কি?

ইনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—পদার্থবিদ্যায় নূতন তথ্য আবিষ্কার করার ফলে ইনি সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছেন।

এঁর পরিচয়—১৮৮৮ সালে ত্রিচিনোপল্লীতে এঁর জন্ম হয়—মাদ্রাজে লেখাপড়া শেখেন। ১৯০৭ সালে গবর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্স বা অর্থসংক্রান্ত বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পদার্থবিদ্যা' বিভাগে "পালিত অধ্যাপকে"র পদে নিযুক্ত হন। প্রথমে তিনি শব্দতত্ত্ব এবং আকাশের ও সমুদ্রের বর্ণতত্ত্বের রহস্য-সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন ; পরে ১৯২৮ সালে আলোক-তত্ত্বের এক নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করেন—যেটি বিজ্ঞান-জগতে 'রমন এফেক্ট' (Raman Effect) বলে পরিচিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল-পুরস্কার পান। তিনি পৃথিবীর বহুদেশে বিজ্ঞান-আলোচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি বাঙ্গালোরের 'ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়েন্স' বলে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ছিলেন।

জিন্না কে ?

ইনি একজন ব্যারিষ্টার—বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের গড়া 'মুসলিম লীগ' সভার সভাপতি। এঁর পুরো নাম কায়েদে আজম্ মহম্মদ আলি জিন্না। এঁর জন্ম হয় করাচীতে ১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর। ১৮৯২ সালে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য বিলাত যান। ছাত্রাবস্থায় দাদাভাই নৌরজীর শিষ্য ও গোখেলের ভক্ত ছিলেন। পরে দাদাভাই নৌরজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হন—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু পরে ১৯১৩ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'মুস্‌লিম লীগ' সভায় যোগদান করেন ; কিন্তু তিনি তখনও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। রাউলাট এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর ইনি তার প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন ; কিন্তু পরে ক্রমেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং ১৯৩৯ সাল থেকে ভারতবর্ষকে 'পাকিস্থান' ও

'হিন্দুস্থানে' বিভক্ত করার সপক্ষে আন্দোলন চালানো শুরু করেন। এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়েই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে ভারতের স্বাধীনতার পথে অনেক বাধা।

উদয়শঙ্কর কে ?

ইনি ভারতীয়-নাচ দেখিয়ে জগৎপ্রসিদ্ধ নৃত-শিল্পী বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। ১৯০০ সালে ১৫ই ডিসেম্বর উদয়পুরে এঁর জন্ম হয়—সেখানে এঁর বাবা পণ্ডিত শ্যামাশঙ্কর কাজ করতেন ১৭ বছর বয়সে ইনি বোম্বাইয়ে শিল্প শিক্ষা করতে যান। পরে লণ্ডনে 'রয়াল কলেজ অফ্ আর্টস'এ ইনি চিত্রশিল্প-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন; কিন্তু নাচের প্রতি অনুরাগ থাকায় ইনি বিখ্যাত নর্ত্তকী 'আনা প্যাভ্‌লোভার' দলে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারতীয়-নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য এক দল গড়েন। প্যারিসে ভারতীয় নাচ দেখিয়ে প্রথম খ্যাতিলাভ করেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকার এই নাচ দেখিয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৯৩৯ সালে হিমালয়ের পাদদেশে আলমোরাতে ভারতের নৃত্যকলার চর্চ্চার জন্য এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ১৯৪২ সালে ওঁর শিষ্যা ও নৃত্য-সহচরী বাঙালী নর্ত্তকী শ্রীমতী অমলা নন্দীকে বিবাহ করেন।

'সরোজিনী নাইডু'র পরিচয় কি ?

ইনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালিকা ও কবি। এঁর লেখা ইংরাজী কবিতা সারা পৃথিবীতে আদৃত হয়েছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এঁর বাবার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৯ সালে হায়দ্রাবাদে এঁর জন্ম হয়। ১৮৯৮ সালে ইনি নিজাম সরকারের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ এম্ জি নাইডু ব'লে এক মাদ্রাজী চিকিৎসককে বিবাহ করেন। ইনি হায়দ্রাবাদ, গির্টন কলেজ ও কেম্ব্রিজে লেখাপড়া শেখেন। প্রথম জীবনে ইনি হায়দ্রাবাদে বন্যা-

পীড়িতদের সেবা করার জন্য ইংলণ্ডের রাজার কাছ থেকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' বলে স্বর্ণপদক পান। ইনি ভারতের মহিলা-আন্দোলনের অন্যতম নায়িকা ও রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের মহিলাদের প্রতিষ্ঠা ইনিই করেছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনিই প্রথম মহিলা-সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেনে। তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্বে পৃথিবীর বহু আন্তর্জ্জাতিক সভায় বক্তৃতা ক'রে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন ও তাঁর বাগ্মীতার পরিচয়ে বহুদেশে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ১৯৩১ সালে তিনি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করেন। রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য তিনি একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তাঁর লেখা 'The Bird of Time', 'The Broken wing', 'The Golden Threshold' বলে কবিতার বই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

'রাধাকৃষ্ণনের' পরিচয় কি ?

পৃথিবী-বিখ্যাত ভারতের অন্যতম দার্শনিক ও পণ্ডিত। তাঁর পুরো নাম 'স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্' ১৮৮৮ সালে মাদ্রাজে তাঁর জন্ম হয়। ইনি মাদ্রাজ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯২৬ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করেন এবং ১৯৩৬ সাল্ থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যধর্ম্মের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩৯ সালে তিনি জেনেভাতে লীগ অফ্ নেশনের 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল কমিটি অন্ ইণ্টেলেকচুয়াল কো-অপারেসন' সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন ও ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

মার্শাল পেতঁ্যা কে ?

ফ্রান্সের রাষ্ট্র-প্রধান বা 'চীফ্ অফ্ দি স্টেট্'—এঁর পুরা নাম হেন্‌রি ফিলিপ পেতঁ্যা (Henri Philipe Petain) ১৮৫৬ সালে ফ্রান্সের 'কশি-আ-লা টুর' (Cauchy-A-La-Tour) বলে যায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯০৬ সালে এক সামরিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন—১৯১২ সালে কর্ণেল উপাধি পান—১৯১৪ সালে গত যুদ্ধের সময় তিনি জেনারেলের পদ পান—১৯১৩ সালে 'ভার্দ্দুনে'র যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখান—১৯১৭ সালে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ নিযুক্ত হন ও পরে ১৯১৮ সালে 'মার্শ্যাল' হন। ১৯৩১ সালে ফ্রান্সের দেশরক্ষা পরিষদের সহকারী-সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী 'রেনো'র (Reynaud) সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে ইনি রেনোকে হটিয়ে প্রধান মন্ত্রী হন। জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ইনিই ফ্রান্সকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন এবং তারপর থেকে জার্ম্মানীর তাঁবেদার ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করছেন।

'লাভাল্' কে ? ও তাঁর পরিচয় কি ?

ইনিও ফ্রান্সের এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, এঁর নাম পিঁয়ারে লাভাল (Pierre Laval)। ১৮৮৩ সালে এঁর জন্ম হয়। ১৯২৫ সালের পর থেকে ফ্রান্সের মন্ত্রীসভায় এঁর খুব প্রতিপত্তি শুরু হয়। তিনি ১৯৩১-৩২ সালে ও ১৯৩৫-৩৬ সালে যথাক্রমে প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক সচিব নিযুক্ত হন। কেউ কেউ বলেন ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে এঁর যোগাযোগ ছিল এবং ১৯৪০ সালে 'রেনো'-মন্ত্রীসভার পতনের জন্য ইনিই অন্যতম দায়ী। ইনি পরে পেতঁ্যার সহকারী-মন্ত্রী নিযুক্ত হন

কিন্তু ক্ষমতার লোভে পেতাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে কয়েক মাস পরেই পদচ্যুত হন এবং বন্দী হয়ে আছেন।

'মলোটভ্ কে ?

রুশিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ—এঁর পুরা নাম 'ভিয়াংশেশ্লভ্ মিখাইলেভিচ্ মলোটভ্' (Viatscheslav Mikhailovitch Molotov)। ১৮৯০ সালে রুশিয়ার 'ককার্কা' বলে যায়গাটিতে জন্ম হয়। ১৯০৬ সালে ইনি বল্‌শেভিক্ দলে যোগ দেন এবং পর পর কয়েকবার দণ্ডিত হন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পর 'পেট্রোগ্রাদের' 'ওয়ার-ট্রিবিউন্যালে' যোগ দেন। ১৯৩০ সালে তিনি 'পিপলস্ কমিশার' সভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সাল থেকে ইনি রুশিয়ার বিদেশ সংক্রান্ত কার্য্যগুলি পরিচালনা করছেন।

'মলিসন' (Mollison) কে ?

ইনি হচ্ছেন জগৎপ্রসিদ্ধ বিমানচালক—এঁর পুরা নাম 'জেমস্ এলান্ মলিসন'। ১৯০৫ সালে গ্ল্যাস্‌গো শহরে এঁর জন্ম হয়। ইনি বিমানে ক'রে একা উত্তর এবং দক্ষিণ আতলান্তিক পার হয়ে পৃথিবীতে একটা চাঞ্চল্য আনেন। ইনি ১৯৩২ সালে বিখ্যাত মহিলা-বৈমানিক 'এমি জনসন'কে বিবাহ করেন।

'মাদাম মণ্টেসরী'র পরিচয় কি ?

এই মহিলাটি শিশুশিক্ষার নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করে জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁর নাম 'ম্যারিয়া মণ্টেসরী' (Maria Montessori) ১৮৭০ সালে ইতালীর 'আন্‌কোনা' অঞ্চলে এঁর জন্ম হয়। ১৮৯৪ সালে রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী পান এবং রুগ্ন ও বিকৃত-মানস শিশুদের এক ক্লিনিকে সহকারী চিকিৎসকের

পদ পান। এই সময় থেকেই তিনি শিশু-মনের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন এবং পরে তাঁর প্রবর্ত্তিত 'মণ্টেসরী-প্রথা' শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নূতন আলো দেখায়।

'ইওনে নোগুচি' (Yone Noguchi) কে?

জাপানের বিখ্যাত কবি—১৮৭৫ সালে জাপানের 'আইচি' প্রদেশের 'শুশ্‌হিমা' বলে যায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। টোকিওতে লেখাপড়া শেখেন—১৮৯৩ সালে আমেরিকা যান, ১৯০৩ সালে ইংলণ্ডে যান ও ১৯০৪ সালে জাপানে ফিরে এসে—জাপানে 'কিও (Keio University) বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর বিশেষ পরিচয় হয়।

'মাকোটো মিনোরু সায়েটো' (Makoto Minoru Saito) কে?

ইনি হচ্ছেন জাপানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। ১৮৫৮ সালে জাপানের 'ইংতে কুয়েন' অঞ্চলে এক দরিদ্র পরিবারে এঁর জন্ম হয়। ১৮৭৩ সালে ইনি জাপানের নৌবহরে যোগ দেন এবং যথাক্রমে ১৮৯৭ সালে 'কম্যাণ্ডার', ১৯০০ সালে 'রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল', ১৯১২ সালে 'ফুল্‌ এ্যাড্‌মিরাল' বা নৌবহরের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। রুশো-জাপান যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ১৯০৭ সালে তাঁকে ব্যারণ ও ১৯২৫ সালে তাঁকে 'ভাইকাউণ্টে'র সম্মানে ভূষিত করা হয়। জাপানের নৌ-বহরকে পাশ্চাত্য রীতিতে গড়ে তোলার জন্য সায়েটো বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯৩২ সালে তিনি জাপানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি চীন ও মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের নীতিকে জাপানে জাগ্রত করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ও তাঁর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন।

ডাক্তার 'শাখ্‌ট্‌' (Dr. Schacht) কে ?

জার্ম্মানীর বিখ্যাত ধনী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌—তাঁর পুরো নাম (Horace Greely Hialner Schacht)। ১৮৭৭ সালে হোল্‌স্টেনের টিংলোর বলে যায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। ১৯৩০ সালে তিনি ড্রেস্‌ডেনের ব্যাঙ্কের ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তারপর যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে তিনি জার্ম্মানীর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯২৩ সালে 'রাইখ্‌শ্‌ ব্যাঙ্কের' সভাপতি নিযুক্ত হন এবং জার্ম্মানীর যুদ্ধঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেন। ১৯৩০ সালে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯৩১ সালে নাৎসী দলে যোগ দেন এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার হওয়ার পর তিনি আবার 'রাইখ্‌শ্‌ ব্যাঙ্কের' সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি সমস্ত বৈদেশিক ঋণের উপর 'মোরাটরিয়াম' ঘোষণা করেন। তিনি জার্ম্মানীর অর্থনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে জার্ম্মান রাষ্ট্রকে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

'আমানুল্লা'র পরিচয় কি ?

ইনি আফগানিস্থানের আমীর বা রাজা ছিলেন। আমীর হবিবুল্লা খানের তৃতীয় পুত্র—১৮৯২ সালে এঁর জন্ম হয়। ১৯১৯ সালে এঁর বাবা আমীর হবিবুল্লা নিহত হওয়ার পর ২০শে ফেব্রুয়ারী ইনি আমীর হন। কিন্তু তাঁর কাকা নস্‌রুল্লা খান রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লব এনে সমস্ত ওলটপালট করে দিয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসেন, সামান্য কিছুদিন এইভাবে চলবার পর আমানুল্লা আবার রাজপদে অভিষিক্ত হন। ঐ বছর আফগান সৈন্যেরা ভারত আক্রমণ করে এবং যার ফলে অগাস্টমাসে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয় ও আফগানিস্থানকে স্বাধীন রাজ্য বলে গণ্য করা হয়। ১৯২৮ সালে রাজা আমানুল্লা ও রাণী সৌরিয়া পাশ্চাত্যদেশসমূহ বেড়িয়ে

এসে তাঁর রাজ্যে কতকগুলি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও ১৯২৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী তাঁকে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হয়। তারপর থেকেই তিনি স্বদেশ ছেড়ে চলে গিয়ে ইতালীতেই বসবাস করতে থাকেন।

মিঃ আমেরীর পরিচয় কি ?

বর্ত্তমানে ইনি বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত। এঁর পুরো নাম হচ্ছে 'লিওপোল্ড চার্লস মরিস স্টেনেট এমেরী'। ১৮৭৩ সালের ২২শে নভেম্বর ভারতবর্ষের গোরখপুরে এঁর জন্ম হয়, ইনি হ্যারো, ব্যালিয়ল ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যারিস্টার হন। ১৮৯৯ সালে 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকায় 'দক্ষিণ আফ্রিকা যুদ্ধে'র প্রধান সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি পার্লামেণ্ট সভার সদস্য ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধ পরিষদের সহকারী-সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে এমেরী সাহেব 'ফার্ষ্ট লর্ড অফ দি এ্যাড্‌মিরাল্‌টি' নিযুক্ত হন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ পর্য্যন্ত তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের 'উপনিবেশ-সচিব' হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪০ সালের মে মাসে তিনি 'ভারত-সচিব' নিযুক্ত হন।

এচ্‌-জি-ওয়েল্‌সের (H. G. Wells) পরিচয় কি ?

বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম চিন্তাবীর, মনীষী ও সাহিত্যিক। তাঁর পুরো নাম 'হার্ব্বার্ট জর্জ্জ ওয়েল্‌স্'। ১৮৬৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি ইংল্যাণ্ডের কেণ্ট প্রদেশের ব্রম্‌লির একটি ছোট্ট মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবারের অবস্থা ভাল ছিল না বলে 'ওয়েল্‌স্‌কে' ১৩ বছর বয়সেই স্কুল ছাড়িয়ে এনে এক ডাক্তারখানায় শিক্ষানবীশের চাকুরীতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বিশেষ কৃতকার্য্য

না হওয়াতে—ওয়েল্‌স এক দরজির দোকানে চাকুরী নিলেন। কাজ কর্ম্মের অবসরে এখানেই বসে বসে তিনি পড়াশুনা করতেন। তারপরে কোনও রকম করে নিজের চেষ্টায় ১৮৮২ সালে মিড্‌হার্ষ্ট গ্রামার স্কুলে ভর্ত্তি হন, এবং সেখান থেকে লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে পড়তে যাওয়ার জন্য এক বৃত্তি পান। ১৮৮৮ সালে লণ্ডন থেকে তিনি জীব-তত্ত্বের গ্রাজুয়েট হন। পরে কিছুদিন তিনি জীব-তত্ত্বের অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আসেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস "দি টাইম মেশিন" (The Time Machine) প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে তাঁর 'দি ইনভিজিবিল ম্যান' (The Invisible Man) প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯০৫ সালে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'কিপস্' (Kipps) প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে তাঁর (Outline of History) এক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি উপন্যাস লেখক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবে সমান খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

রোমাঁ রোলাঁ-র (Romain Rolland) পরিচয় কি ?

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও মনীষী। ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী ফ্রান্সের 'নিভ্‌রে' (Nievre) বলে জায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি প্যারিসে কলা ও ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৮৯৫ সালে ইনি একটি 'থিসিস্‌' লিখে 'ফ্রেঞ্চ একাডেমী'র সদস্য হওয়ার সম্মান পান। ১৯০৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'Jean Christopher' গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। ১৯১২ সালে তিনি ১০টি খণ্ডে এই গ্রন্থ শেষ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। পরে তিনি বহু বিখ্যাত মনীষীর জীবনী রচনা করেছেন।

আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ বই লিখেছেন। ১৯১৪ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান—কারণ দেশের লোকের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হয়, পরে অবিশ্যি দেশে ফিরে আসেন।

'বার্ণাড-শ'র (George Bernard Shaw) পরিচয় কি ?

ইনি পৃথিবী বিখ্যাত নাট্যকার, সমালোচক ও সাহিত্যিক। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই ডাবলিন শহরে এঁর জন্ম হয়। এঁর বাবা ছিলেন কোর্টের সাধারণ কর্ম্মচারী। ছোটবেলায় বার্ণাড-শ' ডাবলিনের ওয়েস্‌লিয়ান কনেক্সনাল স্কুলে শিক্ষা পান—কিন্তু ১৪ বছর বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে ডাবলিনের এক জমির দালালের আপিসে চাকুরীতে ভর্ত্তি হন। পাঁচ বছর এখানে চাকুরী করার পর বিরক্ত হয়ে চাকুরী ছেড়ে তিনি ১৮৭৬ সালে লণ্ডনে যান। লণ্ডনে গিয়ে তিনি সাহিত্য রচনার কাজে মন দেন, তবে প্রথম নয়টি বৎসর তাঁর বিশেষ কষ্টে কাটে। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে তিনি পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু কোন প্রকাশকই তা ছাপাতে রাজি হলেন না। যাই হোক সেগুলি সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৮৮২ সালে তিনি সমাজতন্ত্রী হেনরী জর্জ্জের এক বক্তৃতা শুনে সমাজতন্ত্রবাদে বিশেষ আস্থাবান হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি কয়েক বছর ধরে 'পলমল্ গেজেট', 'দি ষ্টার' প্রভৃতি পত্রিকায় 'কর্ণি দি বাসেটো' (Corni de Basseto) এই ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকায় G. B. S. এই স্বাক্ষরে নাটক ও রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা লিখতে আরম্ভ করেন। তারপর তিনি কয়েকটি নাটক লেখেন। ১৮৯২ সালে তাঁর প্রথম নাটক লেখা শেষ হয়। ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁর অদ্ভুত রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯০৫ সালে

তাঁর নাটক "ম্যান এণ্ড সুপারম্যান" (Man & Superman) লণ্ডনের থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং তখন থেকেই তাঁর নাটকের বিশেষ আদর শুরু হয়। ১৯২৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান এবং সমস্ত টাকা 'এ্যাংলো সুইস্ ফাউণ্ডেসন' বলে প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। সাহিত্য রচনায় তাঁর নিজস্ব ব্যঙ্গ ও বাক্‌চাতুরী সমস্ত জগতকে বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছে।

ডাঃ ভোরোনফ্ (Serge Voronoff) কে ?

বর্ত্তমান জগতের তিনি একজন বিশিষ্ট শরীতত্ত্ববিশারদ। ১৮৬৬ সালে তাঁর জন্ম হয়। ১৯১৭ সালে প্যারিসের সামরিক হাসপাতালে তিনি প্রধান অস্ত্রচিকিৎসকের কাজে নিযুক্ত হন এবং পরে ফ্রান্সের অন্যান্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হন। ভরোনফের নাম জগতে প্রসিদ্ধ হয়েছে এইজন্য যে, তিনি গবেষণা করে গ্রন্থি-সংযোজন (Gland Treatment) দ্বারা বৃদ্ধের যৌবন ফিরিয়ে আনার কতকগুলি উপায় আবিষ্কার করেছেন।

'হিরোহিটো' (Hirohito) কে ?

ইনিই জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট। ইনি হচ্ছেন জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট 'তায়শো'র (Taisho) পুত্র। ১৯০১ সালের ২৯শে এপ্রিল এঁর জন্ম হয়—১৯২১ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করে আসেন—১৯২৬ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর জাপানের সিংহাসনে বসেন। জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি ও যুদ্ধশক্তির সংগঠনে ইনি বহু সংস্কার সাধন করেন। ইনি ১৯২৪ সালে প্রিন্সেস্ নাগাকো-কে বিবাহ করেন। ১৯৩৩ সালে এঁর একটি ছেলে অর্থাৎ জাপানের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিজে একজন কবি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুরাগী।

'ক্যালিনিন' (Kalinin) কে ?

ইনি বর্ত্তমানে রুশিয়ার 'সুপ্রিম সোভিয়েট' রাষ্ট্রসভার প্রেসিডেণ্ট, রুশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা। এঁর পুরো নাম হচ্ছে—'মাইকেল আইভানোভিচ্ ক্যালিনিন্' (Michael Ivanovitch Kalinin). ১৮৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর এঁর জন্ম হয়। ইনি একজন চাষী। ১৮৯৮ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং এর ফলে বহুবার দণ্ডিত হন। জিনোভিভ্ দলের কবল থেকে স্ট্যালিন এঁর সহয়তাতেই মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

'মরিস ল্যাম্বার্ট' (Morris Lambert) কে ?

ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, তাঁর জন্ম ১৯০১ সালে। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স ৪৩ বৎসর। ইতিমধ্যেই তিনি সারা পৃথিবীতে ভাস্কর্য্যের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন এবং তাঁর খোদাইকরা বহু মূর্ত্তি লণ্ডনের 'টেট্ গ্যালারী' ও 'ম্যাঞ্চেষ্টার আর্ট' গ্যালারীতে স্থান পেয়েছে।

'হ্যারল্ড ল্যাস্কী' (Harold. J. Laski) কে ?

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত। ইনি রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন। ১৮৯৩ সালের ৩০শে জুন ম্যাঞ্চেস্টারে এঁর জন্ম হয়। রাজনীতি বিজ্ঞানে এঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সারা জগত মুগ্ধ হয়েছে।

'সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্' (Sinclair Lewis) কে ?

ইনি হচ্ছেন পৃথিবী বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক। ১৮৮৫ সালে মিনেসোটার সক্-সেণ্টার বলে জায়গাতে এঁর জন্ম হয়। ১৯২০ সালে এঁর 'মেন্ স্ট্রীট' (Main Street) বলে নভেলটি প্রকাশিত হওয়ায়

আমেরিকার সাহিত্য-জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ১৯২৪ সালে তাঁর 'এ্যারোস্মিথ' (Arrowsmith) বলে নভেল প্রকাশিত হয় ও তাঁকে 'পুলিট্জার পুরস্কার' নিবেদন করা হয়, কিন্তু তিনি সে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩০ সালে তিনি সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার পান।

'লিণ্ডবার্গ' কে ?

ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত আমেরিকান বৈমানিক—১৯০২ সালে 'ডেট্রয়ট' শহরে এঁর জন্ম হয়, এঁর পুরো নাম 'চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ' (Charles Augustas Lindbergh). ইনি ১৯২৭ সালে একা বিমানযোগে নিউইয়র্ক থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড হয়ে প্যারিসে যান ; এবং এইজন্য তিনি "আমেরিকার জাতীয় বীর" বলে পরিগণিত হন ও বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৯২৯ সালে ইনি মেক্সিকোর আমেরিকান দূতের কন্যা মিস Morrowকে বিবাহ করেন। ১৯৩২ সালে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী ও পুত্র চুরি যায় ও তাকে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৪১ সাল থেকে তিনি আমেরিকার 'যুদ্ধবিরোধী' দলে যোগ দেন।

'ওয়াল্ট ডিস্নে' (Walter Disney) কে ?

ইনি হচ্ছেন 'মিকি মাউস' প্রভৃতি সচল-ব্যঙ্গচিত্রের স্রষ্টা। ১৯০১ সালের ৫ই ডিসেম্বর শিকাগো শহরে এঁর জন্ম হয়। ১৯২৩ সাল থেকে সচল ব্যঙ্গচিত্রের পরিকল্পনা এঁর মাথায় ঢোকে এবং তখন থেকেই তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে তাঁর সৃষ্টি 'মিকি মাউস' চিত্রজগতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯৩২ সালে সিলি সিম্ফনী (Silly Symphony) এই পর্য্যায়ে অনেকগুলি ছবি তৈরী করেন এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সালে

'ইয়েল' বিশ্ববিত্যালয় তাঁর এই কৃতিত্ব ও খ্যাতির জন্য তাঁকে সম্মানজনক M. A. উপাধি দেন।

এ্যাণ্টনী ইডেনের' (Anthony Eden) পরিচয় কি ?

ইনি একজন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ—বর্ত্তমানে বৃটেনের পার্লামেণ্টের সদস্য ও বৈদেশিক-সচিব (Foreign Secretary) ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন এঁর জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খুব নামকরা ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং তখনকার বৈদেশিক-সচিব অস্টেন চেম্বারলেনের সেক্রেটারীরূপে কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'লর্ড প্রিভি সীল' পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে 'লীগ অফ্ নেশন্স' সংক্রান্ত কাজের জন্য অন্যতম মন্ত্রীর পদ পান। ১৯৩৮ সালে তিনি মন্ত্রীসভা ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে আবার তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দেন।

'আইন্স্টাইন' কে ?

জগৎপ্রসিদ্ধ সুইস্ পদার্থবিদ্ পণ্ডিত অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ডের লোক। আলোক তরঙ্গের রহস্য সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করে জগতে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ জার্ম্মাণীর 'উল্ম্' (Ulm) শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম এলবার্ট আইন্স্টাইন, (Albert Einstein). মিউনিক শহরে তাঁর বাবার ছিল একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা কিন্তু ১৮৯৪ সালে এই কারখানা ইতালীতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আইন্স্টাইন ছোটবেলায় এক সুইস্ স্কুলে লেখাপড়া শেখেন। অল্প বয়সেই অঙ্কে তিনি এমন কৃতিত্ব দেখান যে, তরুণ বয়সেই তিনি জুরিকের Zurich এক স্কুলে অঙ্কের মাষ্টারীর চাকরী পান। ১৯০৯ সালে তিনি 'জুরিক' (Zurich) বিশ্ববিত্যালয় থেকে Ph. D. ডিগ্রি পান।

১৯২০ সাল থেকে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি' সভার "বিদেশী সদস্য" নির্ব্বাচিত হন এবং ঐ বৎসরেই তিনি পদার্থবিদ্যার 'জন্য 'নোবেল পুরস্কার' পান। তিনি 'নাৎসীবিরোধী' ইহুদী বলে জার্ম্মানী থেকে বিতাড়িত হন। তিনি বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'চিন্তাবীর' বলে পরিচিত।

'হেনরী ফোর্ড'এর পরিচয় কি ?

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী আমেরিকার বিখ্যাত 'ফোর্ড' মোটর গাড়ীর কারখানার মালিক—১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান প্রদেশের 'ডিয়ারবর্ণ' বলে জায়গাটিতে এক গরীব চাষীর ঘরে এঁর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকে এঁর কলকব্জার দিকে ঝোঁকটা বেশী ছিল এবং ক্রমশঃ সেই খেয়ালই তাঁকে যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। এঁর জীবনী খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রত্যেকেরই পড়া উচিত। ইংরাজীতে এঁর জীবনী অনেকেই লিখেছেন।

'আলেকজাণ্ডার আলেখাইন' (Alekjander Alekhine) কে ?

পৃথিবী-বিখ্যাত রুশ দাবা খেলোয়াড়। ১৮৯২ সালে মস্কোতে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ইনি দাবা খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ১৯২৭ সালে তিনি পৃথিবী-জয়ী দাবা খেলোয়াড় বলে গণ্য হন। ১৯৩৪ সালে 'এস্ ফ্লোর' বলে বিখ্যাত খেলোয়াড়ের কাছে তিনি প্রথম হেরে যান। ১৯৩৮ সালে আবার 'চ্যাম্পিয়ন' হন।

'ড্য-নুঁ্যৎ-সীও' (D, Annunzio) কে ?

ইতালীর বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৮৬৩ সালে 'পেস্কারা'তে এঁর জন্ম হয়। ১৫ বছর বয়সে এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Primo Vere'

প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ, ছোট-গল্পের বই ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। গত মহাযুদ্ধে তিনি বিমানচালক হিসাবে যোগ দেন এবং এই সময় তাঁর একটি চোখের দৃষ্টি হারান। ১৯১৯ সাল থেকে তিনি ইতালীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তাঁকে 'Monte Nevoso'র 'প্রিন্স' আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের একজন বিশেষ সমর্থক। তাঁর বহু বিখ্যাত বই ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে।

'ভিকি বামে'র পরিচয় কি ?

বিখ্যাত জার্ম্মান মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৯৬ সালে ভিয়েনাতে এঁর জন্ম হয়। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী—তবে তাঁর রচিত উপন্যাস 'গ্রাণ্ড হোটেল' Grand Hotel প্রকাশিত হবার পর উপন্যাস-লেখিকা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

'ডাঃ বেনেসে'র পরিচয় কি ?

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনীতিবিদ্—১৮৮৪ সালে বোহেমিয়ার কোজ্‌লানি (Kozlany) বলে যায়গায় এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ফ্রান্স ও প্রাগে লেখাপড়া শেখেন এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ 'মাসারেক'-এর Masrryk অধীনে পড়াশুনা করেন। পরে চেকোশ্লোভাক জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। ১৯১৫ সালে তিনি প্যারিসে যান সেখানে ১৯১৭ সালে চেকোশ্লোভাক ন্যাশনাল কাউন্সিলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন, চেকোশ্লাভাকিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবার পর তিনি সেখানকার বৈদেশিক-সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। মিউনিক-চুক্তির পর তিনি পদত্যাগ করে শিকাগোতে বক্তৃতা করতে থাকেন এবং ১৯৩৯ সালে তিনি ইংলণ্ডে

এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে এক্সিস্-বিরোধী স্বাধীনতাবাদী চেক্‌দের গঠিত ও লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত 'চেক জাতীয় সমিতি'র সভাপতি হন।

'ফ্রেড্রিক্ বার্জিয়াস' (Friedrich Karl Rudalph Bergius) কে ?

ইনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ জার্ম্মান রসায়নবিদ্। ১৮৮৪ সালে সাইলেসিয়ার অন্তর্গত 'গোল্ডস্মিডেন' বলে জায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। ইনি বর্ত্তমান ইউরোপের একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও ব্যবসায়ী। তিনি প্রথম হানোভারে এক নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর গবেষণার ফলে কয়লাকে তেলে পরিণত করা এবং কাঠ থেকে চিনি তৈরী হওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৯৩১ সালে রসায়নশাস্ত্রে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তিনি জার্ম্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য বহু বড় বড় কারখানার ডিরেক্টর।

'প্রাইমো কারনেরা' (Primo Carnera) কে ?

প্রাইমো কারনেরা হচ্ছেন পৃথিবী-বিখ্যাত ইতালীয়ান মুষ্টিযোদ্ধা। ১৯০৭ সালে ভিনিসে এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করতেন—পরে সার্কাসে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে লণ্ডনে আসেন এবং পরের বছরেই 'জ্যাক্ স্ট্যানলী' ব'লে মুষ্টিযোদ্ধাকে হারিয়ে দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে নিউইয়র্কে 'জ্যাক্ শার্কি'কে (Jack Shirkey) হারিয়ে দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে 'হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান' বলে পরিগণিত হন। ১৯৩৪ সালে 'টমি লোগ্হার্ণ'কে হারিয়ে দেন।

'কার্ল র‍্যাডেক্' (Karl Radek) কে ?

ইনি হচ্ছেন পৃথিবী-বিখ্যাত একজন রুশ-সাংবাদিক। তাঁর আসল নাম 'সোবেলসন্' (Sobelsohn)। ১৯০৫ সালে জার্ম্মানী ও পোলাণ্ডে

সমাজতন্ত্রবাদী সাংবাদিক ব'লে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং গত মহাযুদ্ধের সময় সুইজারল্যাণ্ড থেকে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারকার্য্য চালান। ১৯১৭ সালে 'লেনিন' ও 'জিনেভিভ্'এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং বল্‌শেভিক প্রচারকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বার্লিনে যান ও সেখানে বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ১৯১৯ সালে কারারুদ্ধ হন। পরে তিনি রুশিয়ার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'প্রাভ্‌দা' (Pravda) ও 'ইজভেস্টিয়া' (Izvestia) পত্রের সম্পাদনা করেন। ১৯২০ সালে 'ট্রট্স্কি'র পক্ষ অবলম্বন করার ফলে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং স্ট্যালিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরিচিত হন। ১৯২৯ সালে আবার তাঁকে 'কম্যুনিস্ট' দলে গ্রহণ করা হয় কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব তাঁর অনেক কমে যায়, তবে রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে।

পার্ল বাকের' (Pearl Buck) পরিচয় কি ? তিনি কোথায় থাকেন ?

বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক; ইনি আমেরিকান এক পাদরীর মেয়ে, এঁর জন্ম হয় চীনদেশে। তিনি আমেরিকান হয়েও জীবনের অধিকাংশটাই চীনে কাটিয়েছেন। ১৭ বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়, শিক্ষা শেষ করে তিনি চীনদেশে ফিরে 'জন লসিং বাক্' বলে আমেরিকান এক পাদরীকে বিয়ে করেন। তিনি চীনা ভাষায় সুদক্ষ, তাঁর লেখা 'Good Earth' পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত বই। ১৯৩৮ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

'এরিক্ ম্যারিয়া রিমার্ক' (Eric Maria Remarque) কে ?

জগৎ-প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ঔপন্যাসিক—১৮৯৮ সালে জার্ম্মানীর ওনাস্‌ব্রাক্ (Onasbruck) বলে যায়গাটিতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম

Erich Paul Remark. গত মহাযুদ্ধের সময় মাত্র ১৮ বছর বয়সেই সে লেখাপড়া ছেড়ে জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়, যুদ্ধক্ষেত্রের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য সেখানেই সে বই লেখা শুরু করে। ১৯২৯ সালে তিনি তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বিখ্যাত বই 'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' (All Quiet on the Western Front) বলে বই লিখে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করেন। যুদ্ধে সৈনিকের জীবনের এমন নিখুঁত চিত্র আর কোনও ঔপন্যাসিকই নাকি দেখাতে পারেননি। এই বইটির ২০টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ও ২০ লক্ষ বই বিক্রী হয়েছে। ১৯৩১ সালে তাঁর যুদ্ধ-সংক্রান্ত অন্য বই 'রোড্ ব্যাক্' (Road Back) প্রকাশিত হয় ও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

'নিকোলাস্ রোরিক্' (Nicholas Constantinovich Roerich) কে ?

ইনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ রুশ চিত্রশিল্পী ও লেখক—১৮৭৪ সালে সেণ্ট পিটার্সবার্গে তাঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে রুশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিতে চিত্র এঁকে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং পরে তিনি 'ডায়েবিলেফ্ ব্যালেটে'র দৃশ্যপটের অদ্ভুত পরিকল্পনা করে দিয়ে আরও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সময় তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করেন। নিউইয়র্কের 'রোয়েরিক যাদুঘরে' তাঁর অঙ্কিত প্রায় একহাজার ছবি আছে। এছাড়া ল্যুভার, লাক্সেমবুর্গের চিত্র প্রদর্শনী এবং ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মেও তার আঁকা ছবি সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর লেখা 'Himalaya' ও 'Maitraja' বিশেষ প্রসিদ্ধ বই।

'স্যার উইলিয়াম রোদেন্‌ষ্টীন' (Sir William Rothenstein) কে?

বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী ও লেখক—১৮৭২ সালে ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত ব্র্যাড্‌ফোর্ডে এঁর জন্ম হয়। ১৯২০ সালে ইনি সাউথ কেনসিংটনস্থ 'রয়াল কলেজ অফ আর্ট'-এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বহু বিখ্যাত চিত্র এঁকেছেন এবং সেগুলি বিভিন্ন আর্ট-গ্যালারীতে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে 'Aliens at Prayer', 'Augustus John', ও 'George Moore' বিশেষ প্রসিদ্ধ ছবি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। ইনি অনেকগুলি বইও লিখেছেন।

'ডেভিড্ লো' (David Low) কে?

ইনি ব্যঙ্গচিত্রে বা কার্টুনের জন্য সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ১৮৯১ সালে নিউজীল্যাণ্ডের 'ডিউনডিন্' প্রদেশে এঁর জন্ম হয়। প্রথমে ইনি নিউজীল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি পত্রিকায় কার্টুন আঁকতেন। ১৯১৯ সালে লণ্ডনের 'স্টার' পত্রিকায় শিল্পী হিসাবে যোগ দেন ও তাঁর কার্টুনগুলি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। ১৯২৭ সালে তিনি 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন। তাঁর কতকগুলি 'কার্টুন' বা ব্যঙ্গচিত্রের বই আছে।

'জন্ মেস্‌ফিল্ডের্' (John Edward Masefield) পরিচয় কি?

ইনি বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডের 'পোয়েট লরিয়েট' বা রাজকবি। ১৮৭৫ সালে এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি জাহাজে নাবিকের কাজ করতেন। ১৯০২ সালে প্রথম এঁর রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে

এঁর লেখা 'এভার লাস্টিং মার্সি' ('Everlasting Mercy') বলে কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরেই ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

'লিওনাইড্ মাসেইন্' (Leonide Massaine) কে?

পৃথিবী বিখ্যাত রুশ-নর্ত্তক। ইনি কয়েক বছর ধরে নিউইয়র্কে রক্সি থিয়েটারে নৃত্য-পরিচালক ছিলেন। এঁর নাচের খ্যাতির কথা পাশ্চাত্য দেশে জানে না এমন লোক খুব কমই আছে।

'আঁদ্রে মরোয়া' (Andre Maurois) কে?

ইনি হচ্ছেন বর্ত্তমানের অন্যতম বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক। তাঁর আসল নাম হচ্ছে এমিলি হেরজগ্ (Emile Herzog). ইনি গত মহাযুদ্ধে 'দোভাষী' বা Interpreter এর কাজ করেন। তাঁর লেখা 'Aeriel' ইউরোপের সাহিত্যের বিখ্যাত বই।

লর্ড ন্যুফিল্ড (Lord Nuffield) কে?

ইনি হচ্ছেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'মরিস' মোটরগাড়ীর কারখানার মালিক। এঁর আসল নাম 'উইলিয়াম রিচার্ড মরিস' (William Richard Morris). ১৮৭৭ সালে অক্সফোর্ডশায়ারে 'কাওলি' বলে জায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি একটি সাইকেলের দোকানে এপ্রেন্টিসের সামান্য কাজ করতেন, তারপরে তিনি নিজে ছোট একটি সাইকেলের দোকান করেন। ১৯০০ সালে তিনি নিজে নূতন ধরণের সাইকেল তৈরী করেন ও সাইকেল-দৌড়ের বাজিতে জয়ী হয়ে কয়েকটি পুরস্কারও পান। তারপর তিনি মোটর-সাইকেল ও মোটর-গাড়ী তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং ছোট্ট একটি কারখানা গড়ে তুললেন। ১৯২৬ সালে তিনি 'মরিস্ মোটরস লিঃ' বলে মোটরগাড়ীর

মস্ত কারখানা গড়ে তুললেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'ব্যারন্ ন্যুফিল্ড' বলে পরিচিত হন। তিনি বহু সৎকাজে বহু দান করেছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগীদের কষ্ট নিবারণের জন্য ইনি "Iron Lungs" বলে এক ধরণের মূল্যবান যন্ত্র দেশবিদেশের হাঁসপাতালে দান করেছেন।

'নুর্মী' (Nnrmi) কে ?

নুর্মী হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত দৌড়বাজ (Runner). দূরপাল্লার দৌড়ে এঁর সমকক্ষ নেই ; ইনি ফিন্ল্যাণ্ডের লোক, পুরো নাম 'পাভো নুর্মী (Pavo Nurmi). ১৯২৮ সালে দশ মাইল দৌড়ে ইনি দূরপাল্লার দৌড়ের 'রেকর্ড' স্থাপন করেছেন।

'চার্লি চ্যাপলিন্'-এর পরিচয় কি ?

জগৎ-প্রসিদ্ধ হাস্যকৌতুকাভিনেতা। এঁর পুরো নাম 'চার্লস স্পেন্সার চ্যাপ্লিন' (Charles Spencer Chaplin)—১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল লণ্ডনের কেম্বারওয়েল বলে যায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। ৭ বছর বয়স থেকেই ইনি ভ্রাম্যমান নাটুকেদলে অভিনয় শুরু করেন। ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান—১৯১৩ সালে প্রথম বায়োস্কোপের ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯১৮ সালে নিজে এক ফিল্ম কোম্পানী খোলেন। ১৯২৫ সালে 'ইউনাইটেড্ আর্টিস্টস করপোরেশন' বলে চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। তাঁর অভিনীত হাসির-ছবি সারা জগতে বিখ্যাত।

'আর্থার কম্পটন' (Arthur Compton) কে ?

ইনি হচ্ছেন বর্ত্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ; ইনি আমেরিকান। এঁর পুরো নাম 'আর্থার হোলি কম্পটন'—১৮৯২ সালে এঁর জন্ম হয়। ১৯২০ সালে ওয়াশিংটনে এবং ১৯২৩ সালে শিকাগোর বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করতেন। ১৯২৭ সালে ইংরেজ

পদার্থবিৎ পণ্ডিত উইল্‌সনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি 'এক্সরে', 'ইলেকট্রন', কস্‌মিক-রে নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন।

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (Grazia Deledda) কে ?

ইতালীর বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৯৪ সালে তাঁর "Racconti Sardi" বলে বইটিতে তাঁর খ্যাতির প্রকাশ হয়—১৯২০ সালে তাঁর 'La Madre' বলে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৬ সালে সাহিত্যে তিনি 'নোবেল পুরস্কার' পান। তিনি রোমেই বসবাস করেন। তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত বই জার্ম্মান ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

'দ্য-লা-দ্যয়ে' (Daladies) কে ?

ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ। এঁর পুরো নাম 'এডওয়ার্ড দ্য-লা-দ্যয়ে'। ১৮৮৪ সালে এঁর জন্ম হয়। ১৯১৯ সালে 'র‍্যাডিকাল সোস্যালিস্ট' দলের প্রতিনিধিত্বে ফ্রান্সের 'চেম্বার অফ্ ডেপুটিস্' পরিষদে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধ, উপনিবেশ ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভায় কাজ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন। ১৯৩৩ সালে পল্ বংকু'র (Paul Boncour) মন্ত্রীসভা যখন পরাজিত হয় তখন মাত্র ১০ মাসের জন্য 'দ্য-লা-দ্যয়ে' মন্ত্রীসভা গঠন করে কাজ চালান। ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, ১৯৪০ সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আটক আছেন।

বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ইংরাজী সাহিত্যের 'অমর-কবি' কাদের বলা হয়?

ইংরাজী সাহিত্যের "অমর-কবি" (Immortal Poet) হলেন মিল্‌টন (Milton), সেক্সপিয়ার্ (Shakespeare), কোল্‌রিজ (Coleridge), শেলী (Shelly), কীটস্ (Keats), বায়রণ (Byron), ব্রাউনিং (Browning), টেনিসন (Tennyson)।

বিদেশের কোন্ কোন্ সাহিত্যিককে কারাবাস করতে হয়েছিল?

হেনরী ডেভিড্ থরো (Henry David Thoreau), জন বুনিয়ান (John Bunyan), অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde), স্যার ওয়াণ্টার র‍্যালে (Sir Walter Raleigh), ও' হেন্‌রী (O' Henry) ও জন গল্‌সওয়ার্দ্দি (John Galsworthy)।

বিদেশের সাহিত্যের কোন্ কোন্ বই স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের পড়া উচিত?

সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ইংরাজী শিশুসাহিত্যে বহু সুন্দর সুন্দর বই আছে। তবে ছোটবেলাতেই বিশ্বসাহিত্যের এই ক'খানি বই প্রত্যেক দেশের ছেলেমেয়েরাই পড়ে থাকে—এদেশের ছেলেমেয়েদেরও পড়া উচিত। বইগুলি হচ্ছে ঃ—

Louisa May Alcottএর লেখা "Little Women"; Daniel Defoeর লেখা "Robinson Crusoe"; Lewis Carrollএর লেখা "Alice in Wonderland"; Kiplingএর লেখা "Just So Stories"; Nathaniel Hawthorneএর লেখা "Tangle-wood Tales"; Johanna Spyriর লেখা "Heidi"; Padriac Columএর লেখা "Tale of Troy"; Francis Parkmanএর লেখা "The Oregan Trail"; Mark Twainএর লেখা "Tom Sawyer"; Hugh Loftingএর লেখা "The Story of Dr. Doolittle"; Sir Walter Scottএর লেখা "Ivan Hoe"

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কাকে বলা হয় ?

'ওয়াল্ট হুইটম্যান্'কে (Walt Whitman) আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। ইনি আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ লোকের মতে—'মহাকবি' আখ্যা পাবার যোগ্য। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "Leaves of Grass" পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ।

বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও গ্রন্থকারদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হলে কোন্ কোন্ বই পড়তে হবে ?

এরও সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়; তবে মোটামুটি হিসাবে বিদেশী সাহিত্যে যে সব গ্রন্থকে (প্রাচীন ও আধুনিক) শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি বলে ধরা হয় তারই মধ্যে বিখ্যাত একশোটি বইয়ের নাম বেছে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা করে দিলাম। এই তালিকাটি ইংরাজী বর্ণানুক্রমে ও ইংরাজীতেই দিলাম।

(1) *Arabian Nights.* (2) *Anna Karenina*—Leo Tolstoy. (3) *"Acriel"*—Andre Maurois. (4) *Androcles and the Lion*—Bernard Shaw. (5) *Adam Bede*—George Elliot. (6) *An American Tragedy*—Theodore Dreiser. (7) *All Quiet on the Western Front*—Erich Maria Remarque. (8) *Babbit*—Sinclair Lewis. (9) *Barrack-Room Ballads*—Rudyard Kipling. (10) *Ballad of Hell, A*—John Davidson. (11) *Beau Geste*—Percival Christopher Wren. (12) *Canterbury Tales*—Geoffrey Chaucer. (13) *Carmen*—Prosper Merimee. (14) *Childe Harold*—Lord Byron. (15) *Count of Monte-Cristo, The*—Alexandre Dumas. (16) *Das Capital*—Karl Marx. (17) *David Copperfield*—Charles Dickens. (18) *Decline and Fall of the Roman Empire*—Gibbon. (19) *Doll's House, A*—Ibsen. (20) *Dynasts, The*—Thomas Hardy. (21) *Eminent Victorians*—Lytton Strachey. (22) *Faust*—Goethe. (23) *Forsyte Saga, The*—John Galsworthy. (24) *French Revolution, The*—Thomas Carlyle. (25) *Fairy Tales*—Jakob and Wilhelm Grimm.

(26) *Grand Hotel*—Vickey Baum. (27) *Gods Garden*—Dorothy Frances Gurney. (28) *Good Earth*—Pearl S. Buck. (29) *History of England*—Lord Macaulay. (30) *Hamlet*—Shakespeare. (31) *Hunger*—Knut Hamsun. (32) *In Memorium*—Lord Tennyson. (33) *Inferno, The*—Dante. (34) *Illiad, The*—Homer. (35) *Ivanhoe, The*—Sir Walter Scott. (36) *Inside Europe*—John Gunther. (37) *Jane Eyre*—Charlotte Bronte. (38) *Jumping Frog*—Mark Twain. (39) *Kipps*—H. G. Wells. (40) *Kim*—Rudyard Kipling. (41) *Last Days of Pompeii, The*—Bulwer Lytton. (42) *Leaves of Grass*—Walt Whitman. (43) *Last Leaf, The*—O'Henry (Sydney Porter). (44) *Leave it to Jeaves*—P. G. Woodhouse. (45) *Les Miserables*—Victor Hugo. (46) *Life of Napoleon Bonaparte*—Abbot. (47) *Little Women, The*—Louisa May Alcott. (48) *Macbeth*—Shakespeare. (49) *Mother*—Maxim Gorki. (50) *Master of Ballantrae, The*—Robert Lewis Stevenson. (51) *Mein Kampf*—Adolf Hitler. (52) *Modern Painters*—John Ruskin. (53) *Mystery of Rue Morgue, The*—Edgar Allan Poe. (54) *Madame Bovary*—Gustave Flaubert. (55) *Notre Dame De Paris*—Victor Hugo. (56) *Oliver Twist*—Charles Dickens. (57) *Outline of History, The*—H. G. Wells. (58) *Pickwick Papers, The*—Charles Dickens. (59) *Paradise Lost*—John Milton. (60) *Pilgrim's Progress, The*—John Bunyan. (61) *Poems*—Shelly. (62) *Poems*—Robert Burns. (63) *Poems*—Mathew Arnold. (64) *Poems*—Wordsworth. (65) *Pride and Prejudice*—Jane Austen. (66) *Resurrection*—Count Leo Tolstoy. (67) *Return of the Native, The*—Thomas Hardy. (68) *Rip van Winkle*—Washington Irving. (69) *Robinson Crusoe*—Daniel Defoe. (70) *Rubaiyat of Omar Khyam*—Edward Fitzgerald. (71) *Sands of Dee, The*—Charles Kingsley. (72) *Self-Reliance*—Emerson.

(73) *Saint, The*—Conrad Ferdinand Meyer. (74) *Scarlet Letter, The*—Nathaniel Hawthorne. (75) *Sunken Bell, The*—Gerhart Hauptman. (76) *Straggler of 15, A*—Sir Arthur Conan Doyle. (77) *Seven Pillars of Wisdom, The*—John Ruskin. (78) *Tanglewood Tales*—Nathaniel Hawthorne. (79) *Tales of Unrest*—Joseph Conrad. (80) *Tale of Two Cities, A*—Charles Dickens. (81) *Three Musketeers*—Alexander Dumas. (82) *Tales*—Isaac Babel. (83) *Taras Bulba*—Nikolai Gogol. (84) *Ullysses*—James Joyce. (85) *Undine*—La Motte Fouque. (86) *Uncle Tom's Cabin*—H. B. Stowe. (87) *Utopia*—Sir Thomas More. (88) *'Ugly Duckling'*—Hans Christian Andersen. (89) *Vanity Fair*—W. M. Thackeray. (90) *Virgin Soil*—Ivan Turgenev. (91) *Vicar of Wakefield*—Oliver Goldsmith. (92) *Voyage to Lilliput* (Gulliver's Travels)—Jonathan Swift. (93) *World as Will and Idea, The*—Arthur Schopenhauer. (94) *When Love is Done*—F. W. Bourdillon. (95) *Westward Ho!*—Charles Kingsley. (96) *Way of All Flesh*—Samuel Butler. (97) *Wavcrly Novels*—Sir Walter Scott. (98) *Waverer, The*—Ludwig Holberg. (99) *Wild Duck, The*—Ibsen. (100) *War and Peace*—Count Leo Tolstoy.

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও তাঁদের সৃষ্টির নাম কি?

বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাছাইকরা কয়েকজনের নাম ও তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির নাম দিলাম—ভারতীয় ও বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখ করলামনা এইজন্য যে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি যা কিছু জ্ঞাতব্য তা যথাক্রমে মধুভাণ্ড ১ম ভাগ ও ২য় ভাগে জানিয়েছি। ভাষা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যলেখকের তালিকাটুকু এখানে শুধু দিলাম।

বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাহিত্য কি?

এই প্রশ্নের জবাবে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যু-তারিখসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সেইসঙ্গে তাঁদের প্রসিদ্ধ রচনাগুলির উল্লেখ করলাম।

Sir Arthur Conan Doyle (1869-1930)—সার আর্থার কোনান্ ডয়েল—ঔপন্যাসিক—এঁর লেখা নামকরা বই—"The Adventures of Sherlock Holmes"; "Sir Nigel"; "Hound of Baskervilles"; "The Sign of Four"

Sir Thomas Henry Hall Caine (1853—1931)—স্যার টমাস হেনরী হল্ কেইন্—ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। এঁর লেখা বিখ্যাত বই "The Manxman"; "The Christian"; "The Prodigal Son"; "The Eternal City"; "The Master of Man"; "The Woman of Knockaloe".

John Drinkwater (1882-1937)—জন ড্রিঙ্কওয়াটার—কবি, সমালোচক ও জীবনীকার—এঁর লেখা বিখ্যাত বই—"Collected Poems"; "The Lyric"; "Cromwell"; ও "Pepys"; "Bird in Hand"; "Cophetua".

T. S. Eliot (1888-)—টি, এস্, ইলিয়ট—কবি ও সমালোচক—এঁর প্রসিদ্ধ বই—"The Waste Land"; "Murder in the Cathedral".

John Galsworthy (1867-1933)—জন গল্স্ওয়ার্দ্দি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পলেখক—এঁর লেখা নামকরা বই—"The Forsyte Saga" ও "Caravan".

Havelock Ellis (1859-1940)—হ্যাভলক্ এলিস্—প্রবন্ধকার ও সমালোচক—এঁর প্রসিদ্ধ বই "The Dance of Life"; "Impressions and Comments"

Kenneth Grahame (1859-1932)—কেনেথ্ গ্রাহাম—শিশুসাহিত্য রচনায় প্রসিদ্ধ—এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা "The Golden Age"; "The Wind in the Willows"; "Dream Days".

Sir H. Rider Haggard (1856-1925)—স্যার রাইডার হ্যাগার্ড—গল্পসাহিত্য লেখক—বিখ্যাত বই—"King Solomon's Mines"; "She"; "Allan Quartermain"; "Ayesha, or the Return of She".

Thomas Hardy (1840-1928)—ঔপন্যাসিক ও কবি, এঁর লেখা প্রসিদ্ধ বই হচ্ছে—"Far from the Madding Crowd"; "The Return of the Native"—"Tess of the D'urbervilles"; "Wessex Poems", "The Dynasts".

Maurice Hewlett (1861-1923)—ঔপন্যাসিক ও কবি, এঁর বিখ্যাত রচনা—'Richard Yea and Nay'; 'The Forest Lovers'; 'The Queens Quair'.

James Hilton (1900-)—ঔপন্যাসিক—এঁর প্রসিদ্ধ বই 'Lost Horizon' ও 'Good bye Mr. Chips'. ; "We are not alone".

Anthony Hope (1863-1933)—এন্টনি হোপ, ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"The Prisoner of Zenda" ; "Rupert of Hentzau" ; "The Dolly Dialogues".

Alfred Housman (1859-1933)- আল্‌ফ্রেড হাউস্‌ম্যান, প্রসিদ্ধ কবি, এঁর বিখ্যাত কবিতার বই—"A Shropshire Lad".

Lawrence Housman (1865-)—লরেন্স হাউসম্যান্—কবি, এঁর বিখ্যাত বই "Green Arras", "Spikenard" , "Mendicant Rhymes".

A. S. M. Hutchinson (1879-)—হাচিন্‌সন, ঔপন্যাসিক, এঁর প্রসিদ্ধ বই—"If Winter Comes", "The Happy Warrior", "This Freedom".

Aldous Huxley (1894-)—অলডুয়াস হাক্সলি—কবি, প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক, এঁর বিখ্যাত রচনা—"Chrome Yellow" ; "Antic Hay", "Point Counterpoint" ; "Brave New World" ; "Eyeless Gaza".

Jerome K. Jerome (1859-1927)—জোরোম-কে-জেরোম, রসরচনায় বিখ্যাত, এঁর প্রসিদ্ধ বই "Three Men in a Boat" ; "The Idler".

James Joyce (1882-)—জেমস্‌ জয়েস্, কবি ও ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Portrit of the Artist as a young Man", "Dubliners","Ullysses".

Margaret Kennedy (1896-)—মার্গারেট কেনেডি, মহিলা ঔপন্যাসিক ও নাটক লেখিকা—এঁর প্রসিদ্ধ বই "The Constant Nymph" ; "Escape me Never".

Rudyard Kipling (1865-1936)—রুডিয়ার্ড কিপলিং, কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Kim", "Barrack-room Ballads", "Puck of Pooks Hill", "Just so Stories", "The Jungle Book" ১৯০৭ সালে ইনি নোবেল পুরস্কার পান।

Andrew Lang (1844-1912)—কবি ও গদ্য লেখক, এঁর বিখ্যাত বই—"Ballades in Old China", "Blue", "Red", "The Making of Religion", "The Maid of France".

John Masefield (1875-)—কবি ও ঔপন্যাসিক, ইনিই বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের রাজকবি বা "Poet Laureatte"—এঁর লেখা বিখ্যাত বই "Salt Water Ballads"; "The Daffodil Fields" "Dauber" "Reynard the Fon" "Sard Harker", "The Everlasting Mercy", "Land Workers".

A. A. Milne (1882-)—এ-এ-মিল্‌নে, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্যের স্রষ্টা—এঁর প্রসিদ্ধ বই "When we were very Young" "Winnie the Pooh".

Alfred Noyce (1880-)—আলফ্রেড নোয়েস্‌, কবি, এঁর প্রসিদ্ধ বই—Tales of the Mermaid Tavern", "The Wine Press".

J. B. Priestley (1894-)—জে-বি প্রিষ্টলে, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার এঁর প্রসিদ্ধ রচনা—"The Good Companions", "Angel Pavement".

George Sainisbury (1845-1933)—জর্জ্জ সেণ্টস্‌বেরী, সমালোচক ও ঐতিহাসিক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"A History of Criticism", "A Short History of English Literature"

George Bernard Shaw (1856-)—প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার, বিখ্যাত রচনা—"Man & Superman"; "Pigmallion"; "Cashel Byrons Profession", "Arms and the Man". ১৯২৫ সালে নোবেল প্রাইজ পান।

Lytton Strachey (1880-1932)—লিটন ষ্ট্রাচি, বিখ্যাত জীবনীকার, এঁর প্রসিদ্ধ রচনা—"Eminent Victorians", "Queen Victoria", "Elizabeth & Essex"; "Books and Characters".

Sir Hugh Walpole (1884-)—স্যার হিউ ওয়ালপোল ঔপন্যাসিক—এঁর প্রসিদ্ধ রচনা—"Fortitude", "Rogue Herris".

H. G. Wells (1806-)—এচ্‌-জি ওয়েলস্‌, ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক, এঁর প্রসিদ্ধ বই—"Tono Bongay"; "The Time Machine"; "Outline of History"; "Shape of things to Come"; "Men like Gods".

Rebecca West (1892-)—রেবেকা ওয়েস্ট, সমালোচনা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লেখিকা, এঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—"The Judge"; "Harriet Hume"; "The Return of the Soldier"; "The Thinking Reed".

Virginia Woolf (1882-)—ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, সমালোচনা ও উপন্যাস

লেখিকা; এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—"Mrs. Dalloway"; "The Light House"; "Orlando"; "The Years"; "Jacobs Room".

Edward Forster (1879-)—এডওয়ার্ড ফর্ষ্টার, ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Passage to India"; The Celestial Omnibus" "The Longest Journey"; "Where Angels fear to Tread".

Lawrence Binyon (1869-)—লরেন্স বিনিয়ন্, কবি, ঐতিহাসিক ও নাট্যকার; এঁর বিখ্যাত সৃষ্টি—"Attila"; "Boadicea"; "Poems of Nizami"; "The Four Years"; "Flight of the Dragon".

Noel Coward (1899-)—নোয়েল কাওয়ার্ড, ইনি নাট্যকার, সঙ্গীত রচয়িতা ও অভিনেতা—এঁর বিখ্যাত সৃষ্টি—"The Vortex"; "The Rat Trap"; "Easy Virtue"; "Hay fever"; "Cavalcade"; "This year of Grace"; "Bitter Sweet"; 'Private Lives".

Dr. A. J. Cronin (1896-)—এ-জে ক্রোনিন্—ঔপন্যাসিক, আসলে ইনি একজন ডাক্তার, এঁর বিখ্যাত রচনা—"Hatters Castle", The Citadal"; "Three Lovers"; "The Stars look down".

Walter John De La Mare (1873-)—ওয়াল্টার ডে-লা-মেয়ার, কবি ও ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত সৃষ্টি—Songs of Childhood"; "The Return"; "Peacock Pie"; "Henry Brocken"; "The Listeners".

বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার (U.S.A.) প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাহিত্য সৃষ্টির নাম কি?

Eugene O'Neill (1883-)—ইউজিন ও'নিল্, বিখ্যাত নাট্যকার—এঁর অধিকাংশই নাটকই রহস্যময় প্রতিবেশে পরিপূর্ণতা লাভ করছে। এঁর লেখা প্রসিদ্ধ বই—"Emperor Jones"; "Anna Christie"; "Strange Interlude"; "Mourning becomes Electra".

Irving Babbit (1865-1935)—আর্ভিং ব্যাবিট্—ইনি সমালোচক ও প্রবন্ধকার, এঁর প্রসিদ্ধ বই—"Rousseau & Romanticism"; "Democracy and Leadership".

Rex Beach (1877-)—রেক্স বীচ্, ঔপন্যাসিক—এঁর উল্লেখযোগ্য বই—"The Spoilers" "Barrier".

Charles Beard (1874-)—চার্লস্ বেয়ার্ড, ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধকার। এঁর বিখ্যাত বই—"Rise of American Civilisation", "American Government & Politics".

William Beebe (1877-)—এঁর রচনাগুলি প্রকৃতি নিয়ে লেখা। এঁর বিখ্যাত বই—"Galapos", "Worlds End", "Jungle days."

Clare Boothe ক্লেয়ার বুথ, বিখ্যাত মহিলা নাটক লেখিকা। এঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—"The woman" "Margin for Error",

Pearl Buck (1894-)—পার্ল বাক্, বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক—তাঁর বিখ্যাত বই—"Good Earth", "West wind","All men are Brothers","The Mother", "Fighting Angel", "Patriot"

Frances Hodgson Burnett (1849-1924)—ইনি উপন্যাস ও শিশুসাহিত্য লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ—এঁর উল্লেখযোগ্য বই—"Little Lord Fauntleroy", "The Secret Garden", "Sarah Crewe".

Willa Cather (1876-)—উইলা ক্যাথার, উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখিকা—এঁর প্রসিদ্ধ বই—"O Pioneers !", "My Antonia", "A Lost Lady", "Death Comes for the Archbishop".

Countee Cullen (1903-) কাউন্টি কুলেন, কবি—এঁর কবিতার বই—"Color" ও "Copper Sun".

Theodore Dreiser (1871-)—থিওডোর ড্রেইসার, প্রসিদ্ধ—ঔপন্যাসিক—এঁর উল্লেখযোগ্য বই—"An American Tragedy", "Sister Carrie", "Jennie Gerhardt", "The Genius".

Peter Finley পিটার ফিন্‌লে, রসরচনায় ইনি প্রসিদ্ধ—এঁর উল্লেখযোগ্য বই—"Mr Dooley in Peace and in War", "Mr Dooles's Philosophy".

Edna Ferber (1887-)—ছোট গল্প ও উপন্যাস-লেখিকা—এঁর প্রসিদ্ধ বই—"So Big", "The Girls", "Show Boat", "Cimarron".

Susan Glaspell (1882-)—সুসান্ গ্ল্যাসপেল্, নাটক ও উপন্যাস লেখিকা—এঁর শ্রেষ্ঠ বই—"Fidelity", "Brook Evans", "The Inheritors".

Earnest Hemingway (1898-)—আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে, ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Fairwell to Arms", "Men without Women", "To Have or Have not".

O'Henry (1862-1910)—ও' হেনরী, ছোট গল্প লেখক, এঁর আসল নাম সিড্নী পোর্টার (Sydney Porter)—এঁর বিখ্যাত বই—"The Four Million", "The Voice of the City".

Sinclair Lewis (1885-)—সিনক্লেয়ার লুইস্, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, ইনি ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান—এঁর প্রসিদ্ধ বই—"Main Street", "Babbit", "Arrowsmith", "Dobsworth", "Elmer Gantry", "It cant happen here".

Charles G. Norris (1881-)—চার্লস্ নরিস্, ঔপন্যাসিক—এর উল্লেখযোগ্য বই—"Salt", "Bread".

Ezra Pound (1885-)—এজ্রা পাউণ্ড, কবি ও সমালোচক—এঁর বিখ্যাত বই—"Lustra", "Pavaimes and Divisions".

Carl Sandburg (1878-)—কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, কবি ও জীবনীকার—এর বিখ্যাত বই—"Chicago Poems", "Abraham Lincoln—the prairie years".

Upton Sinclair (1878-)—আপটন সিন্‌ক্লেয়ার, উপন্যাস লেখক—এর প্রসিদ্ধ বই—"The Jungle", "Oil", "Sylvia", "Wet Parade".

Booth Tarkington (1869-)—বুথ টার্কিংটন, ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত রচনা "Penrod", "Monsieur Beacaire", "Seoenteen".

Mark Twain (1835-1910)—মার্ক টোয়েন, হাস্যরসাত্মক রচনা ও উপন্যাস লেখক, এঁর আসল নাম (Samuel L. Clemens)—এঁর উল্লেখযোগ্য বই—"Adventures of Tom Sawyer", "Huckleberry Finn", "The Innocent Abroad".

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য জার্ম্মান সাহিত্য ও সাহিত্যিক্যের নাম কি?

বিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণ ভাষায় সাহিত্য লিখে যে সমস্ত জার্ম্মান সাহিত্যিক প্রসিদ্ধ হয়েছেন—তাঁদের গ্রন্থের নাম দিলাম—জার্ম্মান বইগুলির মধ্যে যেগুলির ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে সেই ইংরাজী অনুবাদগুলির নামও বিশেষ বিশেষ বইটির জার্ম্মান নামের পাশে দিয়ে দেওয়া হলো।

Theodore Mommsen (1817-1903)—থিয়োডর মম্‌সেন, জার্ম্মান পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"History of Rome"—ইনি ১৯০২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

Paul Heyse (1830-1914)—পল্ হাইজে, নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক, ১৯১০ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। এঁর বিখ্যাত বই—"Kinder der welt" (Children of the world). "Im Paradiese" (In Paradise).

Rudolf Christoph Euckan (1846-1926)—রুডলফ্ খৃষ্টফ অকেন, জার্ম্মান দার্শনিক—দর্শন সম্বন্ধে ইনি বহু বই লিখেছেন—১৯০৮ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

Hermann Sudermann (1897-1928)—হারম্যান জ্যুডারম্যান, জার্ম্মান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"Es Lebe das Leben" (The Joy of Living), "Heimat" (Magda), "Frau Sorge" (Dame Care), "Die Ehre" (Honour), "Song of Songs".

Clara Viebig (1860-)—ক্লারা ভিভিগ, জার্ম্মান উপন্যাস লেখিকা—"Das Taglicha Brod" (Daily Bread), "Das Schlafende Heer" (The Sleeping Army).

Gerhart Hauptmann (1862-)—গেরহার্ট হাউপ্ট্‌ম্যান্, প্রসিদ্ধ জার্ম্মান নাট্যকার, এঁর প্রসিদ্ধ রচনা—"Die weber" (The weavers), "Hamele". "Atlantis", "Indipohdi" ইনি ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

Stefan George (1863-1933)—স্টেফান্ জর্জ্জ, জার্ম্মান কবি—এঁর প্রসিদ্ধ

বই—"Das Jahr der Seele" (The year of the Sonl), "Die Lieder von Traun und Tod" (Songs of Dreams & Death).

Heinrich Mann (1877-)—হেন্‌রিক্ ম্যান্, জার্ম্মান্ উপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"Die Armen" (The poor), "Mutter Marie" (Mother Mary).

Jakob Wassermann (1813-1934)—জেকব্ ভ্যাসারম্যান্, জার্ম্মান ঔপন্যাসিক—এর বিখ্যাত বই—"The worlds Illusion", "Casper Hauser".

Thomas Mann (1875-)—টমাস্ ম্যান্, প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ঔপন্যাসিক—১৯২৯ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Die Buddenbrooks", "Der Zauberber" (Tee Magic Mountain), "Der Tod in venedig" (Death in Venice), "Early Sorrow" ও "Joseph in Egypt".—১৯৩৮ সালে ইনি জার্ম্মানী থেকে নির্ব্বাসিত হন। বর্ত্তমানে আমেরিকায় আছেন।

Lion Freuchtwanger (1884-)—লিয়ন ফ্রয়েথ্‌টওয়াঙ্গার ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"Jew Suss", "The Ugly Duchess", "The False Nero".

Ernest Toller (1883-)—আরনেষ্ট টোলার, জার্ম্মান কবি ও নাট্যকার—এঁর প্রসিদ্ধ রচনা—"Massemeusch" (Man and the Masses), "Die Machinensturmera" (The Machine Wreckers).

Viki Baum (1896-)—ভিকি বাম্; জার্ম্মান উপন্যাস লেখিকা, এঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস—"Grand Hotel", "Helene", "Results of an Accident", "Career".

Erich Maria Ramarque (1898-)—এরিক্ ম্যারিয়া রেমার্ক, জার্ম্মান ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"All Quiet in the Western Front" ও "The Road Back".

Erich Kastner (1899-)—এরিক কেস্‌ট্‌নার, জার্ম্মান শিশু-সাহিত্য লেখক ও ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"Emil and the Detectives", বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে অন্য বই "The 30th of May", "Fabian", "Annalnise and Anton".

Emil Ludwig (1881-)—এমিল লুড্‌ভিগ, উপন্যাস ও জীবনীলেখক ও ঐতিহাসিক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Napoleon", "Bismark", "Lincoln", ও "Roosevelt". ইনি বর্ত্তমানে আমেরিকাবাসী।

Arthur Schnitzler (1862-)—আর্থার স্নিট্‌জ্‌লার, অষ্ট্রিয়ান নাট্যকার ও উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত নাটক—"Anatol", "Liebelei", "Professor Bernhardt"—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"None but Brave", "The Lonely Way".

বিংশ শতাব্দীতে ইতালীর বিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা কারা? ও বিখ্যাত সাহিত্য-সৃষ্টি কি?

বিংশ শতাব্দীতে ইতালীতে বিখ্যাত সাহিত্যিকরা উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত বই লিখেছেন তার ইতালীয় নাম—ও যেগুলির ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে সেগুলির ইংরাজী অনুবাদের নামও এখানে দিলাম।

Giosue Carducci (1836-)—জিয়েসু কার্দ্দুচে, ইতালীয়ান কবি,—এঁর বিখ্যাত কবিতার বই—"Odi Barbare" ("Barbaric Odes") "Hymn to Satan".

Giuseppe Giacosa (1847-1906)—জুসেপ্পে জাকোসা, ইতালীয়ান নাট্যকার—এঁর বিখ্যাত নাটক—"Come Le Foglie" (Like Falling Leaves), "Tristi Amori" (Hapless Love).

Matilde Serao (1856-1927)—মতিল্‌দা সারাও, ইতালীয়ান মহিলা ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Il Paese di Cuccgna" (The Land of Cockayne), "Fantasy".

Alfredo Panzini (1863-)—আল্‌ফ্রেদো পাংসিনি, ইতালীয়ান সমালোচক ও জীবনী লেখক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Fiabe della Virtu", "Piccolo Storie del Mondo Grande".

Gabriel D'Annuzio (1864-1938)—গ্যাব্রিয়েল দ্যনুংসিও—কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Fedra", "Il Fero", "Forse Che Si", "Forse Che No".

Luigi Pirandello (1867-1937)—লুইগি পিরান্দেলো, বিখ্যাত নাট্যকার, ইনি

১৯৩৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান। এঁর বিখ্যাত নাটক—"Sei Personaggi in Cerch d' Autore" (Six Characters in search of an Author).

Grazia Delcdda (1873-)—গ্রাৎসিয়া ছলেদ্দা, বিখ্যাত উপন্যাস লেখিকা, ইনি ১৯২৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। এঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই "La Madre" (The Mother), "Il tesoro".

Giovanni Papini (1881-)—জিয়োভান্নে প্যাপাইনে, ইতালীয়ান সাহিত্য সমালোচক—এঁর বিখ্যাত বই—"Storia di Christo" (The Story of Christ), "Un Homo Finilo" (A man finished), "Stroncature".

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যসৃষ্টির নাম কি?

Anatole France (1844-1924)—আনাতোল ফ্রাঁস—এটি হচ্ছে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যসমালোচক—Anatole Thibault-এর ছদ্মনাম—এর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—"L' Ile des Penguins" (Penguin Island), "L' Etni de Nacre", "L' Mannequin d' osier", "L' Orme du Mail", "L' Anneau d' amethystee", "M. Bergeret a Paris", "Thais".

Paul Bourget (1852-)—পল্ বুর্ঝে, ফরাসী ঔপন্যাসিক—এর উল্লেখযোগ্য বই—"Sensations d' Italie" (Sensation of Italy), "Cosmopolis", "Le Desciple" (The deciple), "Un Divorce" (A Divorce).

Henry Bergson (1859-1941)—হেন্‌রী বার্গস, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিক, ১৯২৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান—এঁর বিখ্যাত বই—"L' Evolution Creatrice" (Creative Evolution), "Ma-tiere et memoire" (Matter and Memory), "Laughter".

Henry de Regnier (1864-)—হেন্‌রী ছ রেনিয়ে, ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক—এঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই—"Tel Quon Songe", "La Sandale ailee", "Le Mirior des heures" ও উপন্যাস—"La Double Maitress", "La Pecheresse",

Romain Rolland (1866-)—রোঁমা রোলাঁ, উপন্যাস ও জীবনী লেখক—

এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—"Jeane Christophe", "Colas Breugnon", "Gandhi".

Edmond Rostand (1869-1918)—এদ্‌মঁদ রোস্তঁ, ফরাসী নাট্যকার—এঁর বিখ্যাত নাটক—"Cyrano de Bergerac", "L' Aiglon", "Chanteelar".

Paul Claudel (1868-)—পল্ ক্লদেল্ কবি ও নাট্যকার—এঁর বিখ্যাত নাটক—"L' Annonce faite a Marie" (The Tidings brought to Mary).

Andre Gide (1869-)—আঁদ্রে ঝেড্, ফরাসী উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Norritures terrestres", "La Caves du Vatican", "L' Immoraliste" (The Immoralists).

Marcel Proust (1871-1922)—মার্শেল প্রুস্ট, ১৯১৩ সাল থেকে এঁর মনস্তত্ত্ব মূলক উপন্যাসগুলি একটি সিরিজে পর পর প্রকাশিত হয়—এই সিরিজটির নাম—"A la Recherche du Temps Perdu".

Paul Valery (1871-)—পল্ ভ্যালেরী, ফরাসী কবি ও সাহিত্যিক, ইনি ফরাসী সাহিত্যে আধুনিক ভঙ্গির প্রবর্ত্তন করেন। এঁর বিখ্যাত কবিতার বই—"La Jeune Parke", "Odes", "Fragments du Narcisse" ও প্রবন্ধের বই "Variete".

Henri Berbusse (1874-1935)—হেন্‌রী বারবুস্, ফরাসী উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Le Feu" (Under Fire) ও "Inferno".

Anna Nouilles (1876-1933)—আনা নোয়ায়ী, ফরাসী মহিলাকবি, এঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির প্রতি প্রেম—এঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—"La Nouville Esperance", "L' Honneur de sonffrir", "Les Innocentes, ou la sagasse des feumes".

Jean Giradoux (1882-)—জাঁ জেরোদু, ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ ও সাহিত্যিক—অতি আধুনিক ফরাসী উপন্যাস ও নাটক লেখক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Lecture pour Une ombre" ও "Bella" তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক "Siegfried" ও "Electre."

Andre Maurois (1885-)—আঁদ্রে মরোয়া, ফরাসী সাহিত্যিক—জীবনীকে উপন্যাসের মত মনোজ্ঞ করে লেখার জন্য ইনি বিখ্যাত—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Aerial" (The life of Shelley), "Les Silences du Colonel Bramble".

Jules Romains (1885-)—জুলে রোমাঁ—এটি হচ্ছে Louis Farigomle

এঁর ছদ্মনাম—ইনি ফরাসী নাটক ও উপন্যাস লেখক—তাঁর বিখ্যাত নাটক "Dr Knock" ও উপন্যাস "Les Hommes de Bonne Volonte" (Men of Good Will).

Paul Morand (1888-)—পল্ মোরাঁদ, ফরাসী উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই "Ouvert La Nuit", "L' Europe Galante", "Londres".

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ-সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সৃষ্টির নাম কি?

Leo Tolstoy (1828-1910)—লিও টলষ্টয়, রুশ দার্শনিক ও উপন্যাস লেখক—এঁর লেখা বিখ্যাত বই—"War and Peace", Anna Karenina", "Kreutzer Sonata", "Master and man".

Anton Tchekhov (1860-1904)—অ্যাণ্টন শেকফ্, রুশ নাট্যকার ও ছোট গল্প লেখক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Peasants", The Cherry Orchard".

Maxim Gorki (1868-1936)—ম্যাক্সিম্ গোর্কী, উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখক এঁর আসল নাম Alexi Pyeskhov—এঁর বিখ্যাত বই—"Mother", "Comrades", "Lords of Life", "Humble Folk".

Leonid Andreyev (1870-1919)—লিওনাইদ্ আঁদ্রেফ্, রুশ নাট্যকার ও ছোট গল্প লেখক—"Judas Iscariot", "The Crushed Flower", "The Red Laugh".

Alexis Remizov (1877-)—অ্যালেক্সি রামেজফ্, রুশ উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"The Pond", "The Clock", "The Sisters of the Cross", "The Fitfh Pestilence", "The Cockerel".

Alexander Blok (1880-1921)—আলেক্‌জান্দার ব্লক, রুশ কবি, এঁর বিখ্যাত বই—"The Scythians", "The Twelve", "Hours of the Night", "The Earth under Snow".

Alexis Tolstoy (1882-)—আলেক্সি টলষ্টয়; রুশ নাট্যকার, কবি ও উপন্যাস লেখক—এঁর প্রসিদ্ধ নাটক—"Death of Ivan the terrible", "Tsar Feodor Ivanovitch" ও ঐতিহাসিক উপন্যাস "Childhood of Nikita" ও "Prince Serebrany".

Feodor Gladkov (1883-)—ফিয়োডোর গ্লাড্কফ্, রুশিয়ার আধুনিকতম উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Cement".

Lydia Seifullina (1889-)—লিডিয়া সাফ্লিনা, এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Virineya" ও "Hunus".

Boris Pilnyak (1894-)—বোরিস্ পিলন্যাক্—এটি হচ্ছে আধুনিক রুশ সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ছোট গল্প লেখক—Boris Alexandrovich Wogau এঁর ছদ্মনাম—তাঁর বিখ্যাত বই—"The Naked year", "Leather Jackets", "Machinee & Wolves".

Isaac Babel (1894-)—আইজ্যাক বাবেল, রুশ ছোট-গল্প লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Stories of the Red Cavalry", "Tales".

Ivan Bunin (1870-)—আইভান বুনিন, রুশ লেখক, এঁর বিখ্যাত বই—"The Village", "Suchodol", "The Man from Sanfrancisco".

Mikhail Sholokhov (1905-)—মিখাইল শোলোকফ্; রুশ উপন্যাস লেখক এঁর বিখ্যাত বই—"And Quiet flows the Don".

বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ স্ক্যান্ডেনেভিয়ান সাহিত্যিক ও সাহিত্য সৃষ্টিগুলির নাম কি ?

নরওয়ে, সুইডেন, ডেন্মার্ক প্রভৃতি দেশের সাহিত্যকে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান্ সাহিত্য বলা হয়। এই তিনটি দেশে বিংশশতাব্দীতে যে সব সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সৃষ্টি জগতে খ্যাতিলাভ করেছে সেগুলির নাম দিলাম।

Henrik Ibsen (1828-1906)—হেনরি ইব্সেন, নরওয়ের নাট্যকার, এঁর বিখ্যাত বই—"A Dolls' House", "Ghost", "Pillars of the Society", "Hedda Gabler", "Rosmarsholm".

Selma Lagerlof (1854-)—সেল্মা লাগারলফ্, সুইডেনের বিখ্যাত উপন্যাস লেখিকা, ইনি ১৯০৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান—এঁর বিখ্যাত রচনা—"Gosta Berling's Saga", "Jerusalem", "The General's Ring", "Anna Svord".

Fridtjof Nansen (1861-1930)—ফ্রিটজফ্ নান্সেন, নরওয়ের বিখ্যাত ভ্রমণকারী আবিষ্কর্তা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"The First Crossing of Greenland", "Esquimo Life", "Spitzbergen", "Farthest North".

Knut Hamsun (1859-)—ন্যুট্ হামসুন, নরওয়ের বিখ্যাত উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Hunger", "Growth of the Soil", "August". ১৯২০ সালে ইনি 'নোবেল পুরস্কার' পান।

Björnstierne Björnson (1832-1910)—বাইয়ারনেষ্টয়েরনা বাইয়ার্ণসন, নরওয়ের বিখ্যাত নাটক ও উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত কৃষকজীবনের গল্প—"Synove", "Solbakken", "Arne", "A Happy boy"; উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—"In Gods way", "Flags are flying in Town and Port"—এঁর লেখা প্রসিদ্ধ নাটক—"Lame Hulda", "King Sverre", "Laboremes", "The Editor".

Leonard Hallström (1866-)—লিওনার্ড হল্‌ষ্ট্রোম্, সুইডেনের ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত বই—"Wild Birds", "An old Story", "Spring", "A Novel of Nineties" "New Tales".

Carl Gustav Vernher Von Heidanstan কার্ল গুস্টাফ্ ভার্ণার ভন্ হিদেন্‌ষ্টান্, সুইডেনের উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত সৃষ্টি—"Endymion", "Hans Alienus", "The Carolins" (A king and his Campaigners).

August Strindberg 1849-1912)—অগাষ্ট ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, সুইডেনের উপন্যাস ও নাটক লেখক—এঁর বিখ্যাত নাটক—"Master Olof", "The Father", "Lucky Pehr", "Christmas", "The Dance of Death"—এঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস—"The People of Hemso", "The Life of the Skerry Men".

Sigrid Undset (1882-)—সিগ্রিড্ আণ্ডসেট্, নরওয়ের বিখ্যাত উপন্যাস লেখিকা—ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। এঁর বিখ্যাত বই—"Kristia Lavrangs datter","The Master of Hestviken","Ida Elizabeth","Saga of Saints".

বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ স্প্যানিশ সাহিত্যিক ও সাহিত্যসৃষ্টির নাম কি ?

Emilia Pardo Bazan (1851-1921) এমিলিয়া পার্দো বাথান্, স্প্যানিশ মহিলা ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Los Pazos de Ulloa", "La Madre Naturaleza".

Jacinto Benavante Martinez (1866-)—জাসেন্তো বেনাভেনতেই

মার্ত্তেনেথ,—বিখ্যাত স্প্যানিশ নাট্যকার—ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর বিখ্যাত সৃষ্টি—"Gente Conocida", "S~nora Anna", "La Masquerida".

Viccnte Blasco Ibánez (1867-1928)—ভেসেন্তেই ব্লাস্কো এবানিয়েথ, স্প্যানিশ উপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"Los Cuatro jinetes del Apocalipsis" (The Four Horsemen of the Apoccelipses).

Jose Echegaray (1833-1916)—জোসি এচেগারী, স্প্যানিশ নাট্যকার—ইনি ১৯০০ সালে নোবেল পুরস্কার পান। এঁর বিখ্যাত নাটক—"El Gran Galeto", ও "Mariana".

Pio Baroja (1872-)—পেও বারোহা, স্প্যানিশ উপন্যাসিক—এঁর উল্লেখযোগ্য বই—"Camino de Perfeccion", "La Busca Aurora Roja".

José Martinez Ruiz (1874-)—জোসি মার্ত্তেনেথ্ রুইয়েথ্, স্পেনের সাহিত্য-সমালোচক ও উপন্যাস লেখক—এঁর সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—"Los Valores Literarios"; বিখ্যাত উপন্যাস—"La Veluntad".

Ramon Perez de Ayala (1881-)—রামন্ পেরেথ্ দি আইয়ালা, বর্ত্তমান স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, উপন্যাস লেখক—এঁর প্রসিদ্ধ কবিতার বই—"El Sendero innumerable"; এঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস—"La Pata de la raposa".

Juan Ramon Jiménez (1881-)—জুয়ান্ রামন্ জেমেনেথ, স্প্যানিশ কবি—এঁর বিখ্যাত কবিতার বই "Arias Tristes", "Piedra y Cielo".

Ignazio Silone (1900-)—এগনেথিও সিয়েলোনী, উপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"Bread & Wine", "Fontamara".

Ramon Sender (1901-)—রামন সেন্দার, উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত উপন্যাস—"Seven Red Sundays".

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ক্যানাডিয়ান সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সৃষ্টি কি?

Bliss Carman (1861-1929)—ব্লিস্ কারম্যান্,—কানাডার কবি ও প্রবন্ধকার—এঁর বিখ্যাত কবিতার বই—"Ballads af Lost Haven", "Daughters of dawn", "April Airs", "Far Horizons", "Wild Gardens".

Marjorie L. C. Pikthall (1833-1922)—মার্জোরী পিক্‌থল্, ক্যানাডার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। এঁর গান ও কবিতা তিনটি খণ্ডে এক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

Charles George Douglas Roberts (1860)—চার্লস্ জর্জ্জ ডগলাস রবার্টস্, ক্যানাডার কবি ও জীবজন্তুর গল্প লেখার জন্য প্রসিদ্ধ—এঁর বিখ্যাত বই—"The Kindred of the wild".

Martha Ostenso—মার্থা অষ্টেন্‌সো, ইনি নরওয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা লেখিকা—ইনি সাহিত্যের জন্য বহু পুরস্কার পেয়েছেন, এঁর বিখ্যাত বই—"Wild Geese".

Laura Goodman Salverson—লরা গুড্‌ম্যান্ স্যালভার্সন, ক্যানাডার আধুনিক উপন্যাস লেখিকা—এঁর বিখ্যাত বই—"The Viking Heart".

Stephen Butler Leacock (1869-)—ষ্টিফেন বাটলার লিকক্, ক্যানাডার শিক্ষাব্রতী, ইনি অদ্ভুত রসরচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ—এঁর বিখ্যাত বই—"Literay Lapses","Behind the Beyond", 'Moonbeams from the Larger Lunacy."

বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সৃষ্টি কি ?

Henry Handel Richardson—হেনরী হ্যাণ্ডেল রিচার্ডসন্, এটি অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্য লেখিকা—"Henrietta Richardson"—এর ছদ্মনাম—তাঁর বিখ্যাত বই—"The Fortunes of Richard Mahony", "Australia Felix", "The way Home", "Ultima Thule".

Henry Lawson—হেনরী লসন্, অষ্ট্রেলিয়ার কবি ও উপন্যাস লেখক—তাঁর বিখ্যাত বই—"In the days when the world was wide" (কবিতা); "While the Billy Boils".

Dr. Charles McLaurin—ডাঃ চার্লস ম্যাক্‌লরিন্—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ইনি "Post Mortem" ও "Mere Mortals" বলে এঁর দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইতিহাস ও সাহিত্যের কয়েকটি প্রসিদ্ধ চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

Katharine S. Prichard—ক্যাথারিন্ প্রিচার্ড, প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা—এঁর বিখ্যাত রচনা "Working Bullocks".

Louis Esson...লুইস এসন্—ছোট নাটিকার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ—এঁর বিখ্যাত বই "Dead Timber".

বিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাহিত্যসৃষ্টি কি ?

Olive Schreiner (1862-1920)—অলিভ্ শ্রীনার—ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ গল্প লেখিকা—তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ বই—"Story of an African Farm", "Dream", "Woman and Labour".

Gertrude Page—গার্টরুড্ পেজ—রোডেসিয়ান ঔপন্যাসিক, এঁর বিখ্যাত বই 'The Edge of Beyond", "The Rhodesian".

"*Sarah Gertrude Millin*–সারা গার্টরুড্ মিলিন—ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার আধুনিক উপন্যাস ও জীবনী লেখিকা—এঁর বিখ্যাত বই "God's Step-Children".

Pauline Smith–পলিন্ স্মিথ, দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণী গল্প লেখিকা—এঁর উল্লেখযোগ্য বই "The Little Karoo", "The Beadle".

Stuart Cloetes—ষ্টুয়ার্ট ক্লোটি—দক্ষিণ আফ্রিকার আধুনিকতম বিখ্যাত লেখক—এঁর বিখ্যাত বই "Turning Wheels".

Roy Campbell (1902-)—রয় ক্যাম্পবেল্—বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার অতি আধুনিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—তাঁর বিখ্যাত বই "The Flaming Terrapin", "Adamastor", "The Georgind".

Eugene Marais (1872-1936)—ইউজিন মারেস্—এঁর বিখ্যাত বই "The Soul of a White Ant".

জাপানের আধুনিক যুগের বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যিকদের নাম কি ?

Yayoi Nogami—ইয়াযোই নোগামী—ইনি জাপানের স্বনামধন্যা উপন্যাস লেখিকা—এঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—"Kaisin Maru" (The Seagod Ship).

Natsume Soseki—নাৎসুমি সোসেকী—সামাজিক উপন্যাস লেখক, এঁর বিখ্যাত

উপন্যাস "Wagahai Wa Neko de Aru" (I am a Cat), "Bolchan" (The Boy).

Kurata Hyakuzo—কুরাটা হায়াকুজো—জাপানের আধুনিক নাটকের প্রসিদ্ধ লেখক—এঁর বিখ্যাত নাটক "The Priest and his Disciples".

Morita Sohei—মোরিটা সোহেই—জাপানের ক্ষমতাশালী গল্প ও উপন্যাস লেখক, এঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস—"Baien" (Sooty Smoke). ইনি Ibsenএর বহু নাটক জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

Matsuura Hajime—মাৎসুউরা হাজিমে—ইনি আধুনিক জাপানের সুবিখ্যাত কবি ও প্রবন্ধকার, নিজে একজন পণ্ডিত ও অধ্যাপক—ইনি প্রাচীন-পন্থী, এঁর "Bungaku no Byakko" (The Pure White Light of Literature) বলে বইটিতে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

বেলজিয়ামের কোন্ লেখক 'পৃথিবী-বিখ্যাত' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ও তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি কি ?

আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেলজিয়ান সাহিত্যিক বলতে মরিস্ মেটার্‌লিঙ্ককে (Maurice Maeterlinck) বলা হয়। ১৯১১ সালে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বিখ্যাত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক—এঁর বিখ্যাত বই—"La Oiseau bleu" (The Blue Bird). "Monna Vanna", "Pigeons & Spiders".

চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন্ লেখককে 'পৃথিবী-বিখ্যাত' বলা হয় ?

চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহিত্যে 'ক্যারেল ক্যাপেক' (Karel Capek) জগৎ-প্রসিদ্ধ হয়েছেন। নাট্যকার ও উপন্যাস লেখক—এঁর বিখ্যাত রচনা—"R. U. R" ; "Insect Plays" ও "Power & Glory". ১৮৯০ সালে এঁর জন্ম হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের আধুনিক লেখক হিসাবে কাদের বিখ্যাত বলা হয় ? তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কি ?

William Butler Yeats (1865-)—উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স্ এঁর নাম আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহিত্যে জগৎ-প্রসিদ্ধ। তিনি সুকবি ও ক্ষমতাশালী নাট্যকার। তিনি

আয়ার্ল্যাণ্ডের নাট্যজগতে যুগান্তর আনেন। এঁর প্রসিদ্ধ বই—"The Land of Hearts desire" "Deirdre". ইনি ১৯২৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

Sean O'Casey (1890-)—সিন ও'কেসী, আয়ার্ল্যাণ্ডের উদীয়মান নাট্যকার—এঁর বিখ্যাত বই—"Juno and the Paycock".

Elizabeth Bowen—আয়ার্ল্যাণ্ডের আধুনিক সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখিকা—এঁর বিখ্যাত বই—"The Hotel", "Friends & Relations", "The House in Paris" "The Death of the Heart", "Look at those Roses",

বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্যে রসরচনায় জগৎ-প্রসিদ্ধ কে?

ইনি হচ্ছেন পি-জি-উডহাউস্ (P. G. Woodhouse) তাঁর সৃষ্ট Psmith, Jeeves এবং Bertie, Wooster প্রভৃতি চরিত্র সারা পৃথিবীর পাঠকের কাছে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বই হলো "The Pot hunters"; "Love among the Chickens"; "Psmith in the City"; "Psmith, Journalist"; "Something Fresh"; "Very Good Jeeves"; "Right O' Jeeves".

বিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হলে মোটামুটি কি কি বই পড়তে হবে?

(1) *History of Ancient Greek Literature*—Gilbert Murray. (2) *Latin Literature*—J. W. Mackail. (3) *The Making of English*—Henry Bradley. (4) *Medieval English Literautre*—W. P. Ker. (5) *Short History of French Literature*—George Saintsbury. (6) *Literature of Germany*—J. G. Robertson. (7) *History of Italian Literature*—Richard Garnett. (8) *History of, Spanish Literature*—J. Fitzmaurice-Kelly. (9) *An Outline of Russian Literature*—M. Baring. (10) *Essays in Criticism*—Matthew Arnold. (11) *Contemporary American Literature*—J. M. Manly and E. Rickert. (12) *A Brief History of English Literature*—E. M. Tappan. (13) *Japanese Literature*—W. G. Aston.

"রাজনীতি" (Politics) সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বই কি?

রাজনীতি সম্বন্ধে বহু বই আছে—সমস্তগুলির নাম দেওয়া সম্ভব নয়, এইগুলি বিশেষ বিখ্যাত।

(1) *Political Parties and Policies.*—Royston Pike. (2) *Guide to Modern Politics.*—G. D. H. Cole. (3) *Grammar of Politics.*—H. J. Laski. (4) *Modern Political Theory.*—C. E. M. Joad. (5) *Short History of Democracy.*—A. F. Hattersby. (6) *Soviet Communism.*—S. and B. Webb. (7) *Utopia.*—Sir Thomas More. (8) *The Socialist Movement.*—J. Ramsay Macdonald. (9) *The Human Nature in Politics.*—G. Wallas. (10) *War and Politics in China.*—Sir John T. Pratt. (11) *Japan's Dream of World Empire* (Tanaka Memorial).—Edited by Carl Crow.

বিদেশের সাহিত্যে "শিক্ষা" সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বই কি কি ?

(1) *The Education of Man.*—Froebel. (2) *The Education of the Whole Man.*—L. P. Jacks. (3) *The Montessori Method.*—M. Montessori. (4) *The School and the Child.*—J. Dewey. (5) *The School and the Society.*—J. Dewey. (6) *On Education.*—Bertrand Russell. (7) *Education: Its Data and First Principles.*—Sir Percy Nunn. (8) *Teacher's Handbook of Psychology.*—J. Sully. (9) *Community Organization and Adult Education.*—Edmund de S. Brunner. (10) *The Education of the Ordinary Child.*—John Duncan.

'আধুনিক জগতের ইতিহাস' সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বই কি-কি ?

(1) *World War.*—Edited by John Hammerton. (2) *A History of the World War* (1914-1918).—B. H. Liddell Hart. (3) *A Survey of Modern Europe.*—G. D. H. Cole. (4) *A History of Russia to Modern Times.*—R. Beazley, N. Forbe, and G. A. Birkett. (5) *A Short History of Germany.*—E. F. Henderson. (6) *Short History of France.*—A. M. F. Duclaux. (7) *France.*—J. E. C. Bodley. (8) *Garibaldi and the Making of Italy.*—G. M. Trevelyan. (9) *Modern Italy; Modern Germany; Modern France, etc.*—Cicily Hamilton. (10) *China, Japan and Korea.*—J. O. P. Bland. (11) *Europe and Beyond*—Sir J. A. R. Marriot. (12) *The Birth of New China.*—Arthur Clegg.

বিদেশের সাহিত্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সংক্রান্ত সকলের পড়বার মত বই কি কি ?

(1) *Life in the Animal World.*—F. H. Shoosmith. (2) *At the Zoo.*—Julian Huxley. (3) *World's Natural History.*—E. G. Boulenger. (4) *Life in Ponds and Streams.*—W. S. Furneaux. (5) *The Home of Mankind.*—H. Von Loow. (6) *Commercial Geography of the World.*—O. J. R. Howarth. (7) *Science in the Service of Man.*—S. G. Starling. (8) *The A B C of Chemistry.*—J. G. Growther. (9) *Chemistry in the Service of Man.*—A. Findlay. (10) *The Mysterious Universe.*—Sir James Jeans. (11) *General Astronomy.*—H. S. Jones.